সাহু ম্যাক্স

1894

# প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ।

এক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের হৃদয়ে একটী প্রশ্নের উদয় হয় যে ভারতবর্ষের ন্যায় ধর্ম্ম-প্লাবিত দেশে বাইবল গ্রন্থের এত অনাদর কেন। বাইবল ধর্ম্মগ্রন্থ—উদার ধর্ম্মতত্ত্বে, নীতিতত্ত্বে সমাজ ও গার্হস্থ্য উপদেশে বাইবল জগতের কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে কোন অংশেই হীন নহে। এই বিশাল জগতের বহুদেশবাসী বহু জাতিই এই খ্রীষ্টধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়াতে প্রাণ জুড়াইতেছে। তবে ভারতবর্ষবাসিগণ এই ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রতি এত বীতশ্রদ্ধ কেন। আমরা ইহাই মনে করি যে অধুনা বাইবল শাস্ত্রের যে সকল অনুবাদ রহিয়াছে তাহা নিতান্ত আক্ষরিক অনুবাদ। সকল স্থানে ধর্ম্মের ভাব ও ভাষা পরিস্ফুট না হওয়াতে ঐ সকল তাদৃশ সুখপাঠ্য এবং সাধারণের রুচি-প্রণোদিত হয় নাই। এই অভাব যথাসম্ভব দূর করিবার জন্য আমরা বাইবল গ্রন্থের একটী সরল অনুবাদ প্রকাশ করিবার কল্পনা করি।

ধর্ম্মশাস্ত্র—সেই শাস্ত্রের যথাযথ মর্ম্ম এবং সংস্কারাদি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া অনুবাদ হওয়াই শ্রেয়ঃ; নতুবা সে অনুবাদ পাঠে কাহারও তৃপ্তি হইবে না। এই জন্য প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসী মহাত্মাগণ যাহারা ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতেছেন তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত অভ্রান্ত বিশ্বাস এবং ধর্ম্মমত সহ অনুবাদ প্রকাশিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই জন্য আমরা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব করি। তিনি অতি সাদরে ও যত্নের সহিত আমাদের এই কার্য্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এবং অন্যান্য মিসনারি মহোদয়গণেরও এ বিষয়ে সমুচিত দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষিত করিবার জন্য একটী সভা আহূত করান। সভাস্থ

মহাত্মাগণ সকলেই সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের এই কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সভার সম্মতিক্রমে

রেভাঃ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ।
" শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এইচ বল।
" শ্রীযুক্ত এইচ এণ্ডারসন।
শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাদের বঙ্গানুবাদের প্রুফ সংশোধন করিয়া দিবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েন। শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সংশোধিত প্রুফের সহিত মিলাইয়া মূলের সহিত বঙ্গানুবাদের পুনঃ সংশোধন পূর্ব্বক আমাদিগকে মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য ইঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই পুস্তকের অনুবাদ ও যেখানে যে টীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমস্তই আমাদের কৃত; তবে অনুবাদের অর্থবিপর্য্যয়, কি মত ভেদ হইয়াছে কি না ইহাই মাত্র তাঁহারা দেখিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের সহানুভূতি পাইলে নূতন পাঠ ( New Testament ) ও পুরাতন পাঠ ( Old Testament ) সম্বলিত সমগ্র বাইবল গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রচার করিবার বাসনা রহিল।

পুস্তকের স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ও ছাপার ভুল আছে। দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কনে তাহা সংশোধিত হইবে।

আর্য্য-সাহিত্য সমিতি।
১৩০১ সাল।
১২ই ফাল্গুন।

---

আব্রাহাম হইতে ডেভিড

# বংশ-কারিকা

( চতুর্দ্দশ পুরুষ )

---

আব্রাহাম
|
ইসাক
|
যেকব
|
যুদাস্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ

পেরস্ জারা
( ইহারা তামরের গর্ভজাত )
|
ইস্রোম
|
আরাম
|
অমিনাদব
|
নাস্ন্যন
|
বুজ্ ( ইনি রাকেবের গর্ভজাত )
|
ওবেড ( ইনি রুতের গর্ভজাত )
|
যেসী
|
রাজা ডেভিড ।

## জা ডেভিড হইতে যেকোনিয়স্‌

# বংশ-তালিকা

( চতুর্দ্দশ পুরুষ )

রাজা ডেভিড
|
সলোমন
|
( উরিয়সের পত্নির গর্ভে ইহার জন্ম )
|
রোবোয়ম
|
আবিয়া
|
আশা
|
যোসাপাৎ
|
যোরাম
|
ওজিয়স
|
যোয়াতাম্‌
|
আকজ্‌
|
এজিকিয়স্‌
|
মানাসেস্‌
|
অমন
|
যোসিয়স্‌
|
যেকোনিয়স্‌

( যোকোনিয়স্‌ বাবিলনে আসিয়া বাস করেন। )

বাবিলনে আগমনের পর

## যেকোনিয়স্‌ হইতে যিশুখ্রী

# বংশ-তালিক

( চতুর্দ্দশ পুরুষ )

যোকোনিয়স্‌
|
সাল্লাথিয়েল
|
যোরোবাবেল
|
অবিয়ুড্‌
|
এলিয়াকিন্‌
|
অজর
|
সাধক
|
অকিম
|
ইলিউড্‌
|
এলিয়াজার
|
মাথান
|
যেকব্‌
|
যোসেফ

( ইনিই কুমারী মেরীর বাক্‌দত্তা স্বামী

**Jesus Christ**

The Saviour.

# সাধু ম্যাথ্যু

## প্রথম কল্প

আব্রাহাম হইতে যোসেফ পর্য্যন্ত যিশুখ্রীষ্টের বংশ-কারিকা * -পবিত্রাত্মা কর্তৃক তাঁহাতে অধ্যাস—যোসেফের সহিত বাগ্‌দত্তা কুমারী মেরীর গর্ভে তাঁহার জন্মগ্রহণ—স্বর্গদূত কর্তৃক যোসেফের ভ্রান্তি নিরসন এবং 'খ্রীষ্ট' নামকরণে উপদেশ।

(যে). আব্রাহাম বংশে ডেভিডের জন্ম, যিশুখ্রীষ্টও সেই (পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।) ১ (এই বংশের বংশপতি) আব্রাহামের ইসাক নামে এক পুত্র জন্মে। ইসাকের পুত্রের নাম জেকব। জেকব, যুদা এবং আরও কয়েকটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। ২ যুদার ঔরসে এবং শ্রীমতী থামরের গর্ভে পেরস ও জেরা নামে দুই পুত্র সঞ্জাত হয়। এস্‌রোম পেরসের পুত্র। এস্‌রোমেরও অরাম নামক এক পুত্র প্রসূত হইয়াছিল। ৩ আমিনাদব অরামের, ন্যস্সুন আমিনাদবের এবং স্যলমন আবার ন্যস্সুনের পুত্র। ৪ স্যলমনের ঔরসে এবং রাকবের গর্ভে ব্যোজ নামক এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। রুথের গর্ভে ব্যোজ অবেধ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন, যেসী (এই) অবেধের পুত্র। ৫

যেসীই নৃপতি ডেভিডের পিতা। রাজা ডেভিড, (মৃত) উরিয়ার পত্নির গর্ভে শলোমন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ৬

---

* বংশকারিকা।—Genealogy.

শলোমনের রোবম্ নামে এক পুত্র এবং রোবমের অবিয় নামে এক পুত্র সঞ্জাত হয়। আশা ( এই ) অবিয়ের তনয়। ৭

আশার যোসাপৎ, যোসাপতের যোরম এবং যোরমের ওজিয় নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ৮

যোথাম্ ওজিয়ের, অহাজ যোথামের, এবং হেজকিয় অহাজের পুত্র। ৯

হেজকিয় ম্যানাসার, ম্যানাসা আমনের, এবং আমন যোসিয়ার পিতা; ১০ যোসিয়া, যেকোনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণের পিতা। এই সময়ে যোসিয়া বাবিলনে নীত হন। ১১

বাবিলনে আগমনের পর যেকোনিয় সালাথিয়েল এবং সালাথিয়েল সরোবাবেল নামক পুত্র সমুৎপাদন করিয়াছিলেন; ১২

সরোবাবেল, অবিয়ুড; অবিয়ুড এলিয়াকিম এবং এলিয়াকিম, অজর নামক পুত্র উৎপাদন করেন; ১৩

অজরের সাদক, সাদকের আকিম, এবং আকিমের ইলিউড নামক পুত্র সঞ্জাত হয়; ১৪

ইলিউডের এলিয়াজার, এলিয়াজারের মাথান, এবং মাথানের ( মহামনস্বী ) জেকব নামক এক পুত্র সঞ্জাত হয়; ১৫

এই জেকবের পুত্র যোসেফই ( লোকত্রাতা যিশুজননী ) মেরীর স্বামী। এই মেরীর গর্ভেই ( পাপীত্রাতা প্রভু ) যিশু খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, এবং খ্রীষ্ট * নামে অভিহিত হন। ১৬

আব্রাহাম হইতে ডেভিড ( বংশগণনায় ) চতুর্দ্দশ পুরুষ; ( এই বংশ ) বাবিলনে নীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ডেভিড হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ এবং বাবিলনে আসিবার পর যিশুখ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পুরুষ। ১৭

---

* Christ শব্দের অর্থ অভিষিক্ত। —ইনি দৈববক্তা, ধর্ম্মবক্তা, এবং রাজা। হিব্রু ভাষায় কচিৎ ব্যবহৃত প্রতিশব্দ Messeah,

## খ্রীষ্টের জন্মবৃত্তান্ত

এই প্রকার মহোত্তম বংশে যিশুখ্রীষ্টের জন্ম। তাঁহার মাতা (বাগ্দত্তা কুমারী মেরী) যোসেফের সহিত পতিপত্নিভাবে সম্মীলিত হইবার পূর্ব্বে, পবিত্রাত্মা * কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিলেন। † ১৮

তাঁহার স্বামী পরম ন্যায়বান যোসেফ এই প্রকার (নিন্দিতচরিত্রা) পত্নিকে গ্রহণ করিয়া সাধারণের সম্মুখে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অপেক্ষা গোপনে পত্নি পরিত্যাগই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া অবধারণ করিলেন। ১৯

তিনি এই সকল বিষয় মনে মনে বিচারণা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বপ্নযোগে প্রভুর দূত প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, "ডিভিডের বংশ-তিলক যোসেক! তোমার পত্নি মেরীকে গ্রহণ করিতে ভীত হইও না; কেননা সেই পবিত্রাত্মার সংবেশেই তোমার পত্নির গর্ভ সমুৎপাদিত হইয়াছে। ২০

"তাঁহার গর্ভে যে (পরম পাবন) কুমার প্রসূত হইবে, তাঁহাকে (লোকত্রাতা) যিশু নামে আখ্যাত করিবে; কেননা, তিনিই তাঁহার শরণাগতগণকে পাপতাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন। ২১

"ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা প্রভুর যে বাক্য উক্ত হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন, ২২

**"দেখ, এক কুমারীকন্যা গর্ভবতী হইবে, এবং পুত্র সন্তান প্রসব করিবে। লোকসাধারণে ঐ পুত্রকেই ইম্যানুয়েল নামে নামিত করিবে।"**

---

* Holy Ghost or Holy Spirit., পবিত্রাত্মাই ইহার যোগ্য প্রতিশব্দ।

† কোনও দৈবীশক্তিশালীর আবির্ভাব সংঘটনে কুমারীর গর্ভে জন্মবৃত্তান্ত সকল জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন হিন্দুশাস্ত্রে কুন্তি, ইত্যাদি।

এই ইম্যানুয়েল শব্দে (স্বার্থক) অর্থ, আমাদিগের সহিত ঈশ্বর। * ২৩

অতঃপর যোসেফ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রভুর দূতের আদেশ অনুসারে (আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়া পরম সমাদরে) পত্নিপরিগ্রহ করিলেন, ২৪ এবং যে পর্য্যন্ত প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি পত্নিকে স্পর্শও করি-লেন না। যথাসময়ে শুভক্ষণে পুত্র সন্তান প্রসূত হইলে, (যোসেফ) পুত্রের নাম যিশু রাখিলেন। ২৫

---

* মূল বাইবলে Emmanuel (ইম্যানুয়েল) শব্দের তাৎপর্য্য God with us বলিয়া লিখিত আছে।

## দ্বিতীয় কল্প

নাক্ষত্রিক নির্দ্দেশানুসারে প্রাচ্য সাধুগণের যিশুসন্দর্শনে আগমন— সাধুগণ কর্তৃক তাঁহার পূজা— উপহার প্রদান *— স্ত্রীপুত্র (মেরী ও যিশুকে) লইয়া যোসেফের ইজিপ্ট দেশে পলায়ন—রাজা হিরোড কর্তৃক শিশুহরণচেষ্টা— তাঁহার মৃত্যু—ইজিপ্ট হইতে গালিলীতে যিশুকে আনয়ন।

যৎকালে যিশু যোডিয়া প্রদেশস্থ বেথলেহম নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ( সেই জেরুজিলম প্রদেশে ) নৃপতি হিরোড রাজত্ব করিতেছিলেন ; ঐ সময়ে প্রাচ্য সাধুগণ জেরুজিলমে সমাগত হইয়া ( ভক্তিপ্রণোদিত চিত্তে ) ১ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি ইহুদিগণের রাজারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি কোথায় ? আমরা পূর্ব্বগগণে তাঁহার নক্ষত্র সন্দর্শন করিয়া † তাঁহাকে পূজা করিতে আসিয়াছি।" ২

---

* মূলে আছে, They worshipped him, and offered their presents. ইহার যথার্থ অর্থ, নৈবেদ্য উপহারে পূজা।

† We have seen his Star in the east, তাঁহার তারকা। অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ নক্ষত্রতারকাদির উল্লেখ দেখা যায় ; যেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল। নক্ষত্র দর্শনে জগতের নানা লক্ষণ প্রকটিত হইয়া থাকে। ইজিপ্টদেশের বৎসরের প্রথম মাসে ( mesori ) সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব লক্ষণরূপে বৃহৎ কুকুর ( great dog ) নামক রাশিস্থ sirius নামক লক্ষণ, এই ব্রহ্মহৃদয় ( Dogstar ) নামক নক্ষত্রে অতি উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়াছিল। এই জন্য ঐ মাস "প্রভুর জন্মমাস" নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। ঐ নক্ষত্র দর্শনে সাধুগণ যিশু দর্শনে সমাগত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইজিপ্টদেশে উহার নাম হইয়াছে "সাধুগণের নক্ষত্র"—The star of the Magi. বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ কেপ্‌লার ঐ তারকাকে নবাবিষ্কৃত কোনও তারকা বলিয়া বিচারণা করেন। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে তিনি যে নক্ষত্র আবিষ্কার করেন, এই নক্ষত্রটি তদনুরূপ বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। ঐ সময় মীন রাশিতে শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল, এই তিন গ্রহ একই নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল।

(প্রাচ্যসাধুগণের) এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হিরোড এবং সমগ্র জেরুজিলম নগরের অধিবাসিগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ৩

তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মযাজক ও আচার্য্যগণকে * আহ্বান করিয়া রাজা হিরোড জিজ্ঞাসা করিলেন," "( হে যাজক ও আচার্য্যগণ ! ) খ্রীষ্ট কোন্ প্রদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন ?" ৪

রাজার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া যাজক ও আচার্য্যগণ বলিলেন, "যোডিয়া প্রদেশের বেথলেহম নামক স্থানে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ( ঐ পরম পুণ্যময় স্থান বেথলেহম সম্বন্ধে ) ভবিষ্যদ্বক্তা ( ভবিষ্যবাণী ) লিপি করিয়া গিয়াছেন যে, ৫

"যোডিয়া প্রদেশস্থ বেথলেহম! ( তুমি ধন্য ) যোডার সমগ্র নৃপতিসাধারণ হইতে কোনও অংশেই তুমি হীন নহ; কেননা এস্রায়েলের † পালনকর্ত্তা তোমাতেই জন্ম পরিগ্রহ করিবেন।" ৬

( আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করিয়া ) রাজা হিরোড, সমাগত সাধুগণকে গোপনে আহ্বান করিয়া, ঐ নক্ষত্র কোন সময়ে উদিত হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন ; ৭

এবং তাঁহাদিগকে ( যিশুখ্রীষ্টের জন্মভূমি সেই পরম পবিত্র প্রদেশ ) বেথলেহমে প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন, "আপনারা অগ্রগামী হইয়া বেথ্‌লেহম নগরে গমন করুন, এবং ঐ বালকের বিশিষ্ট প্রকারে অনুসন্ধান করুন। ( কৃতকার্য্য হইলে ) আমাকে সংবাদ দিবেন ; কেন না, আমিও স্বয়ং তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অর্চ্চনা করিব।" ৮

* Scribes—সেন্ট-লুক ইহাদিগকে আইন-প্রণেতৃ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

† Israel.

নৃপতির এই সমস্ত অনুমতি শ্রবণ করিয়া সাধুগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আশ্চর্য্য! সাধুগণ * যে তারকা পূর্ব্বপ্রদেশের আকাশে সন্দর্শন করিয়াছিলেন, সেই তারকা অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শক হইল, এবং যে স্থানে সেই কুমার অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানের উপব পর্য্যন্ত আসিয়া (অচলনক্ষত্র) অচল হইল। ৯ †

(অচল) নক্ষত্রেব এই প্রকার (লোকাতীত) আনুকুল্য দর্শনে সাধুগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন। ১০

অতঃপর (সাধুগণ) গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জননীক্রোড়ে শিশুকে সন্দর্শন করিয়া, নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন এবং স্ব স্ব অর্থাধার উন্মোচন পূর্ব্বক বিবিধ ধনরত্নে ‡ (পরমভক্তিভরে) তাঁহাকে পূজা করিলেন। ১১

সাধুসিদ্ধগণ এই (পরম শুভ) সংবাদ হিরোড-নৃপতির নিকট প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলে, স্বপ্নযোগে কৃতাবরুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ১২

* They—wise men, অন্যান্য অনুবাদকেরা জ্যোতির্ব্বিৎ লিখিয়াছেন।

† অলৌকিকে অবিশ্বাসীরা, একটা অচল নক্ষত্র আকাশে থাকিয়া পথ দেখাইয়া চলিল, এ কথা সহসা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এমন সকল লোকাতীত ঘটনার উল্লেখ আছে। কংশভয়কাতর বসুদেব, যমুনা পারে চিন্তিত হইলে, শৃগাল অগ্রে পার হইয়া তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে পার হইতে ইঙ্গিত করিয়াছিল। তুলসীর অভিসম্পাত, মৈনাক পর্ব্বতের ভ্রম, বিন্ধ্যগিরির গতিশক্তি, এমন শত শত দৃষ্টান্ত হিন্দুশাস্ত্রেও প্রচুর পরিমাণে আছে।

‡ মূলে আছে, They had opened their treasures ; they presented unto Him gifts ; gold, and frankincense, and myrrh, ফ্রাঙ্কিন্সেন্স ও মিরহ অর্থাৎ নৈবেদ্য ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য। বিষয়বিরাগী সাধুগণ ধনরত্ন উপহারে কেন ভগবানের সহিত দর্শন করিলেন? ঐ প্রকার ব্যবহার ইজিপ্ট দেশে চিরপ্রচলিত। সেনেকা বলিয়াছেন, No one may salute a Parthian king without bringing a gift.

সাধু মহাপুরুষগণ প্রস্থান করিলে পর স্বর্গদূত * স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া যোসেফের প্রতি আদেশ করিলেন, "গাত্রোত্থান কর। স্ত্রী পুত্র লইয়া অবিলম্বে ইজিপ্ট দেশে পলায়ন কর। আমার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিও। কেননা, রাজা হিরোড এই বালককে নিধন করিবার জন্য ( সর্ব্বপ্রযত্নে ) অনুসন্ধান করিতেছে।" ১৩

( স্বপ্নযোগে স্বর্গদূতের এই প্রকার উপদেশ উপলব্ধি করিয়া ) যোসেফ গাত্রোত্থান করিলেন এবং রজনীযোগে স্ত্রীপুত্র লইয়া ইজিপ্ট দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ১৪

"আমি ইজিপ্ট হইতে আপন পুত্রকে আহ্বান করিয়াছি," ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা প্রভু এই যে ( মহামন্ত্র ) দৈববাণী প্রচার করিয়াছিলেন, ( কালক্রমে ) তাহাই সিদ্ধ করিবার জন্য যোসেফ হিরোডের মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্র লইয়া সেই ইজিপ্ট প্রদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫

সাধুগণ কর্ত্তৃক বিদ্রূপভাজন হইয়াছেন, হিরোডের হৃদয়ে যখন এই ধারণা বদ্ধমূল হইল, তখন আর তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। খ্রীষ্টের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে সাধুগণ যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, হিরোড তদনুসারে বেথ্লেহম নগরের দুই বৎসর এবং তাহারও ন্যূন বয়স্ক বালকগণকে ( অতি নৃশংসভাবে ) লোক দ্বারা হত্যা করিলেন। ১৬

ভবিষ্যদ্বক্তা জেরেমীয় যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপে তাহাও সংসিদ্ধ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, ১৭

"রামানগরে বিয়োগ যন্ত্রণার ভীষণধ্বনি, রোদন রোল এবং গভীর শোকোচ্ছ্বাস শ্রুত হইয়াছিল। সন্তান

* স্বর্গদূত, Angel of the Lord, প্রভুর দূত।

'বিয়োগবিধুরা রাহেল * সন্তানগণের জন্য রোদন করিতেছেন ; তিনি সান্ত্বনাও পাইবেন না ; কেননা, তাহারা জীবিত নাই।"

হিরোডের মৃত্যুর পর প্রভুর দূত ইজিপ্ট প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া স্বপ্নযোগে যোসেফকে কহিলেন, ১৯ "গাত্রোত্থান কর, এবং শিশু ও তাহার জননীকে লইয়া ইস্রায়েল প্রদেশে যাত্রা কর। কেননা, যাহারা শিশুর প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তাহারা নিহত হইয়াছে।" ২০

অনন্তর তিনি (যোসেফ) গাত্রোত্থান করিলেন, এবং শিশু ও তাহার জননীকে লইয়া ইস্রায়েল্ প্রদেশে সমাগত হইলেন ; ২১

কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, হিরোডের পুত্র অর্কেলস্ † তাঁহার পিতৃসিংহাসন যোডিয়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন তিনি (পুনরায়) সে প্রদেশ গমনে সন্ত্রাসিত হইলেন। তদনন্তর সপ্নাবেশে ঈশ্বর-নির্দ্দেশানুসারে গালিলীর ‡ প্রদেশ বিশেষে যাত্রা করিলেন, ২২ এবং (ঐ প্রদেশের) নজরাৎ ¶ নামক নগরে আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন।

"তিনি ( ) খ্রীষ্ট নজারৎবাসী বলিয়া আখ্যাত হইবেন,"

ভবিষ্যদ্বক্তা দ্বারা কথিত (এই বাক্য) পূর্ণ হইল। ২৩

---

* এই রাহেলই প্রসিদ্ধ বেঞ্জামিন বংশের জননী। রামানগরে ইঁহার শিশুপুত্রগণ অবরুদ্ধ হইয়া হিরোডের আদেশে নিহত হইয়াছিল।

† ইনি হিরোড দি গ্রেটের পুত্র। পিতা অপেক্ষাও নৃশংস ব্যবহারে আট বৎসর কাল প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিয়া, শেষে ইনি ভীনার কারাগারে বন্দী হন, এবং তাঁহার রাজ্য রোম সম্রাটের হস্তে আইসে।

‡ এখানেও তখন অর্কেলসের ভ্রাতা এণ্টিপাস রাজত্ব করিতে ছিলেন।

¶ নজরাৎ মধ্যগালিলীর একটি মনোহর পল্লি। নজারতের এক দিকে মনোহর উপত্যকা-শোভিত পর্ব্বত, অন্য দিকে ডিলন নদী প্রবাহিত। স্থানটি বড়ই মনোজ্ঞ।

## তৃতীয় কল্প

জনের ধর্ম্মোপদেশ—তাঁহার সম্প্রদায়, জীবনী ও ধর্ম্মপ্রচার—( হীনধর্ম্মী ) ফরাসিগণের প্রতি অনুযোগ—জর্ডনে খ্রীষ্টের দীক্ষাগ্রহণ।*

—(*)—

ঐ সময়ে আচার্য্য জন সমাগত হইয়া যোডিয়ার প্রান্তর মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন; ১ বলিলেন,—"মনঃ পরিবর্ত্তন কর; † স্বর্গরাজ্য ( যে ) তোমাদিগের করতলবর্ত্তী হইয়াছে। ২ কেননা, সেই তিনিই ( ঈশ্বরই ) ভবিষ্যদ্বক্তা ইসায়েস্ দ্বারা ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

"সেই প্রান্তর মধ্যে একমাত্র মহাধ্বনি উত্থিত হইতেছে যে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁহার পথ সরল কর।" ‡ ৩

এই ( ধর্ম্মাচার্য্য ) জনের নিজের ( পরিধানে ) উষ্ট্রলোমজাত পরিধেয়, কটিতে চর্ম্ম কটিবন্ধ, এবং আহার সামান্য কন্দফলমূল ¶ এবং বনমধু মাত্র। ৪

---

* Baptise শব্দের তাৎপর্য্য, দীক্ষা। Baptist,—যে দীক্ষা দান করে, গুরু। আমরা আচার্য্য শব্দ Baptist শব্দের প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করিলাম।

† অনুতাপ দ্বারা, কৃতপাপের অনুশোচনা দ্বারা, মনোমালিন্য বিদূরিত কর; চিত্তশুদ্ধি ঘটিলেই স্বর্গরাজ্য লাভের অধিকার জন্মিবে।

‡ ঠিক এই রকম সময়েই হিন্দুঋষি দৈববাণী করিয়াছিলেন,—

শৃণ্বন্তুবিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
যে যে দিব্য ধামানি ন তস্থে।

শোন শোন, অমৃতের পুত্রেরা, স্বর্গরাজ্য তোমাদেরই। তোমরাই সে [illegible] অধিকারী।

¶ মূলে Locusts আছে। লোকষ্টস্ শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ, অথবা বৃক্ষলতাদি।

তদনন্তর জেরুজিলম, সমগ্র যোডিয়া প্রদেশ এবং জর্ডনের তীরবর্ত্তি প্রদেশের অধিবাসীবর্গ তাঁহার নিকট (ধর্ম্মলাভার্থ) সমাগত হইল; ৫ এবং কৃত-পাপ স্বীকার করিয়া জর্ডনগর্ভে (অবগাহন পূর্ব্বক) তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। ৬

(ধর্ম্মগুরু জন) যখন দেখিলেন যে, ফারিসি * ও সাদ্দূকীরা † পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণার্থ সমাগত হইতেছে, তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "রে (খলস্বভাব) সর্পবংশের বংশধরগণ! সেই (ভীষণ) ভাবি ক্রোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কে তোমাদিগকে সতর্ক করিল? ৭

---

বাইবলের সকল অনুবাদকেরাই Locusts শব্দের অর্থ পতঙ্গ বা পঙ্গপাল লিখিয়াছেন। সাধুপুরুষেরা ফলমূল ও বনমধু মাত্র আহার করেন; ইহা সকল দেশের সাধুচরিত্রেই কীর্ত্তিত আছে,—পঙ্গপালের প্রসঙ্গ কোথাও নাই। অবস্থা বিবেচনায় Locusts শব্দের অর্থ পঙ্গপাল না লিখিয়া ফলমূলই লিখিত হইল, কেননা ইহাই সমীচীন। অভিধানে এই অর্থই আছে। LOCUSTS—devouring insects,—a tree of several varieties. টমসন্ সাহেব তাঁহার LAND AND BOOK, pp 416, 420 বলেন, "বেদোয়াইন প্রদেশে এখনও পর্য্যন্ত লোকে পতঙ্গাদি ভক্ষণ করে। পতঙ্গ শুষ্ক করিয়া লবণ বা মধু দিয়া আহার করা ঐ সকল প্রদেশের ইতর শ্রেণীর জীবিকা।" এই বাক্যের প্রতিপোষকার্থ বর্কহার্ড (BORKHARDT) সাহেব বলেন যে, মেদিনা ও টাইফ প্রভৃতি নগরে তিনি পঙ্গপালের প্রাকাশ্য দোকান দেখিয়াছেন।

* ফারিসি শব্দ মূলে Pharisee অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজী। অনুমান হয়, কোরাণের করাজী শব্দ ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কেননা, উচ্চারণ ও অর্থগত সাদৃশ্য ঐ শব্দদ্বয়ে প্রচুর পরিমাণেই দেখা যাইতেছে। ফারিসি ও সাদ্দূকী, সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে বিধর্ম্মী। ফারিসিরা প্রাচীন বিধিব্যবস্থায় পক্ষপাতি,—সাদা কথায় গোঁড়া। প্রাচীন ও পুরাতন, ভালই হউক আর মন্দই হউক, তদনুসরণ করাই যে শ্রেয়ঃ, ইহাই ফারিসিদিগের বিশ্বাস।

† সাদ্দূকীরা পুনরুত্থান, স্বর্গদূত, ও পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। ইংরাজিতে স ও জা, উচ্চারণগত প্রভেদে অভেদ। Zadok নামক যে গোঁড়া পুরোহিত ছিলেন, এঁদ্দিকি বা বাদ্দ কি শব্দ বোধ হয় তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

"এজন্য এক্ষণে (পাপ-ক্ষয়কর ) মনঃ পরিবর্ত্তন জনিত সুফল আহরণ কর। ৮

"আত্মধারণায় এমন চিন্তা করিও না যে 'আব্রাহাম আমাদের জনক।'* আমি তোমাদিগকে কহিতেছি যে, ঈশ্বর এই উপলখণ্ড † হইতেও আব্রাহামের পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন। ৯

"এখনও বৃক্ষমূলে কুঠার সংলগ্ন রহিয়াছে। উপযুক্ত ফল দানে অসমর্থ হইলে, প্রত্যেক বৃক্ষই খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। ‡ ১০

"আমি তোমাদিগকে মনঃ পরিবর্ত্তন জন্য সলিল দ্বারা দীক্ষা দান করিতেছি বটে, কিন্তু যিনি ( খ্রীষ্ট ) আমার পশ্চাতে আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষাও শক্তিমান; আমি তাঁহার পাদুকা-

---

* আব্রাহাম ইহুদিবংশেব বংশপতি। ইহুদিবংশেব সুতবাং তিনি পিতা। পুরাকালে ইহুদিদিগেব বংশানুক্রমে বিশ্বাস ছিল যে, পাছে ইহুদিরা নবক-যন্ত্রণা ভোগ করে, এজন্য আব্রাহাম নবকদ্বাবে উপবেশন কবিয়া তাহাদিগেব নরকপতন নিবারণ করিতেছেন। এ বিশ্বাসেই ইহুদিবা আব্রাহামকে পাপ-পরিত্রাতা পিতা বলিয়া সম্বোধন কবিত।

† জড়ময় প্রস্তব হইতে চৈতন্যযুক্ত জীবের উৎপত্তি, শুনিতে অসম্ভব; কিন্তু কেবলমাত্র ইচ্ছাময় ভগবানেব ইচ্ছায় তাহাও সম্ভব হইতে পারে। বাইবল বলিয়া নহে, অন্যান্য শাস্ত্রেও অলৌকিক তত্ত্বাভাবে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তিব প্রসঙ্গ আছে। *Banim*—children. *Abanim*—stones.

‡ এটি রূপক। ঈশ্বরের অভিষ্ট-কর্ম্মে কৃতকার্য্য রূপ যে ফল, সেই ফল অর্জ্জনে যেমন [illegible]দের তুষ্টি, তেমনি মানব জীবনের সার্থকতা। ঐ ফল দানে যাহারা অসমর্থ, তাহারই [illegible]কুঠারে ছিন্ন হইয়া ধ্বংস হইবে।

বাহকেরও যোগ্য নহি ; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মার সংবেশে ও বহ্নিসহযোগে * দীক্ষিত করিবেন। ১১

"তাঁহার হস্তে সূর্প ; তিনি তাঁহার শস্যপ্রাঙ্গন সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিবেন। তাঁহার গোধূম সকল পরিষ্কার করিয়া আপনার শস্য-ভাণ্ডারে রক্ষা করিবেন, এবং তুষ সকল অনির্ব্বাণ্য বহ্নিতে দগ্ধ করিবেন।" † ১২

খ্রীষ্টের দীক্ষাগ্রহণ ও পরীক্ষা

অনন্তর ( আচার্য্য ) জন কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইবার মানসে ‡ গালিলী হইতে ( প্রভু ) যিশুখ্রীষ্ট জর্ডন-তীরে উপনীত হইলেন ; ১৩

* পবিত্রতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধ জন্মে না ; চিত্তশুদ্ধি না জন্মিলে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হওয়া যায় না ; অপিচ সয়তানের প্রলোভন-প্রতারণার গহণাবর্ত্তে পড়িয়া পাপতাপে পরিপ্লুত হইতে হয়। যত অপবিত্র অপরিষ্কার, মলিনতা ; বহ্নিসহযোগে সে সকলই নির্ম্মল ও পবিত্র হয় ; সুতরাং মলযুক্ত বস্তুর নির্ম্মলতার প্রসঙ্গ হইলেই অগ্নির উল্লেখ সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়। Wordsworth's note:—*With fire* :—purify, illumine, transform, inflame with holy fervour and zeal,and carry upward, as *Elijah was carried up to heaven in a chariot of fire.*

† ইহাও রূপক। এই বিশ্বই তাঁহার শস্যপ্রাঙ্গন এবং মনুষ্যাদি জীবগণ সেই প্রাঙ্গনের শস্য। যে সকল শস্য বিশ্বের হিতসাধনে সক্ষম, তাহাই প্রয়োজনীয়, এবং তাহাই ভগবানের শস্যভাণ্ডার স্বর্গে থাকিবার যোগ্য। যাহারা অকর্ম্ম বা হীনকর্ম্ম সাধন দ্বারা বিশ্ব-হিত ও মঙ্গলময়ের বাসনা তুচ্ছ করিয়া আত্মসর্ব্বস্ব হয়, তাহারাই অযোগ্য ( শস্য ), সুতরাং তাহা অসার বলিয়া তুচ্ছভাবে নিক্ষেপ করিবার যোগ্য।

‡ *To be baptised of him*, দীক্ষা গ্রহণার্থ আগমন। নজারৎবাসীরা যে গ্রন্থ পাঠ করিত, তাহা অদ্যাপি সিজারিয়ার ( Cæsarea ) পুস্তকালয়ে পরমসম্মানে রক্ষা করা

কিন্তু জন তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়া কহিলেন, "( প্রভু ! ) আমি স্বয়ংই তোমা দ্বারা দীক্ষিত হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছি; তুমি ( আবার ) আমার নিকট আসিয়াছ ?" ১৪

যিশু তদুত্তরে বলিলেন, "আপনি সম্মত হউন। কেননা যথাকর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার জন্য এই রূপেই আমাদিগের সম্মুখে আসিয়াছে।" জন সম্মত হইলেন। ১৫

অতঃপর যিশু, দীক্ষা * গ্রহনান্তর বারিগর্ভ হইতে যখন গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং তিনি সন্দর্শন করিলেন যে, পরমাত্মা তাঁহার উপর কপোতরূপে অধ্যাসিত হইতেছেন। ১৬

( সেই সময় ) স্বর্গ হইতে দৈববাণী হইল,—

"ইনিই আমার প্রিয়তম পুত্র ( এবং ) ইঁহার প্রতিই আমার সর্ব্ব সন্তোষ।" ১৭

---

হইয়াছে। উহাতে পাঠ আছে, Lo, the mother of Lord and His brethren said to Him, John the Baptist is baptising for the remisson of sins ; let us go and be baptized by him ; But He answered and said unto them, In what have I sinned, that I should go and be baptized by him ? unless indeed it be in ignorance that I have said what I have just said.

* হিন্দু শাস্ত্রেও দীক্ষাগ্রহণ ভিন্ন ধর্ম্মাচরণ ঘটে না, এমন প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই দৃষ্টিগোচর হয়। ধ্রুব প্রহ্লাদাদির দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গই ইহার দিব্য প্রমাণ।

# চতুর্থ কল্প

গ্রীষ্টের অনসনব্রত ধারণ—তজ্জনিত পরিক্ষা—স্বর্গদূত-কর্ত্তৃক উপদেশ কীর্ত্তন—কপার ন্যূমে উপনিবেশ সংস্থাপন—প্রচার আরম্ভ—পিটর, এনড্রু, জেমস্ ও জনকে আহ্বান এবং পীড়া নিরাময়।

তদনন্তর সয়তান দ্বারা পরীক্ষিত * হইবার জন্য, আত্মা কর্ত্তৃক (প্রভু) যিশুগ্রীষ্ট এক প্রান্তরে নীত হইলেন; ১ এবং চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি উপবাস করিয়া, পরিশেষে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। ২

---

* পরীক্ষিত,—প্রলোভন প্রতারণা সংযোগে পরীক্ষিত। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া পূর্ণমাত্রায় চিত্তশুদ্ধি ঘটিলেও, পরমাত্মা কেন প্রভুকে সয়তান দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রান্তর মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন? হেতু আছে। এ সংসার সয়তানের রাজ্য। প্রভু যিশুগ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই, সয়তান তাহার লীলা-নিকেতন সংসারভূমিতে প্রলোভন প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়া লোকসকলকে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং প্রভু-কেও যে সে পরীক্ষা করিতে আসিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? পরন্তু এ পরিক্ষার মূলে ঈশ্বরের প্রতিভাস প্রতিভাত হইতেছে; কেননা আত্মা-কর্ত্তৃক তিনি প্রেরিত। হিন্দুশাস্ত্রেও এমন উদাহরণ পরীক্ষার অভাব নাই। প্রভু যিশুগ্রীষ্ট যে প্রকার ধারাব পাপতাপসংহরণ করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, হিন্দুশাস্ত্রের অবতারগণও তদ্রূপ কার্য্য সকল সংসাধনার্থ ধরায় অবতরণ করিয়াছিলেন, এবং তদ্রূপ প্রলোভন প্রতারণা সহযোগে পরীক্ষিতও হইয়াছিলেন। রামাবতারে রাবণ এবং তৎপ্রেরিত মারিচাদি, কৃষ্ণাবতারে কংশ এবং তৎপ্রেরিত পূতনা, চাণুর, মুষ্টিক প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

অনন্তর পরীক্ষক * সমাগত হইয়া তাঁহাকে কহিল, "তুমি যদি (যথার্থই) ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহা হইলে এই উপলখণ্ডগুলিকে রুটীর আকারে পরিণত হইতে আদেশ প্রদান কর।" ৪

(প্রভু) যিশুখ্রীষ্ট তদুত্তরে বলিলেন,—

"লিখিত আছে, মানব কেবলমাত্র আহার গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না; ভগবানের মুখনিসৃত প্রত্যেক বাণীই তাহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখে।" ৪

অতঃপর সয়তান প্রভুকে পুণ্যনগরে লইয়া গিয়া (তাঁহাকে) মন্দিরচূড়ায় সংস্থাপন পূর্ব্বক ৫ বলিল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিম্নে নিপতিত হও; কেন না লিখিত আছে,—

"তোমার পদে যাহাতে পরমাণু প্রমান প্রস্তরও সংবিদ্ধ না হয়, ভগবান সে জন্য তাঁহার স্বর্গদূতগণকে নিযুক্ত রাখিবেন, এবং তাহারা তোমাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিবে।" ৬

এই কথার উত্তরে প্রভু যিশু খ্রীষ্ট বলিলেন, "আবার ইহাও লিখিত আছে যে,

'তোমরা (কদাচ) তোমাদের প্রভু ভগবানকে পরীক্ষা করিও না।" ৭ †

---

* নাম ইহার Devil, অর্থাৎ পাপ প্রবৃত্তির পরিপোষক, সয়তান। বিশেষ ব্যঙ্গার্থে, "কলি।" বাইবলের অন্যান্য বাঙ্গলা অনুবাদে Devil শব্দে দিয়াবল অনূদিত হইয়াছে। গ্রীক শব্দের প্রতিশব্দ, I, decieving, 2. caluminating, 3. accusing.

† কেননা, ক্ষুদ্র সসীমবুদ্ধিসম্পন্ন মানব তোমরা, তোমরা কি করিয়া

সয়তান পুনর্ব্বার তাঁহাকে এত অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে উত্তোলন পূর্ব্বক জগতের সমস্ত সম্রাজ্য এবং ঐ সকলের মহিমা প্রদর্শন করিয়া বলিল, ৮ "এ সমস্তই আমি তোমাকে অর্পণ করিব,—যদি তুমি আমার চরণে আরাধনা কর।" ৯

অতঃপর যিশু বলিলেন, "সয়তান! তুমি দূর হও। * কেননা লিখিত আছে,—

"তুমি তোমার সেই একমাত্র প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করিবে এবং কেবল তাঁহারই সেবাপরিচর্য্যা করিবে।" ১০

অনন্তর সয়তান তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল এবং স্বর্গদূত সমাগত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় বিনিযুক্ত হইল। † ১১

---

সেই অসীম মহানপুরুষের শক্তিমত্বা অথবা বিভূতিশক্তির পরীক্ষা গ্রহণে সমর্থ হইবে? বরং তাহাতে ভগবানের প্রতিই অবিশ্বাস জন্মে।

পরীক্ষার ইহাই চরম সীমা। কেননা, পাপীর পরিত্রাণের জন্যই যিনি এ জগতে অবতরণ করিয়াছেন, পাপের এতাদৃক্ প্রলোভন কি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে? এমন কোটী বিশ্বের সমগ্র ঐশ্বর্য্যগৌরব কি তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে সমর্থ হয়? সয়তান প্রদর্শিত সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনই ব্যর্থ হইল।

† Devil, সয়তান—পাপ; Angel—ধর্ম্ম। আশ্চর্য্য! এই প্রলোভন প্রতারণাময় সংসারে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে ভগবানকে পর্য্যন্ত সেই প্রলোভনে পরীক্ষিত হইতে হইয়াছিল। সংসারের পাপ প্রলোভন, সংসারের ঐশ্বর্য্যগৌরব, সংসারের সিংহাসন, প্রভু তৃণতাচ্ছিল্যে পরিত্যাগ করিলেন বলিয়া, ধর্ম্ম জ্যোতিঃ Angel তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া পাপ প্রবৃত্তি Devil কে বিদূরিত করিয়া দিল। মুমুক্ষুগণের পক্ষেও এই বিধি।

(মহাত্মা) জন (ধর্ম্মাধিকরণে) সমর্পিত হইয়াছেন, অতঃপর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি গালিলী প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; ১২ এবং নাজারেৎ নগর পরিত্যাগ পুর্ব্বক জাবুলুন ও নেফ্‌তালী সীমান্তবর্ত্তী কেপ্যুরনেয়ামনগরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৩

এইরূপে দৈববক্তা ইসায়িয়ার দ্বারা কথিত ভবিষ্যৎ-বাণী সিদ্ধ হইল তিনি বলিয়াছিলেন,—১৪

"জাবুলুন ও নেফ্‌তালী, জর্ডনেব পরপাবস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী এবং বিধর্ম্মী-দিগের গালিলী প্রদেশের (১৫) যে সকল ব্যক্তি অন্ধকাবে অবস্থান করিতে-ছিল, তাহারা মহানালোক সন্দর্শন করিল; এবং যাহারা মৃত্যুর ছায়াময় প্রদেশে অবস্থান কবিতেছিল, তাহাদিগেব উপরও এই কিরণবেখা নিপতিত হইল।" ১৬

এইক্ষণ হইতেই যিশু ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হই-লেন; এবং বলিতে লাগিলেন,—"মনঃ পরিবর্ত্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের করতলবর্ত্তী।" ১৭

অনন্তর তিনি গালিলের হ্রদতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, পিটর উপনামধেয় সিমন ও এন্‌ড্রু নামক ধীবর ভ্রাতৃদ্বয় জাল বিস্তার করিতেছে; কেননা তাহারা মৎস্যজীবি। ১৮ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর। আমি তোমাদিগকে মানুষ-ধরা ধীবর করিব।" * ১৯

* তাৎপর্য্য—আমাব অনুবর্ত্তী হও, আমার নির্দ্দেশিত ধর্ম্মপন্থার পথিক

তাহারা জাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুগামী হইল। ২০ তিনি তথা হইতে অগ্রবর্ত্তী হইয়াই দেখিলেন, জেবেদীর পুত্র জেমস্ এবং জন নামক অন্য ভ্রাতৃদ্বয় পিতা জেবেদীর সহিত তরণীবক্ষে উপবিষ্ট হইয়া জাল সংস্কার করিতেছে। তিনি তাহাদিগকেও আহ্বান করিলেন, ২১ এবং তাহারাও তৎক্ষণাৎ আপনাদের পিতা, * এবং নৌকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইল। ২২

অতঃপর যিশু সমগ্র গালিলী প্রদেশের ধর্ম্মশালা † পরিভ্রমণ করিয়া রাজ্যের হিতজনক

---

হও, তোমাদিগকে আমি মনুষ্য-ধরা * ধীবর করিব, অর্থাৎ সামান্য মৎস্য কি ধরিতেছ, যাহাতে তাহা অপেক্ষা উচ্চজীব লোকসাধারণ তোমাদিগের ধর্ম্ম উপদেশ শিক্ষা করিয়া তদনুবর্ত্তী হয়, এমন সকল বিষয় তোমাদিগকে আমি শিক্ষা দিব।

* মূলে Father আছে। বিভিন্ন টীকাকারেরা Father শব্দে সহসঙ্গী বা অনুসঙ্গী বুঝিয়াছেন।

† Synagogues—সাধারণ স্থান। সাধারণ হিতকর প্রসঙ্গে কোনও তর্কযুক্তি মীমাংসার প্রয়োজন হইলে, এই স্থানে তাহার আন্দোলন হয়। ইহুদিদিগের ধর্ম্মশালা। ইহুদিদিগের প্রাদুর্ভাব কালে এই ধর্ম্মশালা দশজন প্রধান ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইত। উহাদিগের কার্য বিভাগ এই প্রকার,—

| | |
|---|---|
| Rulers of the Synagogue | শাসনকর্ত্তা, তিন জন। |
| Angel of the Church | ধর্ম্মযাজক, প্রধান পুরোহিত, একজন। |

---

* মূলে আছে, I will make you fishers of men. অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে মানুষ ধরা ধীবর করিব। মৎস্য ধরে যে, সেই ধীবর; অন্য কোনও জীবধারীরা ধীবর নামে নামিত হইতে পারে না। ধীবর এখানে সাধারণ পদ রূপে ব্যবহৃত।

ধর্ম্মগাথা * কীর্ত্তন এবং প্রজাগণের সর্ব্ব প্রকার পীড়া এবং সর্ব্ব প্রকার অবসাদ নিরাময় করিতে লাগিলেন। ২৩

এ দিকে তৎসম্বন্ধীয় এই প্রকার বিবরণ সমগ্র সিরিয়া প্রদেশে প্রচারিত হইল; এবং তাহারা দলে দলে বিবিধব্যাধিপীড়িত, নির্জ্জিত, পিশাচগ্রস্ত, উন্মত্ত † এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে লাগিল, ২৪ এবং তিনি তাহাদিগকে নিরাময় করিতে লাগিলেন; ২৪ এবং গালিলী, ডিকাপলিশ, ‡ জেরুজিলম, জোডিয়া এবং জর্ডানপারবর্ত্তী লোকসাধারণও তাঁহার অনুগামী হইল। ২৫

---

Deacons and Almoners — অধিন পুরোহিত,তিনজন।

Interpreter — দ্বিভাষী, একজন।

Master of the Divinity — ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী, একজন এবং তাঁহার দ্বিভাষী।

* Preaching the gospel of the kingdom, :—heralding the good tidings. Gospel শব্দের সদর্থ, ধার্ম্মিক মুখনির্গত পূত ধর্ম্মগাথা। ধর্ম্মগাথা বলিলে বরং Gospel শব্দের তাৎপর্য্য বুঝা যায়, কিন্তু ঐ অর্থে সুসমাচার বলিলে good news ভিন্ন বাঙ্গালীরা আর কিছুই বুঝিবে না, এজন্য এখানে সম্যগ অর্থ প্রকাশক ধর্ম্মগাথা শব্দই রাখা গেল।

† উন্মত্ত—those which were lunatic, অর্থাৎ afflicted by the moon. ইহাদিগের এবং অন্যান্য জাতিসাধারণের বিশ্বাস ছিল, মানবদেহে চন্দ্রের অত্যধিক আধিপত্যে মানব উন্মাদ হয়। Vide Mr Mead's Medirca Sacra.

‡ সাদা কথায় পরগণা বা মহকুমা। দশখানি গ্রামের একত্রীকরণে এক এক decapolis হয়। Deca—ডিকা, দশ,—polis, পলি, অর্থাৎ দশ-পলি।

## পঞ্চম কল্প

শৈলশিরে প্রভু যিশুখ্রীষ্টের উপদেশ *—কাহারা শান্তি লাভ করিবে, তাহা প্রচার—
সংসারে লবনস্বরূপ কে—সংসারেরআলোক—শৈলনগর-ভাতি †—বিধাতৃ
বিধান পরিপূরণে তাঁহার আগমন—হত্যা, পরস্ত্রীমর্ষণ ও সপতের
পরিণাম অসতের পরিণাম—শত্রুর প্রতিও প্রীতি
এবং সম্পূর্ণ মনুষ্যলাভের জন্য শ্রম।

---

এইরূপ বহুলোক সমাগম দর্শনে যিশু শৈলোপরি আরোহণ এবং আসান হইলে, শিষ্য-সম্প্রদায় তাঁহার নিকট সমাগত হইল। ১ তখন তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত মুক্তমুখে কহিতে লাগিলেন, ২

"দীনাত্মগণ ধন্য, কেননা স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।৩ ‡

---

* Sermon

† The light, আলোক, ভাতি জ্যোতিঃ।

‡ অর্থাৎ আত্মিকতায় যাহারা খুন্ন, * সংসারের সুখৈশ্বর্য্য, সংসারের

---

* Poor in spirit.—Happy-in-spirit the poor. ঈশ্বর প্রেমিকেরা দরিদ্র চিরদিন, কিন্তু তাহারাই সুখী।

বাইবল শাস্ত্রের আমেরিক টীকাকার ব্লেয়ার কেমন সুন্দর টীকা করিয়াছেন,—Blessed are they who have withdrawn their minds, hearts, and affections from this world, and have set them on heaven ; so that if they are outworldly poor, they are contented, and if outworldly rich they set not their heart upon their riches ; but are humble and modest, and diligent seekers of God, and bestow their wealth freely for the services of piety, charity, necessity, hospitality, conveniency, or whatsoever occasions do offer for the services of God or our neighbours ; as freely indeed as if it had no place or room in their hearts at all. SERMONS ON THE SERMON ON THE MOUNT IV.

শোকার্ত্তগণ ধন্য, * কেননা তাহারাই সান্ত্বনা পাইবে। ৪

মৃদু-ব্যক্তিরা ধন্য, † কেননা তাহারাই জগতের অধিকারী হইবে। ৫ যাহারা নির্ব্বিকল্প-

---

বিষয়লালসা, সংসারের তাবতে যাহারা দরিদ্র; সংসারের বিভববিলাসে যাহারা নিস্পৃহ, অর্থাৎ সাংসারিকের চক্ষে যাহারা সংসারের অসার ধনরত্নাদিতে দরিদ্র, তাহারাই ধন্য। আত্মসর্ব্বস্বতা বা আত্মগৌরবের উপাদান, সংসারের বিভববিলাসের সহিত যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং আত্মশক্তি এবং আত্ম-ধনরত্নাদি বিশ্বের হিতার্থ ব্যয় করিয়া, এখন যাহারা সংসারমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট দীনসত্ব দরিদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহারাই ধন্য; কেননা স্বর্গরাজ্য তাহাদের জন্যই প্রস্তুত রহিয়াছে।

* শোকার্ত্ত অর্থাৎ খেদযুক্ত। * সংসারের লোক যে সকল পার্থিব বস্তুর অভাব নিবন্ধন খেদযুক্ত হয়, সেই সকল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ। সংসারের অভাব বাহ্যদর্শনে যাহার অঙ্গভূষণ, অথচ সে নিজে সে সকল অভাব বিষয়ে বিস্মৃত বা বিরাগযুক্ত, তাহাদিগের পুরস্কার সান্ত্বনা, ইহা স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ। এই আশীর্ব্বাদ ঐ অনাসঙ্গ কর্ম্মের যথার্থ সাত্বিকী পুরস্কার।

† মৃদু প্রকৃতি, শান্ত প্রকৃতির লোকসাধারণ; যাহারা জগতের শতবাধা বিপত্তি অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিয়া, ভগবানের প্রতি পূর্ণবিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তদ্গত ও তন্ময় হইয়া এবং জগতের বিষয় ব্যাপার অনাসঙ্গ ভাবে পরিবর্জ্জন করিয়া সকল প্রকার দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া থাকে, তাহারাই ধন্য; কেননা তাহারাই জগতের অধিকারী; অর্থাৎ এ জগতের বিষয়ব্যাপার ধৈর্য্যাবলম্বনে প্রত্যাক্ষাণ-কারী মৃদু-ব্যক্তিরা এতদপেক্ষা মহোত্তম জগতের অধিকারী হইবে। শ্রীচৈতন্য প্রভু সনাতনকে বলিয়াছিলেন, "ইহজগতের বাসনা, ইহজগতের মায়ালীলা, ইহজগতের বিষয় ব্যাপার পরিত্যাগ কর; সুখদুঃখ সমভাবে সহ্য কর; এতদ-পেক্ষা কোটীগুণে মহোত্তম জগত লাভ করিবে।"

---

mourn, খেদান্বিত, সন্তপ্ত, Those who are in sufferin and in distress.

সত্যের * বুভুক্ষু এবং পিপাসু, তাহারাই ধন্য, কেননা তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। ৬ কৃপাময়েরা ধন্য, † কেননা তাহারাই কৃপা লাভ করিবে। ৭ নির্ম্মলহৃদয়েরা ধন্য, কেননা তাহারাই ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। ৮ ‡ শান্তিসংস্থাপকগণ

---

* নির্ব্বিকল্প সত্য, righteousness.—ধর্ম্ম। যাহারা ধর্ম্মের পিপাসু, তাহাদিগের সে পিপাসা পূর্ণ হইবে; ইহা স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ। ধর্ম্মের কোনও যোগ্য প্রতিশব্দ দিতে হইলে নির্ব্বিকল্প সত্য, অর্থাৎ যে সত্যের বিকল্প বৈপরিত্য নাই, তাহাই দিতে হয়। যাহারা ধর্ম্মের পিপাসু, তাহাদের ধর্ম্মলাভ ঘটিবে।

† দয়াময়েরা,—ক্ষমাশীলেরা ধন্য, কেননা তাহারা প্রভুর চিরশান্তিপ্রদা দয়া লাভ করিবে দয়া ও ক্ষমা, এতদুভয়ের একৈক ব্যবহার সর্ব্বজাতীয় শাস্ত্রের শীর্ষ উপদেশ। বৌদ্ধধর্ম্মের সার উপদেশ; "ক্ষমাই সর্ব্বপ্রধান শক্তি।" দয়া,—সর্ব্বজীবে দয়া। বৈষ্ণবধর্ম্ম কীর্ত্তনকালে মহাত্মা শ্রীচৈতন্য প্রভু বলিয়াছেন,—

জীবে দয়া, নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহা বিনা ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন॥

গীতাশাস্ত্রেও ভগবান প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ কালে বলিয়াছিলেন,—"আমি সর্ব্বভূতেই বর্ত্তমান; অতএব আমাকে সর্ব্বভূতস্থ জানিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং সর্ব্বজনে দয়ালু হইবে।"

‡ হৃদয় যাহাদিগের নির্ম্মল, অর্থাৎ বাসনা মায়াদির বন্ধন ছেদন, বিষয় বিরাগ এবং চিত্তশুদ্ধিতে যাহাদিগের আত্মশুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহারাই ভগবৎ সাক্ষাৎ কার লাভে, ভগবানের নির্ব্বিকল্প-কৃপা লাভে সমর্থ হইবে। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ;—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসিদ্ধ সন্দর্শন,—সর্ব্ববিধায় ভগবানের সাক্ষাৎ সন্দর্শন বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। ভগবানের বিশ্বব্যাপিনী পূর্ণবিভূতি দর্শনে বিশ্বময় ভগবানের অস্তিত্ব ধারণা এবং তৎসহ

ধন্য, কেননা তাহারাই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে। * ৯ নির্ব্বিকল্পসত্যের জন্য যাহারা বিপন্ন হয়, তাহারাই ধন্য; কেননা তাহাদিগের জন্যই স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। § ১০

বিশ্বেশ্বরের প্রকটনলীলার উপলব্ধি পরোক্ষ দর্শন এবং যোগমার্গাদাদি অবলম্বনজনিত সিদ্ধি এবং তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন। বাইবলে প্রভুদর্শন ও ঈশ্বর দর্শন, তুল্য রূপেই কীর্ত্তিত। কেননা, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, পুত্রদর্শনেও পিতৃদর্শনের ফললাভ ঘটে, কেননা জড়-বৈজ্ঞানিকগণও বলিয়া থাকেন, পিতার সব্বপ্রকার শক্তি পুত্রেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্র বর্ণিত ভগবানের অবতার দর্শন এবং ভগবদ্দর্শন তুল্য ফলপ্রসূ বলিয়া পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

* শান্তিসংস্থাপকগণ ধন্য,—এ জগতে যাহাবা শান্তি সংস্থাপন করে; ভিন্ন লোক সাধারণের মধ্যে, বিভিন্ন সমাজ ও পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায় সকলের মধ্যে যাহারা শান্তি সংস্থাপক করে; সদুপদেশে বিপন্নের বিষণ্ণ হৃদয়ে যাহারা শান্তিদান করে; সন্তপ্তের সন্তাপ, শোকার্ত্তের শোক, দরিদ্রের অভাব, পীড়িতের যন্ত্রণা, এবং সর্ব্বপ্রকার বিষয়বাসনার পরিণাম অকৃতকার্য্যে অবসন্নদিগের অবসাদ বিদূরিত করিয়া যাহারা সহস্রধারে শান্তি প্রীতি বর্ষণ করিয়া থাকে; তাহারা ভগবানের যোগ্যপুত্র নহে ত কি? ঈশ্বরের যোগ্য পুত্র,—অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিপ্রায়-ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া যাহারা তৎ সাধনকল্পে আত্মদান করে; যাহারা বিশ্বের হিত এবং বিশ্বকর্ত্তার প্রীতি-কামনায় বিশ্বহিতে আত্মদান করিতে কাতর না হয়; তাহারাই ভগবানের যোগ্য সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে।

§ বিপন্ন; বাইবলে বিপন্ন বলিবার উদ্দেশ্য, আদালতের বিষয় ব্যাপারে বিপন্ন। সত্য ধর্ম্মের প্রচার এবং নির্ব্বিকল্পসত্যের রক্ষার্থ আচার্য্য জন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রভু শিষ্যসম্প্রদায়ের প্রতি ঐ কারাযন্ত্রণাও যে সত্যরক্ষণে অকিঞ্চিৎকর, তাহাই বলিয়াছেন।

যখন আমার জন্য লোকসাধারণ তোমাদিগকে অপমানিত, উৎপীড়িত এবং তোমাদিগের বিপক্ষে সর্ব্বপ্রকার নিন্দাবাদ মিথ্যা মিথ্যা ঘোষণা করে, তখন তোমরা ধন্য ; ১১ (অতএব) প্রসন্ন হও, আনন্দিত হও, স্বর্গে তোমাদিগের জন্য মহান পুরস্কার সজ্জিত আছে ; কেননা, তোমাদিগের আত্মসংস্থগণও ইতিঃপূর্ব্বে এই প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন।* ১২

"তোমরা সংসারের লবণ স্বরূপ ; কিন্তু যদি এই লবণ স্বাদহীন হয়, তাহা হইলে কাহার সহিত (লবণের) লবণত্ব থাকিবে ? সুতরাং উহা অকর্ম্মণ্য ; কেবলমাত্র মনুষ্যপদতলেই সংঘৃষ্ট হইয়া

---

† (২৪ পৃঃ) বিকল্পবিহীন সত্যের সংরক্ষণার্থ যাহারা বিপন্ন হয়*—সত্যই ধর্ম্ম। যাহারা সেই ধর্ম্ম সংরক্ষণ, ধর্ম্মসেবন এবং ধর্ম্মাচরণ হেতু লোকসাধারণের নিকট উৎপীড়িত; এবং সাধারণের সুখৈশ্বর্য্য, যশোখ্যাতি প্রভৃতির অভাব নিবন্ধন যাহারা বিপন্ন ; তাহাদিগের জন্যই সত্যরাজ স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। তাহদিগেরই স্বর্গ।

* আত্মসংস্থ।—পরমাত্মদর্শী—ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রকাশক, Prophet. খ্রীষ্টধর্ম্ম বলিয়া নহে ; সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মরক্ষক আত্মসংস্থগণ † এই প্রকারে লোকসাধারণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত এবং নিন্দিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্য ধর্ম্মপ্রবক্তাগণের ন্যায়, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক চৈতন্য প্রভুও তদ্রূপ বিপন্ন, নিন্দিত, উৎপীড়িত এবং পরিশেষে প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিলেন।

† এখানে Prophet শব্দের অর্থ আত্মসংস্থ করা গিয়াছে। Prophet শব্দের ভাবিবাদী বা দৈববক্তা প্রভৃতি প্রতিশব্দ অপেক্ষা, আত্মসংস্থ শব্দই বাঙ্গলা ভাষায় সমধিক অর্থ প্রকাশক।

থাকে। * ১৩ তোমরা জগতের আলোক। শৈল-শিরে যে নগরীর প্রতিষ্ঠা, তাহা কখনই অগোচরে থাকিতে পারে না। † ১৪ আবরণ-বদ্ধ রাখিবার জন্য মানুষ্যেরা আলোক প্রজ্জ্বলিত করে না, দীপাধারেই রাখিয়া থাকে; এবং গৃহমধ্যস্থ সকলের প্রতিই সে আলোক বিকীর্ণ হয়। ‡ ১৫ অতএব

---

* তোমরাই অর্থাৎ ধার্ম্মিকেরাই ইহজগতের লবণ স্বরূপ। রন্ধন দ্রব্যের মধ্যে লবণ যেমন অতি প্রয়োজনীয়, ইহসংসারের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ ধার্ম্মিকও তদ্রূপ; এজন্য তাঁহারা লবণ রূপকে উক্ত হইয়াছেন। লবণের স্বাদ বা গুণ যেমন লবণত্ব, ধার্ম্মিকের স্বাদ গুণও তদ্রূপ মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্ম। লবণত্ব না থাকিলে কেহই তদ্রূপ ধার্ম্মিক নামের যোগ্য হয় না।

† তোমরাই জগতের আলোক;—অতএব ধর্ম্মজ্যোতিঃতে জগৎ সমুদ্ভাসিত করিতে তোমাদিগেরই অধিকার। পূর্ব্ব-সংখ্যক শ্লোকে ধার্ম্মিককে জগতের লবণ বলা হইয়াছে, লবণত্বকে ধর্ম্ম বলা হইয়াছে; এক্ষণে সেই ধর্ম্মকে আলোক রূপে বর্ণনা করিয়া ধর্ম্মজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করিবার শক্তিমত্বার উল্লেখ হইতেছে; অর্থাৎ যথা প্রদর্শিত পথে মনুষ্যত্ব; সুতরাং ধর্ম্ম লাভ করিয়া সেই ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবার উপদেশ এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

‡ এই শ্লোক হইতে ধর্ম্মপ্রচার প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ইঙ্গিত। লোকে অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্যই আলোক প্রজ্জ্বলিত করে, আবরণ মধ্যে * রাখিয়া দীপালোকও গোপনে রাখিবার জন্য নহে; অর্থাৎ মনুষ্য ধর্ম্মালভ করে, হৃদয়মন্দির ধর্ম্মালোকে আলোকিত করে, কেবল নিজের অন্ধকার মাত্রই দূর করিবার জন্য নহে; উহাতে গৃহ মধ্যস্থ, অর্থাৎ তৎসমীপবর্ত্তীরাও আলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাই উপদেশ।

---

* Bushel, লাটিন ভাষায় modius, ইংরেজি প্রতিশব্দ peck. শস্য পরিমাণের জন্য ব্যবহৃত পালি, কাঠা, কুণিকা প্রভৃতি।

তোমাদিগের আলোকজ্যোতিঃ এরূপ ভাবে বিকীর্ণ কর যে, তদ্দ্বারা লোকসাধারণ যেন তোমাদিগের সুকর্ম্ম সকল সন্দর্শন এবং স্বর্গসিংহাসনস্থ পিতার মহিমা কীর্ত্তন করে। ১৬

"মনে করিও না যে, আমি বিধানব্যবস্থা এবং আত্মসংস্থগণের বাক্য অন্যথা সংসাধনার্থ সমাগত হইয়াছি ; বরং ( তাহা ) পূর্ণ করিবার জন্যই আমার আগমন। ১৭ আমি নিঃসংশায়িত রূপে কহিতেছি যে, যতদিন স্বর্গ ও জগতের ধ্বংস না হইবে, ততদিন ঐ সকল নিত্যবিধান এবং তাহার উপাধী, *

---

* One jot or one tittle shall in no wise pass away from the law, বিধানের অনুমাত্র এবং তাহার উপাধী। বস্তু ও তাহার উপাধী, পরস্পরের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপক; পরন্তু উপাধীতে বস্তুর বস্তুত্ব প্রকাশ। এ সংসারে বস্তুর শ্রেণী নির্দ্দেশ হইত না, যদি উহা ভিন্ন ভিন্ন উপাধীতে অভিহিত হইতে না পারিত। বস্তুর ব্যাপ্তি, পরিমাণ, রূপ এবং অবস্থা প্রভৃতি গুণ বস্তুর প্রকৃতি এবং তাহার সত্ত্বা উপাধীতেই প্রকাশ। এজন্য প্রভু বলিতেছেন, বিধান ও বস্তু ত নষ্ট হইতেই পারেনা; কেন না প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতির বিধানকে অন্যথা করিতে কে সমর্থ হয়? সুতরাং তাহার বিধান ব্যতিক্রম ত ঘটিতেই পারে না, পরন্তু বস্তুর বস্তুত্ব গুণ প্রকাশক যে উপাধী, তাহারাও অনুমাত্র ধ্বংস হইতে পারে না। কেননা উপাধী লইয়াই বিশ্ব এবং উপাধীতেই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। নিরুপাধিক্ বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় উপাধী লইয়াই এই বিশ্বের উৎপত্তি। এ বিশ্বই যখন উপাধী, তখন বিশ্বের ধ্বংস ভিন্ন সে উপাধী কি ধ্বংস হয়? সেই বিরাটপুরুষের নিরুপাধি হইতে এই বিশ্বের উপাধী ভেদ, এবং তজ্জন্য বিশ্ব ও বিশ্বস্থ তাবতের প্রকটন লীলা। উপাধী ভেদে বিশ্বস্থ

অনুমাত্র পূর্ণ না হইয়া কখনই বৃথায় যাইবে না। ১৮।
যে কেহ ঐ সকল বিধানাদেশের অনুমাত্র অবহেলা করে, এবং তদ্রূপ ভাবে লোক সাধারণকে শিক্ষা দান করে, সে স্বর্গরাজ্যে হীনসত্ব বলিয়া সম্বোধিত হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা (পূর্ব্বোক্ত বিধানের) অনুসরণ করে এবং (সাধারণকে) তদ্রূপ শিক্ষা দান করে; তাহারাই স্বর্গরাজ্যে মহাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১৯ কেননা, আমি তোমা-দিগকে বলিতেছি যে, তোমাদিগের সত্যানুরাগ, আচার্য্য ও ধর্ম্মযাজকগণ অপেক্ষা সমধিক (ঐকা-ন্তিকী) না হইলে, কখনই তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবে না। ২০

"হত্যা করিও না; কেননা, হত্যা করিলে বিচারে বিপন্ন হইতে হইবে।" লোক সাধারণের প্রতি পুরা কথিত এই বাক্য তোমরা শ্রবণ করি-য়াছ; ২১ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যদি কেহ তাহার ভ্রাতার প্রতিও জাতক্রুদ্ধ

---

তাবতের গুণ ধর্ম্মের প্রকাশ, সোপাধিকে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বের পরিচয়। এই উপাধী ভেদ পরিশূন্যতা, পূর্ণউপাধীরও অতীত পুরুষে সমাহার; তাহাই মোক্ষ। হিন্দু শাস্ত্রের উক্তি,—

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো॥

অতি অপূর্ব্ব! বিশ্বের প্রকটন, এবং তাহার সমাহারে এ দৃষ্টান্ত অতুলনীয়।

হয়, তাহা হইলেও বিচারে বিপন্ন হইতে হইবে। (এমন কি,) যদি কেহ সহোদরকেও মূঢ় বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলেও ধার্ম্মাধকরণে বিপন্ন হইতে হইবে। যদি কেহ বলে, 'তুই নির্ব্বোধ', তাহা হইলেও তাহাকে নরকাগ্নিতে * দগ্ধ হইতে হইবে। ২২ সেই জন্য বলি, নৈবেদ্য নিবেদনে বেদীর উদ্দেশে † যাত্রা করিবার সময়েও যদি তোমার প্রতি তোমার ভ্রাতার কোনও অভিমান দ্বেষ আছে বলিয়া স্মৃতিপথে উদিত হয়, ২৩ তবে বেদীর উদ্দেশে নীত নৈবেদ্য রক্ষা করিয়া গৃহে পুনঃ প্রত্যাগত হও, এবং অগ্রে ভ্রাতার সহিত সম্মীলিত হইয়া পরিশেষে তোমার নৈবেদ্য নিবেদন করিও। ২৪

"পথে থাকিতে (থাকিতেই) তোমার উত্তমর্ণের সহিত শীঘ্র মীমাংসা কর, পাছে সে তোমাকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, অধীন কর্ম্মচারী দ্বারা ‡ কারাগারে নিক্ষেপ

* Hell fire, নরকাগ্নি, *Gehenona of fire*, হিব্রু GE-HINNOM, অথবা valley of Hinnom. আর্য্যশাস্ত্র কথিত নরকস্থ বৈতরণী। জেরুজিলমের উত্তর প্রান্তে একটা পার্ব্বত্য উপত্যকায় দেবতার (MOLECH) তৃপ্তির জন্য শিশু বলি হইত। বলি নিষিদ্ধ হইবার পর, ঐ স্থানে পশ্বাদি এবং প্রাণদণ্ডিত ব্যক্তির শব নিক্ষিপ্ত হইত; এই জন্য ঐ স্থানটা নরকরূপে বর্ণিত। কঠিন বাক্যে লোকের মনে ব্যথা দেওয়া, যিশু ঐ নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পাপের তুল্য পাপ বলিতেছেন।

† বেদীর উদ্দেশে,—before the *altar*.

‡ বিচারকের অধীন কর্ম্মচারী। সম্ভবতঃ Jailor, কারারক্ষক।

করে। ২৫ আমি নিশ্চয় করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে, শেষ কপর্দ্দকমাত্র ঋণ অবশিষ্ট থাকিতেও তুমি কোনও সূত্রেই তথা হইতে অব্যাহতি পাইবে না। ২৬

"কদাচ তোমরা পরস্ত্রীমর্ষণ করিও না, পুরাকালের এই কথিত কথা তুমি শ্রবণ করিয়াছ, ২৭ কিন্তু আমি তোমাকে বলিতেছি, যে, যদি কখনও কেহ পরস্ত্রীর প্রতি লালসার দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই তাহার মনে মনে ব্যভিচার করা হইয়াছে। ২৮ অতএব সে দৃষ্টি যদি তোমার ভ্রষ্টতার হেতু হয়, তাহা হইলে চক্ষু উৎপাটিত কর, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন কর; কেননা সমস্ত দেহ অনন্তকালের জন্য নরকে নিমজ্জন অপেক্ষা, একটি অঙ্গ পরিত্যাগ করাও শ্রেয়ঃকল্প। ২৯ যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা ছিন্ন কর, দেহ হইতে বিযুক্ত কর; কেননা সমস্ত দেহ নরকে নিক্ষেপ করা অপেক্ষা, অঙ্গ বিশেষ পরিত্যাগও লাভজনক। ৩০

"ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, 'যদি কেহ পত্নী পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে লিখিত প্রত্যাক্ষাণ-লিপি * প্রদান করিতে হইবে;' ৩১

* খ্রীষ্টের প্রাদুর্ভাব এবং ধর্ম্মসংস্কারের পূর্ব্বে ইহুদিদিগের মধ্যে ব্যভিচার ও পতিপত্নী বর্ত্তমানেও পত্নীপত্যন্তর গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। পত্নী পরিত্যাগের সর্ব্বপ্রধান কারণ সর্ব্ববিষয় অপরিচ্ছন্ন, uncleanness. পত্নিপরিত্যাগের লিখনলিপিতে

কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যদি কেহ ব্যভিচার দোষ ব্যতীত আপন সহধর্ম্মিনীকে পরিত্যাগ করে, এবং যদি কেহ সেই পরিত্যক্তা রমণীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে ঐ রমণীর ব্যভিচারের হেতুরূপে উভয়কেই ব্যভিচারী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। ৩২

"আবার (বলি),* তোমরা শুনিয়া থাকিবে, পুরাকালে লোক সাধারণের প্রতি উক্ত হইয়াছিল যে 'কদাচ সপৎ করিও না; কিন্তু ঈশ্বরের সম্মুখে যে সপৎ করিয়া আসিয়াছ, তাহা অবশ্য প্রতিপালন করিবে।' ৩৩ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, কখনই সপৎ করিও না। স্বর্গের নামেও (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইও) না; কেননা উহাই ভগবানের সিংহাসন। ৩৪ বিশ্বের নামেও সপৎ করিও না, কেননা বিশ্বই তাঁহার পদাসন। জেরুজিলমের নামেও সপৎ করিও না, কেননা সেই নগরই সেই মহান রাজার রাজধানী। ৩৫ মস্তকের এক গাছি কৃষ্ণকেশ শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত করিবার অধিকার পর্য্যন্ত যখন তোমার নাই,

লিখিত থাকা আবশ্যক, If she should not find favour in her husband's eyes, but [ if ] he hath found in her some uncleanness, and if he write her a bill of divorcement and give it into her hand.

A writing of divorcement, বিবাহ ভঙ্গের লিখন লিপি। এই সময়ে পত্নীত্যাগের জন্য গুরুতর ঘৃণা সহিতে হইত। তখনকার কথা, If any man hate his wife, let him put her away.

তখন নিজের নিকটে নিজেও কখনও সপথ করিও না। ৩৬ তোমাদের কথিত বাক্য (অকর্ত্তৃত্ব) হাঁ হাঁ, না না ভাবে চলিতে দাও; ইহার অতীতে পাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। ৩৭

"তোমরা শুনিয়া থাকিবে যে, কথিত ছিল 'চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু * এবং দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত দণ্ড দিতে হইবে;' ৩৮ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, প্রতিশোধ প্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি পাইতে দিও না। যদি কেহ তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহা হইলে বামগণ্ডও পাতিয়া দিও; ৩৯ যদি কেহ তোমার পরিধেয় বস্ত্র খানি প্রাপ্তির জন্য অভিযোগ করে, তাহাকে তোমার উত্তরীয়খানি পর্য্যন্ত প্রদান করিও। ৪০ যদি কেহ তোমাকে এক মাইল পথ অতিবাহনে বাধ্য করে, তুমি তদনুবর্ত্তী হইয়া দ্বিগুণ পথ অতিবাহন করিও। যে ব্যক্তি প্রার্থনা করে, তাহাকে দান কর; যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণার্থ তোমার দ্বারস্থ হয়, কদাচ তাহাকে বিমুখ করিও না। †

* An eye for an eye, ইহুদীয় আচার্য্য ( Scribes )এবং তৎসামুয়িক সকল জাতির মধ্যেই এই প্রকার শাস্তির বিধান প্রচলিত ছিল। lex taliones প্রথা উচ্ছৃঙ্খল সমাজের সুযোগ্য ঔষধ বটে।

† বড় সুন্দর উপদেশ। সংসারে থাকিয়া যথার্থ ঈশ্বরের অভিপ্সিত সুপন্থা অতিবাহনে ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে, ইত্যাকার ব্যবহার অবলম্বন করিতে হয়। প্রতিশোধ প্রবৃত্তিতে সংসারে ক্রমেই অসতের উদয় ঘটে এবং প্রতিশোধ গ্রহণে শান্তির পরিবর্ত্তে পরিণামে অশান্তি আসিয়া

"প্রতিবেশীমণ্ডলীর প্রতি প্রীতি ও শত্রুর প্রতি ঘৃণা করিবে" এই প্রাচীন উপদেশ তোমরা শুনিয়া থাকিবে, ৪৩ কিন্তু আমি বলিতেছি, শত্রুর প্রতিও প্রীতি * প্রদর্শন এবং যাহারা তোমাদিগকে উৎপীড়িত করে, তাহাদেরও কল্যাণ প্রার্থনা করিও ; ৪৪ কেননা তোমরা সকলেই সেই স্বর্গনিবাসী একমাত্র জগৎপিতার সন্তান। † তিনি সৎ ও অসৎ, উভয়ের

---

উপস্থিত হয়। দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া যদি কেহ তৃপ্তি লাভ করে, তবে তাহার তৃপ্ত্যর্থে বামগণ্ড পাতিয়া দিও। এ উপদেশ ক্ষমার উপরেও যেন আরও কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়। প্রতিশোধ প্রবৃত্তির দমনই ক্ষমা। দ্বিতীয় শ্লোক তদপেক্ষাও আরও কিছু। তাহা বাক্যের অতীত। বিশ্বের হিতার্থই বিশ্বস্থ জীব, সুতরাং তদনুসরণই মনুষ্যজীবনের স্বার্থকতা ॥ এজন্য প্রভুর উপদেশ, এক মাইল যাইতে বলিলে এক ক্রোশ যাইও। তাহার পর দান। যাচককে বিমুখ করিও না। এই এক কথাতেই দান বৃত্তির তাবৎ উপদেশ নিহিত। বিশ্বের অভাবে আপনার তাবৎ এবং বিশ্বের তুষ্টির জন্য আত্ম-বিনিয়োগ, ইহাতেই বিশ্বপতির তুষ্টি। পরন্তু উহাই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায়।

* এই প্রীতি চারিপ্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। বাইবলশাস্ত্রের টীকাকার REV. A. Carr, M. A., বলেন,—

1. Feel love towards those who are enemies by position merely.
2. Say loving words in return for enmity that shews itself in curses.
3. Towards those who hate you, do not only *feel* love, but *Prove* love by charitable deeds.
4. To enemies whose hate is active, even to persecution, offer the highest act of love in prayer.

† অতি সুন্দর, অতি অপূর্ব্ব। এমন উপদেশ এ জগতের কেহ কখনও দেয় নাই। এমন মহোত্তম বাণী অন্য কোনও ব্যক্তির মুখেই ধ্বনিত হয়

উপরই কিরণ বর্ষণ করিবার জন্য সূর্য্য উদিত করেন, এবং ন্যায় ও অন্যায়ের উপর বর্ষণের জন্য বৃষ্টি প্রেরণ করেন। ৪৫ অতএব যাহারা তোমাকে ভাল বাসে, তাহাদিগকে মাত্র ভাল বাসিয়া তোমরা কি পুরস্কার লাভ করিবে? কর-আদায়কারীরাও * কি তদ্রূপ আচরণ করে না? ৪৬ অতএব তোমরা যদি কেবল মাত্র ভ্রাতৃগণকে নমস্কার কর, তাহা হইলে অন্য অপেক্ষা অধিক কি করিলে? বিধর্ম্মীরাও কি তদ্রূপ

---

নাই। Love your enemies, শত্রুকে প্রীতি কর। Bless them that curse you, শত্রুকে কেবল ভালবাসিয়াই নিশ্চিন্ত হইও না; তাহাদিগকে মধুরবচনে পরিতৃপ্ত করিও। শিষ্টাচারে তাহার নিকট বিনীত হইও। Do good to them that hate you. মধুর বচনে পরিতৃপ্ত করিলেই তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন হইল না, তাহাদিগের উপকার করিও। আর যাহারা তোমার অনিষ্ঠ সম্পাদনে সর্ব্বপ্রযত্নে যত্নবান, তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও। কেননা তোমরা সকলেই সেই এক মাত্র পরমপিতার সন্তান; সুতরাং পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ। ভ্রাতায় ভ্রাতায় কি মনোমালিন্য ঘটাইতে আছে? ভ্রাতার প্রতি কি ভ্রাতায় অনিষ্ট করিতে পারে?

* Publicans, করজীবি, tax-gatherers, কর-আদায়কারীরা প্রজাদিগের প্রতি চিরদিনই অত্যাচার করিয়া থাকে। রোমীয়দিগের রাজত্বকালে যে সকল ইহুদিরা কর সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, প্রজা সাধারণ মুখে তাহাদিগের প্রতি যথেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করিলেও অন্তরে অন্তরে বড়ই ঘৃণা করিত। সাদা কথায় এদেশের নায়েব গোমস্তা। এই প্রকার অতিরিক্ত অত্যাচারে কর আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া তুরস্ক-সম্রাট বিপন্ন হইয়াছিলেন! দেখা যায়; বাইবলের পুরাতন পাঠে Heathen এবং সুসংস্কৃত নূতন পাঠে Gentiles শব্দ আছে। এ দুই শব্দের অর্থগত প্রভেদ অতি সামান্য। মোটামুটি অর্থ বিধর্ম্মী, মুখ্যার্থে হীনধর্ম্মী বা ধর্ম্মধ্বজী।

করে না? ৪৭ অতএব তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তদ্রূপ পূর্ণতা লাভ কর। * ৪৮

---

* সবিতা যেমন সতে অসতে সমভাবে কিরণ বর্ষণ করে, পর্জ্জন্য যেমন ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ, সুস্থান কুস্থান, সর্ব্বত্রই সমভাবে বারিবর্ষণ করে; তোমরাও তদ্রূপ শত্রুমিত্র, উভয়কেই তুল্যরূপে ক্ষমা, এবং উভয়ের জন্য তুল্যরূপে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও। যে তোমাকে মাত্র ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসা, সে ত ভালবাসার প্রতিদান; সুতরাং সে ত সকাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু যে তোমাকে ভাল বাসে না, যে তোমাকে জানে না বা কখনও তোমার কোনও হিতানুষ্ঠান করে নাই, তেমন শত্রু ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যক্তিগণের প্রতিও ভালবাসা প্রদর্শন করিও। বিশ্বের জীবসাধারণকে তুল্যরূপে ভাল বাসিও। এক কথায়, বিশ্বের প্রতি অবিকল্প প্রীতি করিও। ইহাতেই মানবজীবনের সম্পন্নতা লাভ ঘটে। তিনি যেমন পূর্ণ, তিনি যেমন সর্ব্বজীবে তুল্যরূপে দয়া প্রদর্শন করেন, তাঁহার চক্ষে যেমন উচ্চ নীচ, আত্মীয় অনাত্মীয় ভাব নাই, তোমরা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া তদাচরণে তদ্রূপ সম্পন্নতা, এবং তদ্রূপ সার্ব্বাঙ্গিন পূর্ণতা লাভ কর।

## ষষ্ঠ কল্প

যিশুর শৈল-উপদেশ—ভিক্ষা কথা—উপাসনা— ভ্রাতৃগণের প্রতি কৃপা—
অনসন—মনুষ্যের ( ধর্ম্ম ) ভাণ্ডার কোথায়—ভগবানের
পরিচর্য্যা—বিষয় বিরাগ—স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ।

---

"সাবধান! লোকসাধারণকে দেখাইবার জন্য তাহাদিগের সম্মুখে ধর্ম্মানুষ্ঠান * করিও না; অন্যথায় (সেই) স্বর্গসিংহাসনস্থ পরমপিতার নিকট পুরস্কার পাইবে না। ১ অতএব ধর্ম্মধ্বজীরা যেমন লোকসাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দানকালে † বর্ত্ম মধ্যে বাদ্যোদ্যম করিয়া থাকে, তুমি যেন সেরূপ করিও না; কেননা আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে, সে পুরস্কার তাহারা পাইয়াছে। ২ ‡ কিন্তু তুমি যখন দান

---

* ধর্ম্মানুষ্ঠান—alms—righteousness. ভিক্ষাদান প্রথা এবং তদ্দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় জগতের সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই দেখা যায়। খ্যাতি লাভার্থ যে প্রকাশ্য দান, তাহাই এতদ্দ্বারা নিষেধ হইয়াছে।

† Synagogues— অতিথিশালা। ইহুদিদিগের দানশালার নাম Synagogues.

‡ বাস্তবিক ধর্ম্মানুষ্ঠান আত্মকার্য্য। উহাতে ঐহিক খ্যাতিযশের কোনও প্রকার সংশ্রব নাই। যাহারা নিরবচ্ছিন্ন ঐহিক খ্যাতি বা ধার্ম্মিক উপাধী লাভের জন্য প্রকাশ্য ভাবে বাদ্যোদ্যম সহযোগে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, ইহসংসারেই তাহাদের অভিপ্সিত খ্যাতি লাভ ঘটে; কেননা উহাই তদ্রূপ আচরিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের পুরস্কার; কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য বা ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল মাত্র ঐহিক

ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা যেন বাম হস্ত (পর্য্যন্ত) জানিতে না পায়। ৩ অর্থাৎ তুমি দান ধর্ম্মানুষ্ঠান গোপনে সম্পন্ন করিবে, তাহা হইলে গুপ্তদর্শী পিতা তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। ৪ যশো-গৌরবী ধর্ম্মধ্বজীরা লোককে দেখাইবার জন্য যেমন প্রকাশ্যভাবে দানমন্দিরে ও পথিপার্শ্বে দণ্ডায়-মান হইয়া উপাসনা * করিতে ভালবাসে, তুমি কদাচ সেরূপ ভাবে উপাসনা করিও না। আমি তোমাকে বিশিষ্ট রূপে কহিতেছি, তাহারা তাহা-দিগের পুরস্কার পাইতেছে ; ৫ কিন্তু প্রার্থনা কালে তুমি গৃহের † অভ্যন্তরে সমাহিত হইয়া দ্বাররুদ্ধ করতঃ গোপনে উপাসনা করিবে ; কেননা তোমা-দিগের পিতা যিনি, গুপ্তদর্শী তিনিই তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন। ‡ ৬

---

খ্যাতি যশের জন্য নহে ; পারলৌকিক ভিত্তিতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। অতএব লোক দেখাইয়া নশ্বর ঐহিক উপাধী লাভ করিয়া কি ফল ? অতএব যথার্থ আস্তিকতায় সাত্বিক কার্য্য সকল গোপনেই অনুষ্ঠান করিবে। এমন গোপন যে, দক্ষিণ হস্তের কৃতকর্ম্মের সংবাদ যেন বাম হস্ত পর্য্যন্ত জানিতে না পায়। ইহাই যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং ইদৃশ সংগোপনে নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানেই পারলৌকিক সুকৃতির উদয়।

* Pray standing দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনা।

† Closet—A private place of prayer. হিব্রু শব্দের স্বার্থক প্রতিশব্দ secret chamber.

‡ উপাসনার প্রথম কল্পে দীর্ঘ দীর্ঘ শব্দ উচ্চারণ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। নীরব আস্তিক

"বহুবাক্যগ্রথিত উপাসনা (ভগবান্ কর্ত্তৃক) অবশ্যই শ্রুত হইবে ভাবিয়া, বিধর্ম্মীরা * যেমন (বাক্যবহুল) পুনরুক্তিযুক্ত উপাসনা করিয়া থাকে, তোমরা সেরূপ করিও না। ৭ কেন না, তোমাদিগের যে সকল অভাব, তাহা তোমাদিগের পিতা প্রার্থনার পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছেন। ৮ অতএব তোমরা এই প্রকার প্রার্থনা করিবে যে,—

"হে স্বর্গস্থ পিতা! তোমার নাম পবিত্র বলিয়া গৃহীত হউক। ৯ তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, ইহসংসারেও তদ্রূপ ভাবে সংসিদ্ধ হউক। ১০ অদ্যকাব মাত্র † আহার আমাদিগকে প্রদান কর। ১১ আমবা যেমন আমাদিগের অধমর্ণগণকে অব্যাহতি দিয়াছি, তদ্রূপ আমাদিগকে ঋণ হইতে ক্ষমা কর। ১২ আমাদিগকে অসৎপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত কর; আর আমাদিগকে প্রলোভনে আনিও না।" ১৩

"অপরাধীকেও ‡ যদি তুমি ক্ষমা কর, তোমাদিগের সেই স্বর্গ সিংহাসনারুঢ় পিতাও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। ১৪ কিন্তু যদি (সেই

---

প্রার্থনা ইহুদিদিগের মধ্যে প্রভু যিশুখ্রীষ্টই সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। মুসলমান এবং জগতের নানাদেশীয় পৌত্তলিকগণ আজিও ঐপ্রকার উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা স্তব করিয়া থাকেন। রোমানেরাও এরূপ নীরব প্রার্থনায় সন্দেহ করিয়াছিল! "Quod scire hominem nolurt des narrant." Seneca.

* ইহাদিগের মধ্যে এক জন বড় বড় করিয়া স্তব পাঠ করিত, দশ জনে বসিয়া তাহা শুনিত। ইহাদিগের মধ্যে উপদেশই ছিল, Every one that multiplies prayer is heard. খ্রীষ্টই এই প্রথা রহিত করেন!

† বাইবলের জর্ম্মাণ অনুবাদে Our bread for the coming day, এই পাঠ আছে!

‡ পুরাতন পাঠে আছে, for thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.

সকল) অপরাধীগণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে পরমপিতাও তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। ১৫

"অপিচ, ধর্ম্মধ্বজীরা * উপবাস কালে, লোক সাধারণকে দেখাইবার জন্য যেমন শুষ্ক ও বিকৃত মুখে বিচরণ করে, উপবাস কালে তদ্রূপ করিও না; কেননা আমি সত্য বলিতেছি, তাহাদিগের পুরস্কার তাহারা লাভ করিল। ১৬ কিন্তু তুমি, তোমরা যখন উপবাস করিবে, তখন তৈলমর্দ্দন ও মুখ-প্রক্ষালন করিও। ১৭ উপবাসবিশুষ্কমুখ লোক সাধারণকে দেখাইও না, কেবল তোমাদের পিতাকে দেখাইও। কেননা তিনি গুপ্তদর্শী, (তিনিই) পুরস্কৃত করিবেন। ১৮

পৃথিবীতে আপনার জন্য অর্থ সঞ্চয় করিও না, কেননা তাহা কীটাকুলিত হইয়া নষ্ট, † এবং তস্করেও অপহরণ ‡ করিতে পারে; ১৯ অতএব আপনার জন্য স্বর্গে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখ, যেখানে কীটেও নষ্ট করিতে পারে না, অথবা তস্করেও অপহরণ করিতে

---

* মূলে hypocrites আছে। ঐহিক সুখ্যাতির জন্য যাহারা বাহ্য ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী বলে। এখানে hyprocrites সেইরূপ অর্থ প্রকাশার্থই ইংরেজি অনুবাদে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরাও সেই জন্য এস্থলে hyprocrites শব্দে ধর্ম্মধ্বজী অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

† পুরাতন পাঠে corrupt এবং নূতন পাঠে consume শব্দ আছে।

‡ পূর্ব্বকালে ধনরত্ন সাধারণ লোকে ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিত, এই জন্যই বোধ হয় জর্ম্মাণ পাঠে dig শব্দ আছে।

পারে না। ২০ কেননা যেখানে তোমার ধন, সেই খানে তোমার মন। * ২১

চক্ষুর্দ্বয় দেহের প্রদীপ, অতএব তোমার চক্ষুতে যদি সুদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সমস্ত দেহই আলোকিত হইবে; ২২ কিন্তু যদি তোমার নেত্র অসৎ হয়, তাহা হইলে সমস্ত দেহই অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইবে। অতএব তোমার অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ যদি মলিন হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, সে অন্ধকার কি মহান! ২৩ †

* যেখানে তোমার ধন, সেইখানেই তোমার মন; অতি সার কথা। ঐহিক বিষয়ব্যাপারে সংসারের লোক এমন ভাবে আত্ম অস্তিত্ব ডুবাইয়া ফেলে যে, ধন হইতে তাহার মন পৃথক থাকিতে পারে না। ইহাই যখন হইল সংসারের বিধি এবং মানব প্রকৃতির প্রবৃত্তি ধন হইতে অনাসঙ্গ ভাবে অবস্থান যখন মানব প্রকৃতির প্রবৃত্তির অন্তরায়ে; তখন এমন ধন সঞ্চয় কর, যাহার সহিত মনের সম্মীলন হইলে কোন ক্ষতিত নাইই, তদ্ভিন্ন ঐ সুখসম্মীলনে পরমানন্দ লাভ ঘটে। সে ধন, ধর্ম্ম। ইহসংসারের ধন সঞ্চয় করিয়া কি লাভ? কোন্ ধনবান আপনার ধন আপনি পূর্ণ ভাবে ভোগ করিতে পারে? কখন কোন্ ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্ব্বিকল্প শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছে? অতএব ঐহিক ধন সঞ্চয় না করিয়া পারমার্থিক ধর্ম্ম ধন সঞ্চয় কর; যাহার সহিত মনোমিলন হইলে পরমানন্দ লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে। সংসারের ধন অর্জ্জনে, এবং রক্ষণে যেমন পুনঃ পুনঃ অশান্তি আনিয়া উপস্থিত করে, পারমার্থিক ধনে তদ্রূপ অশান্তি ও আসেই না; অপিচ তৎপরিবর্ত্তে শান্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

† চক্ষুদ্বয় দেহের প্রদীপ। সংসার দর্শনে যত অসতের উৎপত্তি, যত পাপের আবির্ভাব এবং তজ্জন্য যত পরিণাম কঠোর দুষ্ক্রিয়ার অবতারণা.

"কোন লোকই দুই জন প্রভুর সেবা করিতে পারে না। হয় সে এক জনকে ঘৃণা করিয়া অন্যকে প্রীতি করিবে, অথবা সে একের পক্ষাবলম্বন করিয়া অন্যকে তাচ্ছিল্য করিবে; সুতরাং তোমরাও ( একত্র যোগে ) ধন ও ঈশ্বরের সেবা করিতে পার না। ২৪ সেই জন্য তোমাদিগকে বলি, আত্মজীবনের জন্য অধীর হইও না, পানভোজনের জন্যও আকুল হইও না; অথবা তোমরা কি পরিধান করিবে, সে জন্যও চিন্তিত হইও না। আহার অপেক্ষা জীবন, এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি গরীয়ান নহে? * ২৫

---

সকলের মূলই চক্ষু। অতএব চক্ষে যদি সুদৃষ্টি, অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টি, পাপবাসনা বিরহিত মাঙ্গল্য দৃষ্টি থাকে, তবে তদ্দ্বারা দেহ আলোকিত হয়; আর যদি নেত্রে কুদৃষ্টি জনিত মালিন্য থাকে, তবে দেহও অন্ধকার হইবে। প্রভু বলিতেছেন, "ভাবিয়া দেখ, সে অন্ধকার কি মহান!" বাস্তবিকই সে অন্ধকার, সে সত্য-ধর্ম্মের সনাথ জ্যোতিঃবিরোহিত অন্ধকার, বিরাটের বিরাট, মহানের মহান! সে অন্ধকারে মানুষ বাঁচিতে পারে না, তত অন্ধকার—সে ভীষণ অন্ধকার মানবীয় ধারণার অতীত।—অনুভবসিদ্ধ।

* এক ভৃত্য দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, অতএব তোমরাও এক সঙ্গে ধন ও ভগবানের সেবা করিতে পার না। এ কথা পূর্ব্ব কথিত শ্লোকের শেষাংশ। ধন ও ভগবানের এক সঙ্গে সেবা হয় না বলিয়াই মনকে পার্থিব বিষয়ব্যাপার হইতে বীতরাগ ও বীতশ্রদ্ধ করিয়া ভগবৎ সমীপে আত্ম নিবেদনার্থ উপস্থিত করা, এবং তৎফলস্বরূপ স্বর্গরাজ্যে ধর্ম্ম-ধন সঞ্চয়ের উপদেশ। সেই ধর্ম্মধনের সহিত মনোসংযোগ করিয়া ঐকান্তিকী নিষ্ঠায় ভগবৎ সেবা কর, ইহাই এস্থলে সূচিত। ধনৈশ্বর্য্যের কথা কি; আপনার পান ভোজন, আপনার বসন ভূষণ এবং আপনার জীবনের জন্যও ব্যাকুল হইও না।

"ঐ দেখ আকাশে পাখী। উহারা বীজ বপন করে না, শস্য ছেদন করে না, অথবা গোলকে শস্য সঞ্চয় করিয়াও রাখে না; তোমাদিগের স্বর্গের পিতাই উহাদিগকে আহার দান করেন। তোমরা কি উহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান নহ? ২৬ তোমরা (শত) চিন্তা করিয়াও কি কেহ আয়ুর পরিমাণ কিছুমাত্র বৃদ্ধি করিতে পার? ২৭ অতএব পরিচ্ছদের জন্যই বা তোমরা কেন এত উদ্বিগ্ন হও? ঐ উদ্যান-ক্ষেত্রস্থ কুসুমের প্রতি একবার চাহিয়া দেখ দেখি, উহা কেমন সুন্দর! উহারা শ্রমও করে না, সূত্র প্রস্তুতও করে না; * ২৮ কিন্তু আমি তথাপি বলিতেছি, শলেমন তাঁহার সমস্ত ভূষণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও উহাদিগের একটির মত সুন্দর

সে ভার ভগবানের প্রতি নির্ভর রাখিয়া, বিশ্বহিতে এবং ভগবানের প্রিয়ানুষ্ঠানে রত হও, তাহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি ঘটিবে। গীতাশাস্ত্রের উপদেশ।

"বীতরাগ ভয়োক্রোধামন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।
* * * * * *
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়ো
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

অতিপ্রকৃতির তুলনায় প্রকৃতির চিরদিনই পরাজয়। মানব, প্রকৃতির ক্রোড়-কুমার, সে অতিপ্রকৃতিব বিভূতি কিরূপে বুঝিবে? সেই জন্যই বিমানচারী বিহঙ্গম ও কুসুমলতার দৃষ্টান্ত এস্থলে উক্ত হইয়াছে। এ তুলনার উদ্দেশ্য, অতএব তদগত হও। আপনার সর্ব্বাঙ্গিন রক্ষাভার ভগবানের প্রতি একান্ত ভাবে সমর্পণ করিয়া, বিশ্বহিতানুষ্ঠানে স্বর্গরাজ্যে চিরন্তন-ধন পুণ্যসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হও।

হইতে পারেন নাই। ২৯ যে তৃণলতা আজি আছে, কিন্তু কালি বিশুষ্ক হইয়া দগ্ধ হইবে; যদি তাহাই ভগবান এমন আবরণে আবৃত করেন, তবে রে হীনবিশ্বাসীরা! তিনি কি তদপেক্ষা মনোজ্ঞ আবরণে তোমাদিগকেও আবৃত করিবেন না? ৩০ অতএব কি খাইব, কি পান করিব, অথবা কি পরিধান করিব, এ সকলের জন্য ব্যাকুল হইও না। ৩১ কেননা, এ সকলের জন্য বিধর্ম্মীরাই ব্যাকুল হয়। তোমাদের যে এই সকল বস্তুর প্রয়োজন, সেই স্বর্গের পিতা ত সে সকলই জানিতেছেন। ৩২ সর্ব্বাগ্রে বরং তাঁহার রাজ্য ও যাথার্থ অন্বেষণ কর; তাহা হইলে ঐ সকল বস্তু তোমাদিগকে অর্পিত হইবে। ৩৩ অতএব কল্যকার চিন্তায় (আজি) অধীর হইও না, কেননা কল্যকার ভাবনা কল্য নিজেই ভাবিবে। প্রত্যেক দিনের ক্লেশ সেই দিনের জন্যই অতি প্রচুর। * ৩৬

---

* অতিপ্রকৃতির তুলনা এখানেও প্রকাশ। যে মহামহিম শক্তি সর্ব্ববিধায় হীনাদপি তৃণের প্রতি এত করুণাময়, যিনি সেই নগণ্য, কেননা তদ্দ্বারা বিশ্বের কতটুকু প্রয়োজনসিদ্ধিই বা ঘটিবে, তথাপি সেই নগণ্য তৃণকে এমন মনোজ্ঞ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন; সৃষ্টির শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত মানব তোমরা, বিশেষ বহুকর্ম্মসাধনের যোগ্যতা লইয়া তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে কি ততোধিক মনোজ্ঞ ভূষণ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিতে পারেন না? এ বিশ্বাস যাহার নাই, সে যথার্থই হীনবিশ্বাসী, মূঢ়!

## সপ্তম কল্প

খ্রীষ্টের শৈল-প্রচারণার পরিসমাপ্তি—অন্যায় বিচারের প্রতিষেধ—পবিত্র বস্তুর অসদ্ব্যবহার নিষেধ—উপাসনা—সুপন্থা অবলম্বন—অনৃত ভবিষ্যদ্বাদিগণের জন্য সতর্কতা—শ্রোতার অতীতে অভিব্যক্তি—পর্ব্বতশিরে সুদৃঢ় শৌধ স্থাপনা—বালুকায় নহে।

---

"বিচার করিও না, তাহা হইলে তোমাদিগেরও বিচার হইবে না। ১ কেননা, তোমরা যদ্রূপ বিচার কর, তদ্রূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে। তোমরা যে পরিমাণ দ্বারা পরিমাণ কর, তোমাদিগকেও তদ্রূপ ভাবে পরিমিত হইতে হইবে। * ২ তোমার ভ্রাতার নেত্রে পতিত (অনুপ্রমাণ) তৃণখণ্ড কেন দেখিতেছ, তোমার নেত্রমধ্যে যে মহীরুহ † পতিত

---

* তোমরা যদ্রূপ বিচার কর, অর্থৎ ইহসংসারের লোক সাধারণের সদসৎ প্রভৃতি যে ভাবে বিচারণা কর, ইহলোকে লোকসাধারণের প্রতি তোমরা যেমন দয়া মমতা প্রদর্শন কর, ঠিক তদ্রূপ ভাবে ভগবানের ধর্ম্মাধিকরণে তোমাদিগেরও বিচার হইবে। ন্যায়দণ্ডধারী ভগবান ইহসংসারের কৃতকার্য্যের পুরস্কার অবিকল্পে প্রদান করিবেন। তোমরা যে পরিমাণে লোকের সুখ দুঃখ পরিমাণ করিবে, সেই শেষ বিচারে তোমাদিগের সুখ দুঃখও তদ্রূপ পরিমাণে পরিমিত হইবে। অতএব আত্ম প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মখুন্ন উপলব্ধি করিতে বিস্মৃত হইও না।

† Beam—তৃণের তুলণায় বৃহৎ কাষ্ঠ। সংসারের ছলানুসন্ধিৎসু লোক সকল আত্মদোষ দর্শনে দৃষ্টিহীন হইয়া পরকীয় দোষান্বেষণে ব্যগ্র হয়। আত্মছিদ্রে দৃষ্টিপাত না করিয়া পরছিদ্র দর্শনে লোলুপ ব্যক্তিরা হিন্দুশাস্ত্রেও নিন্দিত। এস্থলে এই কথারই প্রসঙ্গ হইতেছে।

রহিয়াছে. ইহা ত কৈ, বিবেচনা করিতেছ না ? * ৩ অথবা কি বলিয়া তোমার ভ্রাতার নেত্র-তৃণ উৎ-সাদিত করিতে চাহিতেছ, যখন তোমার নেত্রে প্রকাণ্ড বৃক্ষ পতিত রহিয়াছে ? ৪ রে কপট ! অগ্রে আত্মনেত্র হইতে বৃক্ষ অপসারিত কর, তখন দৃষ্টি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের নেত্রতৃণ অপসারণে সমর্থ হইবে। ৫

"যাহা পবিত্র, তাহা কুক্কুরকে † দিও না ; অথবা রত্নরাজি ‡ শূকরের পদতলে সংঘৃষ্ট হইতে দিও না ; পাছে তৎপরিবর্ত্তে তাহারা ঐ সকল ( রত্ন ) পদ বিমর্দ্দিত করিয়া তোমাদিগকেও দীর্ণ বিদীর্ণ করে। ৬

"প্রার্থনা কর, প্রার্থনীয় বস্তু মিলিবে ; ¶

---

* স্যামুয়েল ওয়েস্‌লি, তাঁহার বাইবলের পদ্যানুবাদে এই স্থানটা এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"Why so exact and nice, fond mortal, why ?
To find small motes within thy brother's eye ;
Though beams within thy own thou canst not spy ;
Base hypocrite ! first mend thyself, and then
Thou'lt clearly see the faults of other men"

† ইহুদিদিগের মধ্যে এই সময় কুকুর জাতির প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা ছিল এবং গৃহে কুকুর প্রতিপালন বড়ই নিন্দা ও অশুভজনক বলিয়া ধারণা ছিল।

‡ Pearls, মুক্তা—রত্নরাজি। স্বর্গলাভের বিনিময়যোগ্য ধর্ম্মরূপ রত্নরাজি। The pearl of great price, মহার্ঘ রত্ন, অর্থাৎ the pearl is heaven itself—স্বর্গরত্ন।

¶ প্রার্থনা কর, পূর্ণ হইবে। আপনার জন্য নহে, এই বিশ্বের হিতের জন্য প্রার্থনা কর ; সেই প্রার্থিত বস্তু বিশ্বহিতার্থ বিনিয়োগ কর, প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, প্রার্থনার বস্তু করতলে আসিয়া উপস্থিত হইবে, *Ask*:—what you need for usefulness to your fellow men, and you shall get it.

অন্বেষণ কর, তোমরা সফলকাম হইবে; আঘাত কর, তোমাদিগের জন্য (স্বর্গদ্বার) উন্মুক্ত হইবে। ৭ কেননা যে প্রার্থনা করে, তাহাদের প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়; যে অন্বেষণ করে, সেই (অন্বেষণ) পায়; এবং যে আঘাত করে, তাহার জন্যই (স্বর্গদ্বার) উন্মুক্ত হয়। ৮

"তোমাদিগের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, সন্তান রুটি প্রার্থনা করিলে, তাহার হস্তে কঠিন প্রস্তর খণ্ড, ৯ অথবা মৎস্য প্রার্থনা করিলে, সর্প

---

* অতএব এই সকল ভ্রান্ত ক্রিয়া পরিহার পূর্ব্বক, আত্মদৃষ্টিলাভে কৃতার্থ হও, অভাবের অস্তিত্ব অন্তর্হিত হইবে। ঐকান্তিকী ভক্তি সহযোগে ভগবানের চরণে প্রার্থনা নিবেদন কর, অবশ্যই তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। একান্ত মনে (সেই চক্ষু কর্ণাদির অগোচর ভগবানের) অন্বেষণ কর, অচীরেই সাক্ষাৎ সন্দর্শন পাইবে; স্বর্গদ্বার অর্গলবদ্ধ দর্শনে পশ্চাৎপদ হইও না; শক্তি সঞ্চয় কর, দ্বারে আঘাত কর, তোমার জন্য সেই সর্ব্বলোক প্রার্থনীয় স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হইবে। কেননা, যে একাগ্রচিত্তে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করে, সেইই সে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়; যে তাঁহাকে একনিষ্ঠ হইয়া অন্বেষণ করে, সেইই তাঁহাকে লাভ করে এবং যে কোনও স্বর্গরাজ্যগমনের যোগ্যব্যক্তি দ্বারে করাঘাত করিলেই সেই অনন্তসুখনিলয় স্বর্গের অর্গল স্বতঃই অপসারিত হয়। *

* এই শ্লোকটিতে তিনটি বস্তু দ্রষ্টব্য।

| Ask | Seek | Knock |
|---|---|---|
| প্রার্থনা | অন্বেষণ | স্বর্গদ্বারে আঘাত |

এই পর্য্যায় অবলম্বনে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভের উপদেশ, সকল সম্প্রদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই দিয়া থাকে।

দিতে পারে ? ১৯ তোমরা অসৎ হইয়াও যখন সন্তা-নকে কি প্রকার মনোজ্ঞদ্রব্য দিতে হয় জান, তখন সেই স্বর্গস্থ পিতা, প্রার্থনাকারীকে আরও ইহা অপেক্ষা মহোত্তম দ্রব্য সকল প্রদান করিতে পারেন। ১১ অতএব লোকসাধারণের নিকট যে প্রকার ব্যবহার পাইবার ইচ্ছা কর, তাহাদিগের প্রতিও তোমরা তদ্রূপ ব্যবহার করিও ; কেননা ইহাই বিধি এবং দৈববক্তৃগণের সার শিক্ষা। ১২ * সংকীর্ণ

---

* তোমরা পাতকী হইয়াও সন্তানকে কি প্রকার মনোজ্ঞ বসনভূষণ ও সুমধুর পানভোজনে পরিতৃপ্ত করিতে হয়, ইহা যখন জ্ঞাত আছ ; তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিষ্পাপ পিতা, তদপেক্ষা আরও কত কোটীগুণে মহোত্তম বস্তু প্রদান করিতে পারেন, তাহা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় ? অতএব ইহ-সংসারের লোকসাধারণের নিকট তোমরা যে প্রকার ব্যবহার আশা করিবে, তোমরাও তদ্রূপ ব্যবহারে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিও। কেননা ত্রিকালদর্শী আত্মসংস্থগণ এই প্রকার বিধানই ব্যবস্থা করিয়াছেন। *

---

* টীকাকার JAMES MORISON, D. D. বলেন, "It is, when legitimately applied, the golden rule of all social life, family life, commercial life, church life, national life ; it is the golden rule of international prosperity. আমরা অনুবাদে "লোকসাধারণ" বলিয়াই সকল শ্রেণীর লোকসংযোগিতা বুঝাইয়াছি। পরন্তু হিন্দুশাস্ত্রের পত্রে পত্রেই এই পবিত্র বাক্য অঙ্কিত আছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন পণ্ডিতগণের উক্তিও ঐ প্রকার। এ সম্বন্ধে একটি মনোহর উপাখ্যান আছে। একদা কোনও এক উশৃঙ্খল প্রকৃতির বিধর্ম্মী, একটা সরল ও ক্ষুদ্রাকার "শিরোবচন' প্রস্তুত করিবার বাসনায় ধার্ম্মিক প্রবর সামাইয়ের প্রতি আদেশ করিলেন। এক পদে যতক্ষণ লোক দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, ঐ শিরোবচন সেই সময়ের মধ্যেই শেষ হওয়া আবশ্যক। সামাইয়ের পরাজয়ের পরে তিনি হিলেনের নিকট গমন করেন ; হিলেন বলেন, "Don't do to thy neighbour what is hateful to thyself." এই মূল

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা যে পথ ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়, তাহার দ্বার বিস্তীর্ণ এবং পথ প্রশস্ত; এই পথেই বহুসংখ্যক লোক গতি করিয়া থাকে। ১৩ আর (স্বার্থক) জীবনে লইয়া যায় যে পথ, তাহার দ্বার সংকীর্ণ, এবং পথ অপ্রশস্ত। এ পথের উদ্দেশ অতি অল্প লোকেই পাইয়া থাকে। * ১৪

"ভণ্ড ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ হইতে সাবধান হও; কেননা, বাহ্য পরিচ্ছদে তাহারা মেষ সদৃশ হইলেও অন্তরে অন্তরে জিঘাংসবৃত্ত শার্দ্দূল। ১৫ ফল দেখি-

---

* "পাপের সার্ব্বাঙ্গিন দৃশ্য বাহ্যদৃষ্টিতে সুদর্শন। বাহ্যদৃষ্টিতে পাপ গুহার পথ অতি সরল এবং তাহার সিংহদ্বার অতি বিস্তীর্ণ; কিন্তু সেই আপাতসুখ-দর্শন পথের পথিক হইলে, ধ্বংসমুখে নিপতিত হইতে হয়। অপিচ বাহ্য-সৌন্দর্য্যালোলুপ জীবসাধারণ সর্ব্বদাই সেই পথেই বিচরণ করে; কিন্তু যে পথের সিংহদ্বার সংকীর্ণ, এবং তাহার পন্থাসমূহও বাহ্যদর্শনে অপ্রশস্ত, সেই পথে গমন করিলে লোকসাধারণ পরমপাবন নবজীবন লাভে কৃতার্থ হয়। অতি অল্প সংখ্যক লোকেই এই বাহ্যদর্শনে সঙ্কীর্ণ পরিণাম প্রশস্ত পবিত্র পথে গতি করিয়া থাকে।

পুস্তক প্রকাশিত হইবার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সক্রোটিস তাঁহার "নীতি" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "What stirs your anger, when done to you by others, that do not to others. ISOCRATES on *Moral Treatise*. গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল "বন্ধুর সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া গিয়াছেন, "As we would desire that they should bear themselves towards us. *Diogenes Laertius*," একটি মাত্র পদে 'সচ্চরিত্র' বিষয়ের উপদেশ হইতে পারে কিনা, একথা টেকিং (Tsze-king) কনফুকিয়সকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন, What you do not want done to yourself, do not do to others. LEGGE'S *Religions of China*.

লেই তাহাদিগের পরিচয়* পাইবে। কণ্টকতরু হইতে দ্রাক্ষা ফল, অথবা কণ্টকবনে ডুম্বর ফল আহরণের জন্য কে প্রয়াস পায়? ১৬ প্রত্যেক সুবৃক্ষই সুফল ধারণ করে, এবং কুবৃক্ষ কেবল কুফল মাত্রই প্রসব করিয়া থাকে। ১৭ সুবৃক্ষ কখনই কুফল ধারণ করিতে পারে না, এবং কুবৃক্ষও কখনও সুফল ধারণে সমর্থ হয় না। ১৮ যে বৃক্ষ সুফল ধারণে অসমর্থ, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ১৯ অতএব ফল দর্শনেই তোমরা তাহাদের পরিচয় পাইবে। ২০ †

যাহারা আমাকে প্রভু প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে মাত্র, তাহাদিগের সকলেই যে স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করিবে, তাহা নহে; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গসিংহাসনস্থ পিতার ইচ্ছা ‡ প্রতিপালন করে,

* এই সময় ফলের তারতম্য দর্শণে ইজিপ্টদেশে বৃক্ষের মূল্য অবধারিত হইত।

† ফলদর্শনেই বৃক্ষের ভাল মন্দের বিচার। সুফলপ্রসূ বৃক্ষ যেমন সুবৃক্ষ, তদ্রূপ ধর্ম্মপ্রসূ এবং ধর্ম্মফলযুক্ত মানব-বৃক্ষ সুমানব-বৃক্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বৃক্ষ এস্থলে মনুষ্যের পরিবর্ত্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কুফল ফলিলে সে বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ যে মানব ধর্ম্ম-ফল ধারণে অসমর্থ, সেও নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

‡ পিতার ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা। অতি সুন্দর উপদেশ। এই বিশ্ব কর্ম্মকুটীরে মানব কর্ম্ম করিতেই আইসে; সুতরাং সেই যথার্থ কর্ম্মশীলতাই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায়। কর্ম্মত্যাগ করিয়া মুখে কেবল ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলে, সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই; কর্ম্মের অনুষ্ঠান চাই। সে

সেই প্রবেশ করিবে। ২১ সেই দিনে অনেকেই বলিবে, 'প্রভু! প্রভু! তোমার নামে আমরা কি ভবিষ্যদ্বাণী করি নাই? তোমার নামে আমরা কি আপদৈবিক দুর্নিমিত্ত বিদূরিত করি নাই? তোমার নামে আমরা কি নানাবিধ অলৌকীক কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই?' ২২ আমি তখন স্পষ্টই বলিব, তোমাদিগকে ত কখনও আমি দেখি নাই। আমার নিকট হইতে দূর হও, (কেননা) তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা মিথ্যাচার। ২৩ * যাহারা

---

সকল কর্ম্ম কি? ভগবানের ইচ্ছা প্রতিপালন। এই বিশ্ব, কর্ম্মের বাহ্য-প্রকটন। কর্ম্ম হইতেই যখন বিশ্বের উৎপত্তি, তখন বিশ্বের হিতার্থ যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই বিশ্বময়ের ইচ্ছা প্রতিপালন। তাঁহার বিশ্ব, আমরাও তাঁহারই, এবং তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্বের কর্ম্ম সাধনার্থই আমরা প্রেরিত হইয়াছি। অতএব যে সকল কর্ম্ম বিশ্বহিতে রত হয়, তাহাই যথার্থ সাত্ত্বিকী কর্ম্ম, এবং সেই কর্ম্ম সাধন করিলেই ভগবানের ইচ্ছা প্রতিপালন এবং তৎফলে স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তি ঘটে। ভগবান অর্জ্জুনকেও এই প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন,—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তেন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

এই কর্ম্ম কি প্রকার এবং তাহার অবস্থা কিরূপ?

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার॥

* যাহারা মুখে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে, অর্থাৎ স্বর্গসিংহাসনস্থ পিতার অভিপ্রেত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা আত্ম অভিপ্রায়ানুসারী কর্ম্ম মনে মনে রাখিয়া, মুখে ভগবানের নাম মাত্র উচ্চারণ করে, প্রভু যিশু বলিতেছেন, আমি তাহাদিগকে দেখি নাই। কেননা, তাহারা

আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ এবং প্রতিপালন করে, তাহারাই পাষাণভিত্তিতে গৃহ প্রতিষ্ঠাকারী ব্যক্তির সহিত তুলনা হইয়া থাকে। ২৪ * বৃষ্টি-ধারা পতিত হয়, জলপ্লাবন সামাগত এবং ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই গৃহে আঘাত করে, তথাপি তাহা ভূমিসাৎ হয় না; কেননা, উহা পাষাণ-ভিত্তিতে সংগঠিত। ২৫ আর যাহারা আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করে, কিন্তু প্রতিপালন করে না, তাহারা বালুকারাশির উপর গৃহ প্রতিষ্ঠাকারী অসৎ ব্যক্তির সহিত তুলনা হইয়া থাকে। ২৬ বৃষ্টি

---

যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা অপকর্ম্ম মিথ্যাচার। অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশে ভগবানও ঐ প্রকার বলিয়াছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ * স উচ্যতে॥

অন্য এক জন বিখ্যাত কর্ম্মী কর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন,—

নমস্যামো দেবান্
নমু হতবিধেস্তেপি বশগাঃ।
বিধির্বন্দ্যঃ, সো পি কর্ম্মৈক ফলদং
নমো কর্ম্মেভ্যো
বিধিরপি যে ভ্য ন প্রভবতি॥

শিহ্লন।

* ঠিক এই কথাই গীতাশাস্ত্রে ভগবান উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানামৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥

* মিথ্যাচার—অপকর্ম্ম—iniquity.

আইসে; জলপ্লাবন প্রধাবিত ও ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয় এবং ঐ গৃহে আঘাত করিতে থাকে; গৃহ পড়িয়া যায়; এ পতন বড়ই ভীষণ।” ২৭

যখন যিশু এই সকল বাক্য পরিসমাপ্ত করিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল; ২৮ কেননা তিনি তাহাদিগের ধর্ম্মধ্বজিগণের ন্যায় উপদেশ না দিয়া শক্তিশালীর ন্যায় উপদেশ করিয়াছিলেন। ২৯

## অষ্টম কল্প

খ্রীষ্টের কুষ্ঠরোগীর নিরাময় - শতপতির ভৃত্য নিরাময়—পিটরের শ্বশ্রূ এবং অন্যা-
ন্যের পীড়াশান্তি—অনুসরণ পন্থা নিরূপন—সমুদ্রের তরঙ্গ নিরাকরণ—
ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ভূতাবেশ নিরসন এবং ধ্বংস উৎসাদন।

—∞∞—

যিশু পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলে পর, বহুসংখ্যক লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ১ তৎকালে এক কুষ্ঠরোগরুগ্ন * ব্যক্তি তাঁহার সমীমবর্ত্তী হইল, এবং পূজা করিল; কহিল, "প্রভু! তুমি ইচ্ছা করিলেইত আমাকে নিরাময় করিতে পার।" ২ যিশু, তাঁহার কর প্রসারিত করিলেন এবং দেহ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "(হাঁ,) আমি পারি। তুমি নিরোগ হও।" তৎক্ষণাৎ সে নিরাময় প্রাপ্ত হইল। ৩ তখন যিশু তাহাকে আদেশ করিলেন, "দেখ, একথা অন্য কাহারও নিকট বলিও না; কেবল তোমার যাজকের সম্মুখে আপনাকে দেখাইও এবং (আরোগ্য) নিদর্শন প্রদর্শনার্থ মোশির আজ্ঞানুযায়ী উপহার প্রদান করিও।" ৪

* কুষ্ঠব্যাধির অন্য নাম মহাব্যাধি। পাশ্চাত্য প্রদেশ বলিয়া নহে, সর্ব্বদেশেই ঐ ঘৃণিত পীড়া পূর্ব্বপাপের প্রতিফল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাপীর পরিত্রাণার্থই তাঁহার আবির্ভাব, তাই এমন যে নিন্দিত ব্যাধিগ্রস্থ, তাহাকেও তিনি পবিত্র স্পর্শে উদ্ধার করিলেন।

তদন্তর যিশু কেপারনেয়াম্ নগরে প্রবেশ করিলে পর, একজন শতপতি * তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বিনয়নম্র বচনে ৫ নিবেদন করিল, "প্রভু! আমার ভৃত্য † পক্ষাঘাত রোগে গৃহশায়ী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" ৬ তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "আমি তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য এখনই যাইতেছি।" ৭ শতপতি তদুত্তরে কহিল, "প্রভু! আপনি আমার গৃহে প্রবেশ করিবেন, আমার ত সে যোগ্যতা নাই। আপনি কেবল আদেশ করুন। তাহাতেই আমার ভৃত্য রোগ নির্ম্মুক্ত হইবে। ৮ বিশেষতঃ আমিও স্বয়ং রাজশক্তির অধীন এবং আমার অধীনতায় সৈন্যসামন্ত আছে। তাহাদিগের এক জনকে 'যাও' বলিলেই সে যায়, এবং অন্যকে 'আইস' বলিলেই সে আইসে; আমার ভৃত্যকে 'এই কার্য্য কর,' বলিলেই সে তাহা করিয়া থাকে।" ৯ যিশু এইবাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং যাহারা তাঁহার পশ্চাত অনুগমন করিতেছিল, তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলি-

---

* শতপতি—Centurion. এক শত সেনাব অধিনায়ক। রাজস্থানে এক শত সেনার অধিনাককে "শতপতি" বলে। রোমরাজ্যেও এই প্রকার সেনা সংস্থানের বিধান ছিল; রোমের অনুকরণে হিরোড এণ্টিপাস্ তদ্রূপ বিধানে সেনা সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

† সেণ্ট লূক এখানে "পুত্র" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

তেছি, এমন ঐকান্তিকী বিশ্বাস * আমি দেখি-নাই ; না, ইসরায়েলেও ( এমন বিশ্বাস ) নাই। ১০ আমি তোমাদিগকে আরও বলিতেছি যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে বহুলোক সমাগত হইবে, এবং আব্রাহাম, ইসাক ও যেকবের সহিত একত্রে স্বর্গ-রাজ্যে উপবেশন করিবে, † ১১ কিন্তু রাজ্যের সন্তানসন্ততিরা ‡ বহিস্থ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে। সেখানে কেবল রোদন ( ও বিকট ) দন্ত সংঘর্ষণ হইতে থাকিবে।" ১২ তখন যিশু শতপতিকে কহিলেন, "যাও ; তুমি যেমন বিশ্বাস করিয়াছ, তোমার প্রতি তদ্রূপই কৃত হইয়াছে ;" এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহার ভৃত্য অনাময় লাভ করিল। ১৩ ¶

অনন্তর পিটরের আবাস কুটীরে § সমাগত হইয়া প্রভু যিশু দেখিলেন, তাহার সহধর্ম্মিনীর জননী জ্বররোগে শয্যাশায়িনী হইয়াছেন। ১৪ তখন তিনি পীড়িতার হস্ত স্পর্শ করিলেন, এবং তাঁহার

* ঐকান্তিকী বিশ্বাস, great faith,—অভ্রান্ত বিশ্বাস।

† Sit down,—recline at feast, ভোজনে উপবেশন। to enjoy the feast of ever-lasting bliss, পরমানন্দামৃত পান।

‡ রাজ্যের সন্তান সন্ততিরা—ইহুদিরা।

¶ বিশ্বাসই ভগবানের বিভূতি প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে এক মাত্র উপায়। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।"

§ পিটরের নিবাস ( Bethsaida ) বেথসৈদা নগরে। সম্ভবতঃ উহা কেপারনেয়ামের অদূরবর্ত্তী ঐ নামধেয় বন্দর।

জ্বর ত্যাগ হইল; তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ১৫ সন্ধ্যাকালে তাহারা নানাস্থান হইতে পীড়িত ও ভূতসংবিষ্ট * ব্যক্তিগণকে আনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল, এবং বাক্য দ্বারা তিনি সেই সকল ভূতগ্রস্থ ও রোগরুগ্নগণের নিরাময় বিধান করিলেন। ১৬ এইরূপে ইসাইয়ের দ্বারা কথিত ভবিষ্যদ্বাণী সংসিদ্ধ হইল। তিনি দৈববাণী করিয়াছিলেন,—

"তিনি আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার দৌর্ব্বল্য গ্রহণ ও আধিব্যাধি সকল বহন করিলেন। ১৭

অনন্তর আপনার চতুর্দ্দিকে মহান জনতা সন্দর্শন করিয়া যিশু পরপার গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। ১৮ তৎকালে একজন ধর্ম্মধ্বজী সমাগত হইয়া নিবেদন করিল, "গুরো! আপনি যে স্থানেই কেন গমন করুন না, আমি আপনার অনুবর্ত্তী

---

* Possessed with devils. স্যর জন চেক ইহার পরিবর্ত্তে devilled শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজি বাইবলের বিখ্যাত টীকাকার জেম্‌স্ মরিসন এইস্থানের টীকায় বলিয়াছেন, "মানব যখন আত্মশাসনে আপনার উপর প্রভুত্বে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার চিত্ত (সংসার বিভ্রমে) ইতঃস্ততঃ পরিচালিত হইতে থাকে। ইহাদিগকে ভূতসংবিষ্ট বলা যায়। বাক্য দ্বারা প্রভু ইহাদিগের চিত্তের মালিন্য বিদূরিত করিয়া দিয়া চিত্তস্থির করিয়া দিলেন। ইহাই উহাদিগের নিরাময়।—অতি সুন্দর কথা।

হইব।” ১৯ যিশু তাঁহাকে বলিলেন, “শৃগালের গুহা, এবং আকাশচর বিহঙ্গেরও আবাসনীড় আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রক্ষারও স্থান নাই। ২০ তাঁহার অন্য এক শিষ্য সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, “প্রভু! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি অগ্রে আমার পিতার শব সমাধীস্থ করিয়া আসি।” ২১ কিন্তু যিশু তদুত্তরে বলিলেন, “আমার অনুগামী হও,—শবের সমাধী মৃতদিগকেই দিতে দাও।” ২২

তদনন্তর তিনি যখন পোতারোহণ করিলেন, তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ও অনুগমন করিল। ২৩ তখন সমুদ্রে এমন দারুণ ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইল যে, তরঙ্গ সঙ্ঘাতে তরণী আচ্ছন্ন হইয়া গেল; কিন্তু তিনি তখনও নিদ্রিত। ২৪ শিষ্যসম্প্রদায় তৎসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিল, এবং নিবেদন করিল, “প্রভু! রক্ষা কর। আমরা আজি মরিলাম।” ২৫ তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন “রে হীনবিশ্বাসীরা! কেন ভীতি-বিহ্বল হইতেছ?” তদনন্তর তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং সমুদ্র ও বায়ুর প্রতি তিরষ্কার করিলে (সমুদ্রব্যাত্তা মহান) নীরবে বিলীন হইল। ২৬ (এতদ্দর্শনে) লোকসাধারণ চমৎকৃত হইল এবং কহিতে লাগিল, “ইনি কিরূপ প্রকৃতির মনুষ্য; সমুদ্র এবং বায়ু যাঁহার আজ্ঞা পালন করে?” ২৭

অতঃপর যখন তিনি পরপারবর্ত্তী গাদোরীয়-

দিগের * দেশে সমাগত হইলেন, তখন দুইজন ভূতসংবিষ্ট ব্যক্তি সমাধীক্ষেত্র হইতে তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইল। ঐ দুই ব্যক্তি এতাদৃক দুর্দ্দান্ত যে, কোনও ব্যক্তিই সেই পথাতিবাহনে সাহসী হইত না। ২৮ ঐ দুই ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল, "হে ঈশ্বরের পুত্র! তোমার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? তুমি কি সময়ের পূর্ব্বেই † আমাদিগকে যন্ত্রণা দিবার জন্য সমাগত হইয়াছ?" ২৯ তাহাদিগের দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে শূকরপাল ‡ চরিতেছিল, ৩০ ভূতগ্রস্তগণ বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "যদি তুমি আমাদিগকে বিতাড়িত কর; তাহা হইলে আমাদিগকে ঐ শূকরপালে সংবিষ্ট কর।" ৩১ তখন তিনি তাহাদিগের প্রতি আদেশ করিলেন, "যাও।" প্রেতাত্মারা বাহিরে আসিয়া শূকরদলে গমন করিলে, শূকল দল মহাবেগে ধাবিত হইয়া শৈলাগ্র হইতে বারিগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ৩২ তদ্দর্শনে শূকরপালের প্রতিপালকগণ পলায়ন করিল, এবং নগর মধ্যে

---

* Gadarenes গাদারীন্স্ বা গারেসেনিস্। ইহা পেরীয়ার রাজধানী। ( Peræa ) বর্ত্তমান খের্সা ( Khersa ).

† Before the time, অর্থাৎ ইহসংসারকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের শেষ বিচার দিনের পূর্ব্বে, before the day of final judgment.

‡ হিরডোটস্ বলেন, ইজিপ্টদেশে শূকরের প্রতি বড় ঘৃণা। স্পর্শ ত দূরের কথা, পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও তৎক্ষণাৎ অবগাহন স্নান করিতে হয়। এ দেশে যাহারা শূকরের মাংস ব্যবহার করে, তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা নাই, এবং তাহারা দেবমন্দিরেও প্রবেশ করিতে পায় না।

প্রবেশ পূর্ব্বক আদ্যন্তবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ ভূতসংবিষ্ট গণের বিষয় কি ঘটিয়াছিল, তাহা বিশিষ্টরূপে ঘোষণা করিল। ৩৩ তখন নগরবাসী সকলে যিশুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সমাগত হইল, এবং সাক্ষাৎ সম্ভাষণের পর, তাহাদিগের নগর সীমা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। ৩৪

---

## নবম কল্প।

শ্রীষ্টের পক্ষাঘাতরোগী নিরাময়—করাধিকরণ হইতে ম্যাথুকে আহ্বান—রাজস্ব-সংগ্রহকারী ও পাপিগণের সহিত একত্র আহার—অনসনের প্রতিকূলে শিষ্য-গণের প্রতি উপদেশ—প্রদর নিরাময়—জৈরুস-তনয়ার মৃত্যু হইতে উত্থান—অন্ধদ্বয়কে দৃষ্টিশক্তি—পিশাচগ্রস্ত মূকের বাকশক্তি এবং লোকসাধারণকে অনাময় প্রদান।

অতঃপর তিনি (পুনরায়) নৌকারোহণে (সমুদ্র) অতিক্রম করিয়া নিজ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; ১ এবং দেখ, তাহারা এক পক্ষাঘাত-গ্রস্তকে রোগশয্যাসহ তাঁহার সম্মুখে সমানীত করিল। তাহাদিগের (ঐকান্তিকী) বিশ্বাস দর্শনে যিশু, ঐ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, "সাহস

কর বৎস ? * তোমার তাবৎ পাপরাশি ক্ষমিত হই- য়াছে ।” ২ তখন দেখ, কোনও কোনও ধর্ম্মধ্বজী মনে মনে বিচারণা করিল, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছে। † ৩ যিশু তাহাদিগের মনো- ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, “কেন তোমরা এমন অনৃতচিন্তা মনোমধ্যে স্থান দিতেছ ? ৪ বল দেখি, তোমার পাপ ক্ষমিত হইল বলা সহজ, কি গাত্রোত্থান কর, ভ্রমণ কর, বলা সহজ ? ৫ ইহ জগতে পাপের ক্ষমা করিবার শক্তি মনুষ্য পুত্রেরও আছে, ইহা তোমরা যেন জানিতে পার। (তিনি তখনই পক্ষাঘাত-পীড়িতের প্রতি আদেশ করিলেন,) “গাত্রোত্থান কর, এবং তোমার রোগ-শয্যা উত্তোলন পূর্ব্বক ‡ আপনার গৃহে প্রত্যাগমন কর।”৬ রোগী গাত্রোত্থান করিল এবং স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। ৭ এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লোকসাধারণ ভীত হইল, এবং ভগবান মনুষ্যের প্রতি এই প্রকার শক্তির সংবেশ

---

* মূলে Be of good cheer আছে। বমওয়েচ সাহেবের অনুবাদে “ভয় নাই!” লিখিত আছে।

† ঈশ্বর পাপিগণের সমদর্শী বিচার কর্ত্তা; অতএব মুখের আদেশ মাত্রে তাহার পাপরাশি ধ্বংশ হইয়া গেল, ইহা অসম্ভব জ্ঞান করিয়াই অনেক গোঁড়া আচার্য্যেরা মনে মনে ভাবিলেন, যিশু ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছেন।

‡ পূর্ব্বকালে এই প্রদেশে রোগীদিগকে পাটি পাতিয়া মুক্তবায়ুতে শায়িত রাখার সংস্কার ছিল।

করিয়াছেন দেখিয়া, তাঁহার মহিমাগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ৮

তথা হইতে পথাতিবাহন করিতে করিতে যিশু দেখিলেন, ম্যাথ্যু * নামক এক ব্যক্তি করাধিকরণে † উপবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমার অনুবর্ত্তী হও।" ম্যাথ্যু গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। ৯

অতঃপর ( ম্যাথ্যুর ) আবাসগৃহে যিশু ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে কতকগুলি রাজস্ব-সংগ্রহকারী ‡ এবং পাপী তথায় সমাগত হইয়া যিশু ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের সহিত একত্র উপবেশন করিল। ১০ তদ্দর্শনে ফারিসীরা তাঁহার শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের গুরু এই সকল করসংগ্রাহক ও পাপীদিগের সহিত কেন আহার করিতেছেন ?" ১১ এই বাক্য যিশুর

---

* মার্ক ও লুকের মতে ইহার নাম লেভী ( Levi. ) ম্যাথ্যুর ঐ নামও থাকিতে পারে। শিষ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইবার পূর্ব্বে ম্যাথ্যু publican ছিলেন; রোমানেরা উহাকে portitores বলিত।

† At the receipt of custom, করাধিকরণ—করসংগ্রহের স্থান। অন্যান্য অনুবাদে "করগ্রহণ স্থান" আছে। বমওয়েচের অনুবাদে "কর সংগ্রহের গৃহ" লিখিত আছে।

‡ Publicans—অন্যান্য অনুবাদে "করগ্রাহী" পদ আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় রাজাকেই করগ্রাহী বলে। Publicanরা স্বয়ং রাজা নহে,—রাজার নিয়োজিত করসংগ্রহকারী মাত্র।

কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইলে তিনি বলিলেন, “যাহারা নিরাময়, তাহাদিগের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই; কিন্তু যাহারা পীড়িত, (তাহাদিগেরই প্রয়োজন।) ১২ যাও, তোমরা ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণে কৃতযত্ন হও। আমি বলি ভালবাসি না, দয়াই আমার বাঞ্ছনীয়। কেননা, আমি সত্যনিষ্ঠ সাধুগণকে আহ্বান করিতে আসি নাই; পাপিগণের জন্যই সমাগত হইয়াছি।” ১৩ *

---

* ব্যাধি—পাপ। ব্যাধি প্রসমনার্থ যেমন ভীষকের প্রয়োজন, পাপ প্রসমনার্থ তদ্রূপ পাপীত্রাতার প্রয়োজন। যাহারা নিরোগ, ভীষকে তাহাদিগের কি প্রয়োজন? যাহারা পাপনির্ম্মুক্ত, পাপী-পরিত্রাতায় তাহাদিগেব কি প্রয়োজন? যিশু পাপব্যাধি প্রসমনার্থ, পাপিগণের পরিত্রাণের জন্যই আসিয়াছেন। পাপীকে অভয় দিয়া, তাহার সর্ব্বপাপরাশি আপনার শিরে লইয়া তিনি পাপিগণকে প্রেমালিঙ্গন দিবার জন্য আসিয়াছেন। এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য যিশু ফারিসিগণের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। ফারিসীরা তত্ত্বদর্শী নহে,—মানবসাধারণও তদ্রূপ হীনসত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানশূন্য; যিশুর ঐ আদেশ সুতরাং সমগ্র লোকসাধারণের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন;—

তোদের পাপ তরাতে এসেছি ধরায়।
পাপী তাপী আছিস্ কে কোথায়॥
পাপের তাপের অন্ধকারে কেন কালযাপন।
ঐ দেখ, ধরায় উদিত হ'ল সুখের তপন॥

যিনি পাপীকে অভয় দিয়া কোলে তুলিয়া লন, যিনি তাপীর অশ্রুজল মুছাইয়া শান্তি দান করেন, যিনি মর্ম্মাহতের মর্ম্মোচ্ছ্বাস নিরাকৃত করিয়া তাহার হৃদয়ে দয়ার নদী প্রবাহিত করেন, সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকের তিনি পূজনীয়, স্মরণীয়, নমস্য।

তদনন্তর আচার্য্য জনের শিষ্যগণ যিশুর নিকট সমাগত হইয়া কহিল, "ফারিসিগণ ও আমরা (নিত্য নিয়মিত ব্রতবাসর) অনসনে অতিবাহিত করি, * কিন্তু আপনার শিষ্যসম্প্রদায় কি জন্য এই উপবাস-ব্রত ধারণে নিরস্ত রহিয়াছে?" ১৪ যিশু তদুত্তরে বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত পাত্রী-গৃহের বালকগণ পাত্রের সহিত অবস্থান করে, সে পর্য্যন্ত তাহারা কি শোকবিলাপে অভিভূত হয়? † কিন্তু এমন দিন আসিবে, যে দিন বর তাহাদিগের সম্মুখ হইতে

---

* ফারিসীরা সোম ও বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের এই দুই দিন নিয়মিত উপবাস করিত। ইহা ভিন্ন অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দিনও উপবাসে অতিবাহিত করিত। এইরূপ অনসনব্রত ফারিসীরা সম্মানের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করিত।

† বিবাহকালে কন্যাপক্ষীয়ের সুলক্ষণযুক্ত বালকবালিকারা বেশভূষা করিয়া বরের সহসঙ্গী হইবার নিয়ম ইহুদিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বর সপ্তাহ কাল কন্যার আলয়ে ক্ষেপন করিতেন এবং ঐ সকল বালকবালিকারা ঐ সপ্তাহ কাল পরমানন্দে বরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; সুতরাং এই সপ্তাহ কাল উহাদিগের বড় আনন্দেই কাটিত, কিন্তু সপ্তাহ শেষে বর প্রস্থান করিলে, অথবা কন্যাকে স্বামীগৃহে গীতবাদ্যের সহিত রাখিয়া আসিলে, উহাদের বড়ই দুঃখ হইত। প্রভু এই প্রসঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ঐ বর ও নীতবরের উদাহরণ দিয়া থাকিবেন। Tyndale এবং Sir Jonn Cheke উহাদিগকে wedding-children বলিয়াছেন। ইহারই নাম বাঙ্গালায় "নীত-বর" ও "বাসর-বালিকা।" অনেক স্থলে যিশু স্বয়ংই আপনাকে 'বর' (bride-groom) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; অর্থাৎ "আমি আমার শিষ্যসম্প্রদায়ের নিকটে আছি বলিয়াই উহারা আনন্দিত, সুতরাং উপবাসবিমুখ। আমার মৃত্যুর পর ইহারা অবশ্যই উপবাস করিবে।"

স্থানান্তরিত হইবে, এবং তখনই তাহারা উপবাস করিবে। ১৫ পুরাতন বস্ত্র সংস্কারার্থ কেহ নূতন বস্ত্র অপচয় করে না। ইহাতে ঐ সংস্কৃত স্থান অচিরেই ছিন্ন হইয়া বরং ছিদ্রেরই বৃদ্ধি করে। ১৬ নূতন সুরা কেহ কখনও পুরাতন আধারে পূর্ণ করে না; কেননা, তাহা হইলে সুরাধার চূর্ণ বিচূর্ণ, সুরা ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত, এবং আঁধার নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু নূতন দ্রাক্ষারস নূতন আধারে রক্ষা করিলে, তদ্দারা সুরা এবং সুরাধার, উভয়ই রক্ষিত হইয়া থাকে। ১৭ *

যিশু তাহাদিগকে এই প্রকার উপদেশ করিতেছেন, এমৎকালে একজন (রাজকীয়) শাসনকর্ত্তা সমাগত ও বন্দনা করিয়া কহিল, "আমার একমাত্র কন্যাটী এইমাত্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে; আসুন, তাহার গাত্রে হস্ত স্পর্শ করুন,—তাহাতেই সে জীবনলাভ করিবে।" ১৮ যিশু গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন,—শিষ্যগণও তাঁহার সহযাত্রী হইল। ১৯ পথিমধ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রদর রোগাক্রান্তা এক রমণী তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া অঙ্গত্রাণ আকর্ষণ করিল। ২০ রমণী মনে মনে বলিতে

* কাচ আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইজিপ্ট দেশে (প্রায় সকল দেশেই) মেষ বা ছাগচর্ম্ম নির্ম্মিত কুপা (কাহার্ব্বা), বোতলাদির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত। নূতন সুরা, অর্থাৎ খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত নববিধান। নূতন সুরাধার, ঐ বিধানসেবী।

লাগিল, যদি তাঁহার বসনাগ্র স্পর্শ করি, তাহা হইলেই সর্ব্বব্যাধি হইতে নিরাময় লাভ করিব। ২১ যিশু তাহার প্রতি পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং বলিলেন, "বৎসে! সাহস কর। তোমার ঐকান্তিকী বিশ্বাসই তোমাকে নিরাময় দান করিয়াছে।" তদ্দণ্ডেই রমণী সম্পূর্ণ নিরাময় লাভ করিলেন। ২২ যিশু সেই শাসনকর্ত্তার * আবাসে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন, পরিবারবর্গ বিলাপ এবং বংশীবাদকেরা † শোকগীতি গাহিতেছে। ২৩ তিনি বলিলেন, "স্থান দাও; কেননা, কন্যাটীর মৃত্যু হয় নাই, সে নিদ্রাবিভূত আছে।" সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিয়া হাস্য করিতে লাগিল; ২৪ কিন্তু যখন কোলাহল অপসারিত হইল, তখন তিনি গৃহমধ্যে গমন করিলেন এবং তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। (শয্যাত্যাগ করিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায়) তৎক্ষণাৎ কন্যাটী গাত্রোত্থান

---

* ইহার নাম, জৈরস্‌ (Jairas) ইনি ইহুদি, তৎকালে শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

† মূলে আছে, minstrels—বংশীবাদক—flute-players. পূর্ব্বে ইহুদি দিগের মধ্যে মৃত্যুর পর শোকগীতি গাহিবার জন্য বংশীবাদক নিযুক্ত হইত স্ত্রীলোকেরা সেই শোকসঙ্গীতে কণ্ঠ মিলাইয়া নানাছন্দোবন্দে আপনাদিগের আন্তরিক শোক প্রকাশ করিত। মৃতের নাম ধরিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন নানাদেশেই প্রচলিত আছে। এই প্রকার রোদনকে মিশরবাসীরা welwelch বা wilwal বলে।

করিল ; ২৫ এবং এই যশোরাশি অচিরকাল মধ্যেই সমগ্র দেশের দিগ্দিগন্ত পরিব্যপ্ত হইয়া উঠিল। ২৬ যিশু তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্যত্র যাইতেছেন ; দুইটী অন্ধ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হে ডেভিডের বংশতিলক ! আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন।" ২৭ যিশু গৃহমধ্যে আসিয়া উপবিষ্ট হইলে, ঐ অন্ধদ্বয় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি অন্ধদ্বয়কে কহিলেন, "আমি তোমাদিগের দৃষ্টিশক্তি দানে সমর্থ হইব, এ বিশ্বাস তোমাদিগের আছে ত ?" তদুত্তরে নেত্রহীনেরা বলিল "হাঁ প্রভু ! আছে।" ২৮ অতঃপর ঐ অন্ধদ্বয়ের নেত্র স্পর্শ করিয়া যিশু বলিলেন, "তোমাদিগের বিশ্বাস সংসিদ্ধ হউক।" ২৯ তাহাদিগের চক্ষু উন্মুক্ত হইল। যিশু তাহাদিগকে বিশিষ্টবিধানে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "দেখ, এ ব্যাপার কেহ যেন জানিতে না পারে।" ৩০ কিন্তু তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়াই তাঁহার এই যশোগাথা সেই দেশের সর্ব্বত্রই প্রচার করিল। ৩১ *

---

* অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি লাভ, অলৌকীক তত্ত্বাভাসে ( by supernatural aid ) অসম্ভব নহে। সকল দেশীয়—সকল জাতীয়—ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই প্রকার অলৌকিক ক্রিয়াবলীর প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। ভগবানের প্রতি যাহাদিগের অচলা বিশ্বাস, ভগবানের বিভূতিতে—ভগবানের লোকাতীত ক্ষমতায়—তাহারা কখনই অবিশ্বাসী হইতে পারে না। এখানে যিশু যে সকল অলৌকীক ক্রিয়া সাধন করিতেছেন, তৎসমস্তই লোকাতীত ; কেননা তিনি ঈশ্বরের

তাহারা প্রস্থান করিলে পর, লোকেরা এক ভূতাবিষ্ট মূককে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল; ৩২ এবং যখন তাহার শরীর হইতে ভূত-বিতাড়িত হইল, তখন সে বাক্যালাপে সমর্থ হইল। লোকসাধারণ বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইয়া কহিতে লাগিল, "ইস্‌রায়েলেও এরূপ কেহ কখনও দর্শন করে নাই!" ৩৩ ফারিসীরা কিন্তু বলিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি ভূতের রাজা দ্বারা ভূত বিতাড়ন করে।" ৩৪ *

---

পুত্র। পাপীর পরিত্রাণের জন্য, পাপীর ঐকান্তিকী বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ, পরিত্রাণ দিবার জন্যই আসিয়াছেন, তাঁহাতে সকলই সম্ভবে!

তবে নিষেধ করিলেন কেন? অলৌকিক কার্য্য সংসাধনই যখন তাঁহার ব্রত, পাপীর পরিত্রাণার্থই যখন তাঁহার আগমন, তখন তিনি পাপীর ত্রাণবার্ত্তা প্রচার করিতে নিষেধ করিলেন কেন? পাপ-ত্রাণবার্ত্তা শ্রবণে পাপীরা দলে দলে আসিয়া তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিবে, তিনি পাপীদিগকে পরিত্রাণ করিয়া তাঁহার আগমনের হেতুভূত যে পরিত্রাণ ব্রত, তাহা উদ্যাপন করিবেন, ইহাই ত সঙ্গত; তবে তিনি নিষেধ করিলেন কেন? অধিকার ভেদ। যে অনাসঙ্গ প্রীতি, অহেতুকী ভক্তি এবং ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার শরণাগত হয়, তিনি তাহারই পাপরাশি ধ্বংস করেন। প্রমাণ প্রয়োগ, সিদ্ধাসিদ্ধ ভাব যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে ত বিশ্বাস ভক্তি তিষ্ঠিতে পারে না। তাই প্রমাণ প্রয়োগ সিদ্ধ ঘটনা দ্বারা সম্প্রকাশিত হইতে যিশু অসম্মত প্রকাশ করিতেছেন।

* ভূতের রাজা,—The prince of the devils. ভূতের রাজাকে দিয়া ভূত বিতাড়ন, ফারিসিগণ কর্ত্তৃক কথিত এই বাক্য, ব্যাজস্তুতি। নিন্দা হইলেও দ্ব্যর্থ বোধক, সুতরাং গুণ প্রকাশকও বটে। ভূত অসৎ,—পাপ। অসতের রাজা না হইলে, অসৎকে বিতাড়িত করা যায় না, সুতরাং তিনি

তদনন্তর যিশু গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, তথা-কার ধর্ম্মশালা সমূহে শিক্ষা দান, রাজ্যের হিতজনক সুসমাচার প্রচার এবং সর্ব্বপ্রকার আধিব্যাধি নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। * ৩৫ তিনি জনপ্রবাহ দর্শনে তাহাদিগের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন; কেননা, তাহারা প্রতিপালকহীন মেষপালের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং ইতস্ততঃ ( বিক্ষিপ্তবৎ ) পরিদৃষ্ট হইতেছিল। ৩৬ তিনি তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়কে কহিলেন, "ক্ষেত্র যথার্থই শস্যপূর্ণ বটে, কিন্তু কর্ম্মী অতি অল্পই; ৩৭

অসতের রাজাকে দিয়া ভূত বিতাড়ন করেন। পরন্তু অসতের যে রাজা, সেও তাঁহার পদানত—আজ্ঞাকারী,—ভৃত্য ভাবে অবস্থিত; তাহা না হইলে তিনি কি ভূতের রাজা দ্বারা ভূতবিতাড়ন করিতে সমর্থ হইতেন ?

* এমন দয়ার অবতার দুর্লভ। এ জগতের কোথাও যেন একটু দীর্ঘ নিশ্বাস, কোথাও যেন একটু মর্ম্মদাহ; কোথাও যেন একটু হাহাকার থাকে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নয়। সংসারে পাপতাপের জ্বালাময় একটু ছায়াও যাহাতে মানবকে স্পর্শ করিতে না পাবে, আধিব্যাধির যন্ত্রণা যাহাতে মানবদেহকে তিলমাত্রও ক্লিষ্ট করিতে না পাবে, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। লিভারমোর ভক্তিভরে বলিয়াছিলেন,—

What a beautiful delineation of character is embodied in this verse? The Greatest of all goes about doing good as the servant of all. He establishes Himself in no regal palace, or learned school, issuing thence His commands or His doctrines; surrounds Himself with no pomp and circumstance. But He mingles freely with all, is accessible and gracious to all. He dispenses the truth as freely as light and air, His sympathies are not restricted to any one class or condition of men, but He regards with interest the whole family of mankind. He heals the sick, comforts the unhappy, warns the evil, and blesses all with the visiting of mercy and hope.

অতএব এখন তোমরা ক্ষেত্রস্বামীর নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন তাঁহার শস্যক্ষেত্রের জন্য কর্ম্মীদিগকে প্রেরণ করেন। ৩৮ *

---

---

* ইহার তাৎপর্য্য গীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতেই বিশদ হইবে।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাংবিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতংমম॥
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥

## দশম কল্প

( ধর্ম্মপ্রচারার্থ ) যিশু খ্রীষ্টের দ্বাদশ ধর্ম্মপ্রণিধি প্রেরণ, *—তাহাদিগকে দৈববাণী করিবার শক্তি দান—তাহাদিগের প্রতি ভারার্পণ—শিক্ষা দান—তাহাদিগের অবরোধ + হইতে রক্ষা—উহাদিগের পথাবলম্বিগণকে আশীর্ব্বাদ ‡ করিতে অঙ্গীকার।

—০০০০০—

তদনন্তর তিনি তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি, অসদাত্মার আবেশ বিতাড়ন, এবং সর্ব্বপ্রকার অশান্তি ¶ ও

---

* Apostle শব্দের প্রকৃত অর্থ, ধর্ম্ম-প্রণিধি।

Apostle,—sent forth, envoy, এই অর্থে বাইবলের অনুবাদকেরা প্রতিশব্দ দিয়াছেন,—প্রেরিত। Apostle শব্দ বিশেষ্য, বিশেষ্য পদের প্রতিশব্দ বিশেষ্যই হওয়া আবশ্যক। বিশেষ্যের বিশেষণকে বিশেষ্যের অভাবে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ কোনমতেই প্রশস্ত নহে, সুতরাং প্রেরিত না হইয়া উহার প্রতিশব্দ ধর্ম্মপ্রণিধি হওয়াই উচিত। যে সকল কার্য্য সাধনার্থ দ্বাদশ ব্যক্তি "প্রেরিত" হইতে পারিয়াছিলেন, আর্য্যশাস্ত্রে তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকেই "ধর্ম্মপ্রণিধি" বলে টীকাকার জেমস্ মরিসন ঐ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, legate, delegate, messenger, missionary. ঠিক হিন্দুর নিয়মানুসারী প্রতিশব্দ মানস-পুত্র! ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদাদি ধরার পাপ সংহরণার্থ যেমন সর্ব্বত্র বিভুগুণ গান করিয়া ফিরিতেন, Apostle গণকেও প্রভু যিশুখ্রীষ্ট তদ্রূপ যোগ্যতা শক্তি দিয়া তদ্রূপ কার্য্য সকল সাধনার্থই প্রেরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং প্রকৃত অর্থ ও অবস্থা বিবেচনায় উহাদিগকে "মানসপুত্র" বলা যাইতে পারে। প্রতিনিধি শব্দও অপ্রাসঙ্গিক নহে। বরপুত্রও বলা যায়।—সর্ব্বসামঞ্জস্য-ধর্ম্ম-প্রনিধি।

\+ Persecution, অবরোধ। পাপ-কারাগারে অবরোধ! পাপপ্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির জন্য পাপাবরোধ হইতে রক্ষা।

‡ Blessing, আশীর্ব্বাদ। স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ।

¶. Sickness, অশান্তি। মূলে Sickness এবং disease, দুইটীই এক শ্লোকের মধ্যে আছে। Sicknessও সাধারণ অর্থে পীড়া, diseaseও পীড়া। এজন্য একটী মানসিক পীড়া—অশান্তি, এবং অপরটি শারীরিক পীড়া—ব্যাধি, এই দুই অর্থে গ্রহণ করা গিয়াছে।

সর্ব্ববিধ ব্যাধি নিরষণের স্বামর্থশক্তি প্রদান করিলেন। ১ ঐ দ্বাদশ ধর্ম্ম-প্রণিধির নাম, যথাক্রমে এই। প্রথম পিটর নামধেয় সিমন, এবং এন্‌ড্রু নামে তাঁহার সহোদর; যাবেদীর পুত্র জেম্‌স্ ও তাঁহার ভ্রাতা জন। ২ ফিলিপ, বর্থলমিউ, টমাস এবং করসংগ্রহকারী ম্যাথ্যু *; অল্‌পিয়সের পুত্র জেম্‌স্ এবং থেডিয়স্। ৩ † সিমন কাননী ‡ এবং যোডস্ ইস্কারিয়ট; ¶ এই ব্যক্তিই তাঁহাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৪ এই দ্বাদশ ধর্ম্ম-প্রণিধিকে প্রেরণ পূর্ব্বক § যিশু আদেশ প্রদান করিলেন, "তোমরা ধর্ম্মধ্বজীর পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইও না,

---

* বক্ষ্যমান খণ্ড গ্রন্থ ইঁহারই রচিত।

† ইঁহার রাশিনাম লেবিয়স, LEBBEUS.

‡ ইহুদিদিগের মধ্যে ইঁহারা স্বাধীনতা ও ইহুদীয় অনুষ্ঠানের একান্ত পক্ষপাতী রাজ-নৈতিক সম্প্রদায়। সকল দেশেই ধর্ম্মবিপ্লবকারীরা কোনও সত্যধর্ম্মজ্যোতিঃতে বিমুগ্ধ হইয়া, আত্ম দুষ্কৃতি স্মরণ পূর্ব্বক একেবারে তন্ময়চিত্তে সেই ধর্ম্মসেবায় জীবন জাপন করে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কালে, বিল্বন ও ভল্লনাচার্য্য; শাঙ্করধর্ম্ম প্রচার কালে হৈলশর্ম্মা ও কেশব মিশ্র, বৈদিক সূত্র প্রচারে জ্ঞানগর্ব্বিত তান্ত্রিক ও আহতগণ; শৈবধর্ম্ম প্রচারে কম্পিল্য; শাক্তধর্ম্ম প্রচারে শুম্ভাদি, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকালে জগাই মাধাই ও হরিদাস প্রথমে আপত্তি, পরিশেষে প্রণত হইয়াছিল। প্রভু যিশু যে সকল ধর্ম্ম-প্রণিধি ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন. তাহাও অবিকল ঐ প্রকার।

¶ Iscariot. উপাধী। অথ, তহবিলদার,—purse-bearer.

§ যেরূপ ভাবে শ্লোক পর্য্যায়, তাহাতে বোধ হয়, দুই দুই জন প্রণিধি এক এক দিকে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের পর্য্যায় এইরূপ,—

এবং সামিত্রীয়দিগের * কোনও নগরে প্রবেশ করিও না; ৫ বরং হৃতমেষ † ইস্রায়েলে গমন কর; ৬ এবং যাইতে যাইতে ঘোষণা কর, স্বর্গরাজ্য পুরোবর্ত্তী হইয়াছে। ৭ পীড়িতের নিরাময়, মৃত দেহে জীবন সংন্যাস, ‡ কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধ এবং ভুত বিতাড়ন কর। তোমরা (যাহা) বিনামূল্যে লাভ করিয়াছ, তাহা বিনামূল্যে দান কর। ৮ (তুচ্ছ) স্বর্ণ রৌপ্য, অথবা পিত্তল তৈজসে তোমাদের অর্থ ভাণ্ডার পূর্ণ করিও না; ৯ এই (ধর্ম্ম প্রচারার্থ) মহাযাত্রার পাথেয়, যুগ্ম অঙ্গত্রাণ, বিনামা বা যষ্টি লইও না। কর্ম্মীর জীবিকা, কর্ম্ম দ্বারাই পাইবার যোগ্য। ১০ কোনও নগর বা গ্রামে ¶ প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই

| | |
|---|---|
| 1. SIMON PETER.<br>2. ANDREW. | 7. THOMAS.<br>8 MATTHEW, *the publican.* |
| 3. JAMES. *the son of Zebedee.*<br>4. JOHN. *his brothe .* | 9. JAMES, *the son of Alphaeus.*<br>10. LEBBEUS. |
| 5. PHILIP<br>6. BARTHOLOMEW. | 11. SIMON, *the cannanite.*<br>12. JUDAS ISCARIOT. |

* Samaritans. ইহারা আসীরিয়া-নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত পৌত্তলিক।

† ইস্রায়েলের লোকসাধারণকে আশ্রয়হীন রক্ষকশূন্য মেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে অথাৎ তোমরা তাহাদিগের রক্ষক হও।

‡ SCHOLE, ALFORD, প্রভৃতি বিখ্যাত বাইবলবিদেরা এই কথাটা ত্যাগ করিয়াছেন। বোধ হয়, অসম্ভব বলিয়াই ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। পরন্তু অসম্ভব ইহার কিছুই নহে। দৈবীশক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। হিন্দুপুরাণের সত্যবাণ উপাখ্যান ইহার অন্যতম প্রমাণ।

¶ Town. রাজধানি। অক্সিলিয়ারী সোসাইটী এবং বাইবেল ট্রানস্লেটিং সোসাইটীর অনুবাদে, গ্রাম শব্দ আছে

(তদ্রূপ) যোগ্যপাত্রের অনুসন্ধান করিবে, এবং যতদিন অন্যত্র গমন না কর, ততদিন তাঁহারই আবাসে অবস্থিতি করিবে। ১১ গৃহপ্রবেশ কালে (সর্ব্বথা) শান্তিবাদ করিও। ১২ যদি সে গৃহ যথার্থ যোগ্য হয়, তবে তাহার উপর তোমাদের শান্তি আরোপিত করিও; কিন্তু যদি ঐ আবাসনিলয় অযোগ্য হয়, তাহা হইলে তোমাদের শান্তি তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত করিও। ১৩ যে ব্যক্তি তোমাদিগকে গ্রহণ * না করিবে, অথবা তোমাদিগের ধর্ম্মবাণী শ্রবণে অমনোযোগী হইবে, তাহার গৃহ বা সেই নগর পরিত্যাগ কালে, তোমাদিগের পদধূলি ঝাড়িয়া ফেলিবে। † ১৪ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সেই শেষ বিচারবাসরে ঐ নগরের অবস্থা সোদম ও গোমরা ‡ হইতেও অধিকতর অসহনীয় হইবে। ১৫

"দেখ, আমি তোমাদিগকে শার্দ্দুলবেষ্টিত মেষবৎ প্রেরণ করিতেছি; অতএব সর্পের ন্যায়

---

* Receive, প্রথমোক্ত অনুবাদে গ্রহণ এবং দ্বিতীয়ে গ্রাহ্য শব্দ এই এক অর্থেই অনূদিত হইয়াছে।

† কোনও অপবিত্র দেশ হইতে প্রত্যাগমন কালে ইহুদিগের মধ্যে তৎকালে এই প্রকার প্রথাই প্রচলিত ছিল।

‡ Sodom and Gomorrah. কথিত আছে, এই দুই নগরের অধিবাসীরা অত্যন্ত পাষণ্ড ছিল। ঈশ্বর উহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য আকাশ হইতে অগ্নিবৃষ্টি করিয়াছিলেন। *Vide*—Old Testament, Genesis xix.

সতর্ক এবং কপোতের ন্যায় নিরীহ হও। * ১৬ মনুষ্যের প্রতি সাবধান হও; † কেননা, তাহারা তোমাদিগকে বিচারালয়ে সমর্পণ এবং সমাজ-গৃহে বেত্রাঘাত করিবে। ‡ এমন কি আমার জন্য তোমরা শাসনকর্ত্তা ও নৃপতির সম্মুখে নীত হইয়া ঐ সকল ব্যক্তি এবং বিধর্ম্মীদিগের বিপক্ষে প্রতিভূপ্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইবে। ১৮ যখন তোমরা সমর্পিত হইবে, তখন কিরূপে কোন্ কথা বলিবে, সে সকলের জন্য ব্যাকুল হইও না; পরন্তু তৎসাময়িক কথিতব্য তৎকালেই প্রদত্ত হইবে। ১৯ কেননা, তোমরা ত কথা

* Wise as serpents, and harmless as doves. Wise এবং harmless শব্দ ৭২ পৃষ্ঠার ¶ এই চিহ্নিত অনুবাদদ্বয়ে চতুর ও সরল এবং সতক ও অমায়িক শব্দ যথাক্রমে গৃহীত হইয়াছে। wise শব্দের প্রতিশব্দ রূপে wary এবং sly শব্দ, WYCLIFFE, PARVEY ও BAGSTAR প্রভৃতি বাইবলবেত্তারা গ্রহণ করিয়াছেন। MATTHEW HENRY সতক ও চতুর শব্দের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন, Not as foxes, whose cunning is to deceive others, but as serpents, whose policy is only to defend themselves and to shift for their own safety. রেভারেণ্ড কার বলেন, wise, prudent.

† মনুষ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সাবধান হও; কেননা, উক্তি আছে, "The son of man shall be betrayed in to the hands of men."

‡ ইহুদিদিগের সময়ে সমাজগৃহেও বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। তিনজন বিচার-পতি একত্রে বিচার করিতেন; এই সকল বিচারপতি অধিক সময় বেত্র দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিতেন। এই বেত্রাঘাতের ঊর্দ্ধ্ব সংখ্যা ছিল ৪০ পর্য্যন্ত।

¶ বিচারপতির সম্মুখে নীত হইয়া কি বলিবে, কিরূপে মৎ সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রতিভূ প্রয়োগ করিবে, তজ্জন্য এখন চিন্তিত হইও না; কেননা, তুমি ত বক্তা নহ। কখন কোন্ চিত্তবৃত্তির মোহে বিমুগ্ধ হইয়া মানবের মনোবৃত্তি

কহ না; তোমাদের পিতার পরমাত্মাই তোমা-দিগের অন্তর মধ্যে (অবস্থিতি করিয়া) কথা কহিয়া থাকেন। ২০ ভ্রাতা ভ্রাতাকে এবং পিতা তাহার সন্তানকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করিবে, আর সন্তানও জনকজননীর বিপক্ষে উত্থান করিয়া তাহা-দিগের মৃত্যুর কারণ হইবে; ২১ এবং আমার নামের অনুরোধে তোমরাও মনুষ্যলোকে ঘৃণাভাজন হইবে; কিন্তু যে শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করিবে। ২২ এই নগরের লোকসাধারণ যখন তোমাদিগকে উৎপীড়িত করিবে, তখন অন্যত্র প্রস্থান করিও, কেননা, আমি তোমাদিগকে যথার্থই বলিতেছি, এই প্রকারে ইস্রায়েলের

পরিবর্ত্তিত হয়, মানব তাহা ত জানিতে পার না; পরন্তু বাক্যকথনে মানবের শক্তিই বা কোথায়? পরমাত্মাই হৃদয় মধ্যে থাকিয়া যখন যে বাক্য উচ্চারণ করিতে অলক্ষ্য ইঙ্গিত করেন, মানব তাহাই বলিয়া থাকে; অতএব সে সময় কি কথা বলিতে হইবে না হইবে, তোমরা এখন কি তাহা স্থির করিতে পার? অতএব এখন সে জন্য ব্যাকুল হইও না, পরমাত্মা তৎকালেই তাহা বলাইবেন। সংসারবিমূঢ় রাজা দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সংক্ষুব্ধ চিত্তে বলিয়াছিলেন,—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি<br>
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।<br>
ত্বয়া হৃষিকেশো হৃদিস্থিতেন<br>
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥

নগর সকল পর্য্যটন করিতে না করিতেই মনুষ্য-পুত্রের সমাগম ঘটিবে। ২৩

"গুরু অপেক্ষা শিষ্য, কিম্বা প্রভু অপেক্ষা ভৃত্য কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে; ২৪ সুতরাং শিষ্য গুরুর তুল্য এবং ভৃত্য প্রভুর তুল্য হইলেই যথেষ্ট। তাহারা যখন গৃহস্বামীকে বিলযেবুব নামে সম্বোধন করিয়াছে, তখন আত্মপরিজনবর্গকে ইহার অধিক আরও কি না বলিয়া আহ্বান করিবে? ২৫ অতএব তাহাদিগকে শঙ্কা করিও না; কেননা এমন প্রচ্ছন্ন বিষয় কিছুই নাই, যাহা সময়ে অপ্রকাশিত এবং এমন সংগুপ্ত বিষয় কিছু নাই, যাহা অপরিজ্ঞাত থাকিবে। ২৬ আমি অন্ধকারে (গোপনে) তোমাদিগের নিকট যে সকল বাক্য প্রচার করি, তাহা আলোকে (প্রকাশ্যে) প্রকাশ করিও এবং যাহা কর্ণে কর্ণে উপদেশ প্রদান করি, তাহা (সর্ব্বজন-পশ্য) সৌধশিরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রচার করিও। ২৭

"অতঃপর যাহারা দেহের ধ্বংস করে, তাহাদিগের দর্শনে সন্ত্রাসিত হইও না; কেননা তাহারা আত্মার ধ্বংস সাধনে সমর্থ হয় না। বরং যিনি আত্মা ও দেহ, উভয়কেই নরকে নিক্ষেপন পূর্ব্বক ধ্বংস সাধনে সমর্থ, তাঁহাকেই শঙ্কা করিও। * ২৮

* যাহারা ঐহিক স্থূলদেহ ধ্বংস করে, অর্থাৎ ভৌতিক দেহের ধ্বংস সাধনে যাহারা সমর্থ, তাহাদিগকে ভয় করিও না, কেননা এই দেহ ধ্বংসশীল

চটক পক্ষীদ্বয় কি এক পয়সা মূল্যে বিক্রয় হয় না ; কিন্তু তথাপি তাহার একটিও ত তোমাদিগের

ভূত সমষ্টি মাত্র। উহা যে কোনও প্রকারেরই হউক, ধ্বংসই হইয়া থাকে, অতএব সে ধ্বংসে ভীত হইও না। আরও পরিষ্কার কথায়, মৃত্যু এবং মৃত্যুর কারণ যাহা, তাহাতে ভীত হইও না ; বরং যিনি এই স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্ম চৈতন্যময় আত্মা, উভয়েরই ধ্বংসসাধনে সমর্থ ; অর্থাৎ উভয়েরই উপর তুল্য কর্তৃত্ব এবং তুল্য ক্ষমতা বিস্তার করিয়া আছেন, তাঁহাকেই ভয় করিও। তিনি কে ? জড় চৈতন্যে যাহার তুল্যরূপ অধিকার, আত্মায় দেহে যাহার তুল্যরূপ শক্তি, তিনি কে ? তিনিই অমীতশক্তির আধার স্বরূপ ভগবান। অতএব যাহারা স্থূল দেহের ধ্বংস বা ধ্বংস হইবার হেতুভূত হয়, তেমন মানব, সয়তান, বা পাপীদিগের দর্শনে ভীত হইও না, মৃত্যুকেও ভয় করিও না, বরং ঈশ্বরকে ভয় করিও। কেননা The fear of God is the beginning of wisdom.

দেহ ও আত্মার ধ্বংস।—এস্থলে ধ্বংস বলিলে একবারে নিধন বুঝাইবে না, পতন বুঝাইবে। যিনি দেহের ধ্বংস এবং আত্মাকে নরকে নিক্ষেপন পূর্ব্বক ধ্বংস করিতে পারেন, অর্থাৎ নরকে নিক্ষেপ রূপ ধ্বংস সাধনে যিনি সমর্থ। নরকে নিক্ষেপই এস্থলে ধ্বংস বলিয়া কথিত। আত্মার নরকে পতন ধ্বংস হইতেও ভীষণ।

ভয়—ঈশ্বরকে ভয় করিও। কার্য্য মাত্রেরই ফল আছে, ফলের এক জন দ্রষ্টা আছেন, এবং ফলের শুভাশুভ অনুযায়ী দণ্ড পুরস্কারও আছে। সেই দণ্ড পুরস্কারের নিয়ন্তা ঈশ্বর। মানব যখন যে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই যেমন মুখ্য ভাবে কর্ম্মীর এবং গৌণ ভাবে বিশ্বের হিতাহিত সাধনে সমর্থ হয় ; ভগবানও সেই হিতাহিতের পরিমাণ পর্য্যায় সেই অনুসারে কর্ম্মীর প্রতি দণ্ড পুরস্কারের বিধান করিয়া থাকেন ; এই বিশ্বাসই জ্ঞানধর্ম্ম লাভের প্রধান সাধন। আমাদিগের কৃতকর্ম্মের একজন দণ্ডপুরস্কারদাতা আছেন, এই বিশ্বাস থাকিলেই মন্দ কর্ম্মানুষ্ঠান কালে ঈশ্বরে ভয় আপনা হইতেই হৃদয়ে সঞ্জাত হয়, এবং সেই ভয় হইতেই পাপানুষ্ঠানে মানব বিরত হইয়া থাকে। পাপানুষ্ঠান করিলে তিনি পাপীর আত্মাকে নরকে নিক্ষেপ করেন, এজন্য ঈশ্বরে ভয়, পাপনিবৃত্তির নিদান। এই শ্লোকে এই প্রকার তাৎপর্য্যই সূচিত।

পিতার অনুমতি ব্যতীত ভূতলে পতিত হইতে পারে না। ২৯ তোমাদের মস্তকের প্রত্যেক কেশ গণিত রহিয়াছে। * ৩০ অতএব শঙ্কিত হইও না; কেননা বহু চটকপক্ষী অপেক্ষাও তোমরা মূল্যবান। ৩১ এজন্য যে ব্যক্তি মনুষ্যলোকে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থিত পিতার সম্মুখে তাহাকে স্বীকার করিব; ৩২ কিন্তু মনুষ্য সম্মুখে যে কেহ আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সম্মুখে তাহাকে অস্বীকার করিব! ৩৩ †

---

* তোমাদের মস্তকের কেশরাশি পর্য্যন্ত সেই পরমপিতার নিকট গণিত রহিয়াছে। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কিছুই তাঁহার অগোচরে নাই। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে মহানাদপি মহান পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিসীমার অন্তবর্ত্তী; তিনি তৎ সমস্তেরই হিতাহিত, ক্রিয়া অক্রিয়া, শুভাশুভ দর্শন করিয়া থাকেন। এই বিশ্বের কোন্ বস্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে? এই ভৌতিক জগত হইতে চৈতন্যযুক্ত অতিপ্রকৃতির বিষয় ব্যাপার পর্য্যন্ত, সকলই তাঁহার পরিজ্ঞাত; সুতরাং কোন্ বস্তু তাঁহা ভিন্ন অস্তিত্বযুক্ত থাকিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥

† যে আমাকে স্বীকার করে, অর্থাৎ যে আমাকে পরিত্রাতা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করে এবং আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে; আমিও তাহার বিষয়, অর্থাৎ তাহার সুকর্ম্ম পুণ্যাদির বিষয় সেই বিশ্বপিতার নিকট স্বীকার করি; অর্থাৎ আমাকে যে বিশ্বাস করে, আমি তাহার মুক্তির বিধান করিয়া থাকি। ঠিক এই প্রকার উক্তিই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ কালে বলিয়াছিলেন;—

বিবেচনা করিও না যে, ইহজগতে আমি শান্তিদানার্থ সমাগত হইয়াছি। শান্তিদানের জন্য আমি আসি নাই; তরবারি দিতে আসিয়াছি। ৩৪ * কেননা পিতার বিপক্ষে পুত্র, জননীর বিপক্ষে কন্যা, এবং শ্বশুর বিপক্ষে পুত্রবধুর বিবাদ সংস্থাপন করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। ৩৫ ইহাতে আত্মীয়স্বজনেরাই মনুষ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। ৩৬ † যে ব্যক্তি আমা অপেক্ষা তাহার

যো মাম জননাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম্
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

* যিশু বলিতেছেন, আমি শান্তিদানের জন্য আসি নাই, তরবারি দিতে আসিয়াছি। ইহার পরের শ্লোক পাঠ করিলেই অনুমান হয়, এ শান্তি—সাংসারিক ও পারিবারিক সুখশান্তি। আত্মীয় পরিজন, এবং অভাব পরিপূরণজাত যে সুখশান্তি, যিশু সেরূপ শান্তিদান করিতে আইসেন নাই; কেননা, সে সকল শান্তি পরিণামমধুর নহে। আপাতদৃষ্টিতে সংসারিক সুখ লোভনীয় এবং অনেক স্থলে প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু এ সুখশান্তিতে সংসারের বন্ধন দৃঢ় হইয়া মনুষ্যকে কর্ম্মপঙ্গু করিয়া তুলে। সেই শান্তির সংবেশে মানব পারত্রিক নির্ব্বিকল্প শান্তি বিস্মৃত হইয়া ঐহিক সুখশান্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। যিশু তেমন শান্তি দিতে আইসেন নাই, বরং সে বন্ধন ছেদন করিবার জন্য তরবারি দিতে আসিয়াছেন। সে তরবারি তাঁহার উপদেশ। তাঁহার উপদেশ-তরবারি দ্বারা পার্থিব শান্তির বন্ধন ছিন্ন কর, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

† সেই মায়াবন্ধন ছেদন, সেই পার্থিব আত্মীয় আত্মজগণের সমাগম জাত শান্তি ব্যপদেশস্থ মায়াবন্ধন ছেদন, তাহার ব্যাপক ও ব্যাপ্য কি? জনক

পিতামাতাকে অধিক* ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নহে; যে আমা অপেক্ষা পুত্রকন্যাকে অধিক ভালবাসে, সে ব্যক্তিও আমার যোগ্য নহে; ৩৭ এবং যে ব্যক্তি তাহার ক্রুশ লইয়া আমার পশ্চাদনুবর্ত্তী না হয়, সেও আমার যোগ্য নহে। ৩৮ * যে প্রাণ রক্ষা করে, সে প্রাণ হারাইবে;

জননী, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয় পরিবার ইত্যাদি; ইহারাই সংসারের শান্তির আস্পদ। এই সকল শান্তির বন্ধন ছেদন করিবার জন্য যিশু উপদেশ-তরবারি দিতে আসিয়াছেন। পুত্রকন্যার প্রতি জনকজননীর স্নেহবন্ধন, জনকজননীর প্রতি পুত্রকন্যার ভক্তিবন্ধন; প্রিয়তমা জায়ার প্রতি স্বামীর প্রণয়বন্ধন, স্বজনসখাগণের প্রতি প্রীতির বন্ধন. এ সকল বন্ধন হইতে সংসারে অবাস্তব শান্তি লব্ধ হয় বটে. কিন্তু যিশু তাদৃশ শান্তির বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য, তাহাদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ঘটাইবার জন্য তরবারি দিতে আসিয়াছেন। ইহা পূর্ণ বৈরাগ্যের উপদেশ। এই সংসারে পিতামাতা, পুত্রকলত্র, বন্ধুবান্ধব, এ সকলের মায়াবন্ধন ছেদন করিতে না পারিলে পারলৌকিক চিরশান্তি লাভ ঘটে না, তজ্জন্য ঐ সকল বন্ধন ছেদনের জন্য যিশুর উপদেশ। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয় মতীব বিচিত্র॥

শান্তি ও ভোগ। ঐহিক পুত্রকলত্রাদি জাত শান্তি—কর্ম্মভোগ। এ ভোগে ঈশ্বর লাভ ঘটে না। ঈদৃশ ভোগৈশ্বর্য্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণও নিষেধ করিয়াছেন,—

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃসমাধৌ ন বিধীয়তে॥

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনার্থ যিশু বলিতেছেন, যে আমা অপেক্ষা পিতামাতার প্রতি অধিক ভক্তিমান, অর্থাৎ পার্থিব পরিজনের স্নেহ মমতা ভক্তিপ্রীতির পরিমাণ, পারলৌকিক পিতার প্রতি ভক্তিপ্রীতি

এবং আমার জন্য যে জীবন হারায়, সে জীবন পায়। ৩৯ * তোমাদিগকে গ্রহণ করিলে, আমাকে

অপেক্ষা অধিক, যে ঈশ্বর অপেক্ষা সংসারস্থ পিতামাতা পুত্রকন্যার প্রতি সমধিক ভক্তি প্রীতি প্রদর্শন করে; অর্থাৎ ঈশ্বর অপেক্ষা সংসারের প্রতি যে সমধিক স্পৃহাযুক্ত, যিশু বলিতেছেন. সে আমার যোগ্য নহে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য, যে ব্যক্তি সংসারের সর্ব্বপ্রকার মায়াবন্ধনে আবদ্ধ, যাহার সকল প্রকার বাসনা কামনা, সাংসারিক সুখের জন্য পর্য্যবসিত, এবং যে ব্যক্তি পরকাল ও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া ইহকাল এবং ইহলৌকিক বিষয় ব্যাপার এবং ঐহিক সুখশান্তিতে নিবিষ্টচিত্ত, সে ঈশ্বর-কৃপালাভের অযোগ্য। এই প্রকার ব্যক্তির জীবন ক্রমে ক্রমে কিরূপে অপবিত্র হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন.—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ্য প্রজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥

অতএব উপায়? তৎসম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ,—

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

যে ক্রুশ লইয়া আমার পশ্চাদনুবর্ত্তন না করে, যিশু বলিতেছেন, সেও আমার যোগ্য নহে। ক্রুশ—চিহ্ন। যিনি পাপীর পরিত্রাণের জন্য আত্মপ্রাণ ক্রুশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে সেই ক্রুশচিহ্নধারণ, সেই পাপপ্রতিষেধার্থ আত্মোৎসর্গের অতি মহান নিদর্শন; এ চিহ্নধারণ একান্ত কর্ত্তব্য, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। অতএব যে ব্যক্তি সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয়-চিহ্ন বহনে অমনোযোগী, সে বাস্তবিকই ভগবানের কৃপা লাভের অযোগ্য পাত্র।

* যে প্রাণ রক্ষা করে, সে প্রাণ হারায়; অর্থাৎ আত্মপ্রাণে যে সমধিক মমতা করে, আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য যে নিরন্তর যত্নচেষ্টা করে, সেও প্রাণ হারায়; কেননা, জীবলোকে মৃত্যু ধ্রুব; কিন্তু যে আমার জন্য, অর্থাৎ ভগবানের জন্য, নির্ব্বিকল্পসত্যের সংরক্ষণ জন্য প্রাণ হারায়, তাহার জীবন

গ্রহণ করা হয়, এবং আমাকে গ্রহণ করিলে, আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রহণ করা হয়। ৪০ * দৈববক্তা বলিয়া যে দৈববক্তাকে গ্রহণ করে, সে দৈববক্তার পুরস্কার লাভ করে; এবং যে ধার্ম্মিক বলিয়া ধর্ম্মসেবীকে গ্রহণ করে, সে ধার্ম্মিকের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ৪১ এই দীনসত্বগণের মধ্যে যে ব্যক্তি শিষ্য বলিয়া পানার্থ কেবল এক পাত্র শীতল জল মাত্র প্রদান করে, আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বলিতেছি, সে কখনই তাহার পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হইবে না। ৪২

রক্ষা হয়; অর্থাৎ ইহসংসারে তাহার দেহত্যাগ ঘটিলেও পরকালে সে ধর্ম্ম জীবন লাভে কৃতার্থ হয়; অতএব আত্মপ্রাণ রক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মার্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয়। ইহসংসরে যখন মৃত্যু ধ্রুব, তখন কে প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হয়? গীতায় আছে,—

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

* যে তোমাদিগকে ধর্ম্মপ্রণিধিরূপে গ্রহণ এবং তোমাদের বাক্য গ্রহণ করিয়া শরণ গ্রহণ করে, সে আমাকে প্রাপ্ত হয় * এবং যে আমাকে ভগবানের পুত্র বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক ভজনা করে, সে সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মলাভের তিন পর্য্যায়; প্রথম ধর্ম্মপ্রণিধি বা গুরু, দ্বিতীয় যিশু, তৃতীয় ঈশ্বর।

* যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥

## একাদশ কল্প

খ্রীষ্টের নিকট জনের শিষ্য প্রেরণ—খ্রীষ্ট কর্তৃক জনের প্রশংসাবাদ, জন ও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে লোক-সাধারণের অভিপ্রায়—কোরাজিন, বেথসৈদা এবং কেপারনেয়ুমের অকৃতজ্ঞতা ও অনুতাপহীনতা বিষয়ে খ্রীষ্টের বিতর্ক—সরল-লোকদিগের প্রতি যিশু খ্রীষ্ট কর্তৃক তাঁহার পিতার সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ক ধর্ম্মগাথা কীর্ত্তন—পাপ সন্তপ্তগণকে যিশুর আহ্বান।

অনন্তর দ্বাদশশিষ্যের প্রতি আদেশ প্রদান পরিসমাপ্ত করিয়া, যিশু তাহাদিগের নগর সমূহে * শিক্ষাদান ও ধর্ম্মপ্রচারার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ১

খ্রীষ্টের এই সমস্ত ক্রিয়া, কারাবরোধে † থাকিয়া জন শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট শিষ্য-প্রমুখাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, ২ 'যিনি আসিবেন, আপনিই কি তিনি, না আমরা অন্যের প্রতীক্ষায় থাকিব? ‡ ৩ তদুত্তরে যিশু

* গালিলী প্রদেশের স্থান সমূহে।

† এ কারাগার কোথায়? জন্ কোন্ কারাগারে বন্দী ছিলেন? A fortress on the eastern shore of the Dead-sea. পুরাতনপাঠে দুই জন শিষ্যপ্রেরণের উল্লেখ আছে। He sent two of his disciples. সংশোধিত লূকের গ্রন্থেও (৭-১৯) এ কথার উল্লেখ আছে।

‡ Art thou He that should come. আপনিই কি তিনি, যিনি, আসিবেন? জন ভবিষ্যদ্বক্তা, জন সাধু, জন সিদ্ধ। স্বয়ং যিশু তাঁহার ধার্ম্মিকতা ও সত্যনিষ্ঠতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন; তিনি জানিতেন যে,

তাহাদিগের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমরা যাও, এবং যাহা দেখিলে ও শুনিলে, জনের নিকট গিয়া তাহা বিবৃত কর ; ৪ অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতেছে, খঞ্জ গতিশক্তি পাইতেছে, কুষ্ঠরোগী কান্তি লাভ

এমন এক ব্যক্তি আসিবেন, যাঁহার সমাগমে সংসারের পাপতাপ, যন্ত্রণা অবসাদ বিদূরিত হইবে। জন যে সময়ে কারাবদ্ধ হন, সে সময়ের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্মপ্রবণতা বড়ই শোচনীয় অবস্থায় অধঃপতিত হইয়াছিল, কিন্তু পতনের পর উত্থান সর্ব্বদাই এবং সর্ব্ববিষয়েই ভগবানের বিধান, তাই জন জানিতেন, এমন বিপ্লব বিসম্বাদের দিন থাকিবে না ; তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ইহলোকে পাপী পরিত্রাণের জন্য, এই ধর্ম্মবিপ্লব নিবারণের জন্য যিনি আসিবেন, আপনিই কি তিনি ? গীতাশাস্ত্রেও ভগবান বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

হে ভারত। যে যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, আমি তখনই আবির্ভূত হই। সাধুবৃত্তির রক্ষা দুষ্প্রবৃত্তির বিনাশ, এবং ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই। যে সময়ে কথা হইতেছে, সে সময়ে গালিলী প্রদেশের অবস্থা এবং তথাকার ধর্ম্মের অবস্থাও ঐ প্রকারই হইয়াছিল, তাই সেই সময় যিশুর অবতরণ।

যিশু বলিয়াছেন,—for I came not to call the righteous, but sinners. আমি সত্যনিষ্ঠগণকে আহ্বান করিতে—পরিত্রাণ করিতে আসি নাই ; পাপীদিগের দুষ্কৃতি বিনাশ করিতে আসিয়াছি। সাধুদিগের পরিত্রাণ, সাধুদিগের সদ্বৃত্তির পুরস্কার, তাহা ত সংরক্ষিত হইবেই ; কেবল পাপীর পাপনিরসনের জন্য, পাপীর দুষ্কৃতি সমূহের ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্য আসিয়াছি।" "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ; এই একই [illegible] উক্ত, এবং একই উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ।

তেছে, বধীর শ্রবণ শক্তি পাইতেছে, মৃতব্যক্তিরা (সমাধী হইতে) গাত্রোত্থান করিতেছে, এবং দীন ব্যক্তিদিগের নিকট সুসংবাদ কীর্ত্তিত হইতেছে। ৫ * যে ব্যক্তি আমাতে কোনও প্রকার বিঘ্নের হেতু দেখিতে না পায়, সেই ধন্য।" ৬ তাহারা প্রস্থান করিলে পর যিশু সেই লোকসাধারণকে জন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা সেই প্রান্তর মধ্যে কি দেখিতে গিয়াছিলে ? বায়ু বিকম্পিত নল ? ৭ † অথবা অন্য কি দেখিতে গিয়াছিলে ;—সুকোমল পরিচ্ছদ-পরিহিত মনুষ্য ? দেখ, যাহারা সুকোমল

* সকল গুলিই আলৌকিক শক্তির পরিচয়। যিশু অন্ধের দৃষ্টি, অঙ্গের গতি এবং বধীরের শ্রবণ শক্তি দান করিতেছেন, রোগীর রোগ, মূকের বাক্‌-শক্তি দান করিতেছেন, সর্ব্বোপরি মৃতব্যক্তিরা সমাধী হইতে গাত্রোত্থান করিতেছে। এ সকল অলৌকিক শক্তির পরিচয় ত বটেই, কেননা ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহাতে পূর্ণরূপে প্রতিভাত। নতুবা এমন এমন সকল লোকাতীত ঘটনাবলী কি সংঘটিত হইতে পারিত ? ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্বা, অংশ কলানুসারে ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রতিও যে পরিমাণানুসারে তদ্রূপ প্রতিভাত হয়; ভগবানের যোগ্য বিভূতিশালী সুতরাং ভগবানকল্পব্যক্তিরা যে তত্তুল্য শক্তির বিকাশ করিতে পারেন, সকল জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই একথার প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রেও জড়ভরতের বাকশক্তি, কুব্জার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি, দ্যুমৎ সেনের দৃষ্টিশক্তি, সর্ব্বোপরি পাষাণী অহল্যার দিব্যমূর্ত্তি লাভ অলৌকীক শক্তিমত্বার প্রকৃষ্ট প্রমান স্থল।

† তোমরা সেই প্রান্তর মধ্যে কি দেখিতে গিয়াছিলে ? To behold a reed shaken with the wind ? বায়ু বিকম্পিত নল ? বায়ু বিকম্পিত, বায়ু দ্বারা শব্দিত শূন্যগর্ভ নল ? অর্থাৎ বাক্‌নালী হইতে বায়ু বিকম্পিত—বায়ু শব্দিত বাক্য ; তোমরা কি কেবল মাত্র কথা শুনিতে গিয়াছিলে ?

পরিচ্ছন পরিধান করে, তাহারা রাজপ্রাসাদে বাস করে। ৮ তবে সেই প্রান্তরে গমন করিয়াছিলে কেন?—একজন দৈববক্তাকে দর্শন করিবার জন্য? হাঁ, আমি তোমাদিগকে তদপেক্ষাও মহোত্তম ব্যক্তির বিষয় বিশিষ্ট বিধানে কহিতেছি। ৯ * ইনি তিনিই, যাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

দেখ, আমি আমার দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি; যিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া তোমার পথ প্রস্তুত করিবেন। ১০

আমি তোমাদিগকে আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছি, যাহারা নারীগর্ভজাত, তাহাদিগের মধ্যে জনের ন্যায় কোনও ব্যক্তিই অভ্যুদিত হন নাই বটে; কিন্তু যে ব্যক্তি স্বগরাজ্যে ক্ষুদ্র, সেও তাঁহা অপেক্ষা মহান। ১১ ধর্ম্মাচার্য্য জনের সময় হইতে এক্ষণ পর্য্যন্ত, স্বর্গরাজ্য বলপূর্ব্বক গৃহীত হইতেছে এবং বলশালীলোকেরা উহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। ১২ কেননা, জন পর্য্যন্ত সকল দৈববক্তা এবং বিধানশাস্ত্র এই বিষয়ই ঘোষণা করিয়াছে। ১৩ যদি তোমরা সেই সকল (ঘোষণাবলী) গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে ইনিই

* জন ভবিষ্যদ্বক্তা ত বটেনই, তাহার অতীতেও তিনি কিছু। John though *a Prophet*, was much *more than a prophet*. কেননা ভবিষ্যদ্বক্তাগণ তাঁহাকে ভবিষ্য-দৃষ্টিতে দর্শন করেন, আর জন, ভবিষ্যদৃষ্টি, জ্ঞান দৃষ্টি এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন; তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, সুতরাং সাধারণ ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ।

সেই ইলিজা। ইঁহারই অভ্যুদয়ের প্রসঙ্গ উক্ত ছিল। ১৪ শ্রবণ করিবার জন্য যাহার কর্ণ আছে, তাহাকে (এই সকল বাক্য) শ্রবণ করিতে দাও। ১৫ * বর্ত্তমান লোকসাধারণকে আমি কাহা-দিগের সহিত তুলনা করিব? † ইহারা বিপণি-উপবিষ্ট বিপণি-বালকগণের ন্যায় লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলে, ১৬ 'আমরা তোমাদিগের নিকট বংশিধ্বনি করিলাম, তোমরা ত নৃত্য করিলে না; আমরা বিলাপ করিলাম, কিন্তু তোমরা ত শোকার্ত্ত ‡ হইলে না?' ১৭ জন আসিয়া পান ভোজন করেন নাই, তাহাতে ইহারা বলে, 'সে পিশাচগ্রস্ত হইয়াছে'; ১৮ মনুষ্যপুত্র আসিয়া পানভোজন করিলেন, তাহাতে তাহারা বলে, 'দেখ দেখ, একজন ঔদরিক, মদ্যপ এবং কর-সংগ্রহকারী ও পাপীদিগের বন্ধু।' কিন্তু প্রজ্ঞা

---

* যাহাদিগের কর্ণ আছে, তাহাদিগকে শুনিতে দাও। এ কথার বাহ্য তাৎপর্য্য, কর্ণ থাকিলে ত লোকে শুনিয়াই থাকে, তাহার উল্লেখ কি প্রয়োজন? সুতরাং "যাহার বাহ্য কর্ণের অতীতে আভ্যন্তরিক জ্ঞানকর্ণ আছে, যে আমার উক্তি সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ, তাহাকেই শুনিতে দাও," কেননা তাদৃশ শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই ভগবানের বাক্য শ্রবণে এবং তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয়।

† বর্ত্তমান লোকসাধারণ, অর্থাৎ ইহুদিজাতীয় লোকসাধারণ। বালকগণ খেলার ছলে বাঁশি বাজায়, নাচে গায়, হর্ষশোক প্রকাশ করে; ইহুদিদিগের ধর্ম্মকর্ম্মও যে তদ্রূপ, যিশু তাহাই ইঙ্গিত করিতেছেন।

‡ mourn শোকার্ত্ত। পুরাতন পাঠে lamented আছে।

তাঁহার সন্তানগণের দ্বারা অনিন্দনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।” ১৯ *

* And wisdom is justified by her works. পুরাতন পাঠে, by her works শব্দের পরিবর্ত্তে of her children আছে। প্রজ্ঞাজ্ঞান, wisdom.

জ্ঞান দ্বিবিধ। ভ্রমা ও প্রমা, wisdom, divine wisdom, প্রমাজ্ঞান বা প্রজ্ঞা। ভ্রমাজ্ঞান ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, সুতরাং ইহসংসারের মধ্যেই সে জ্ঞান নিবদ্ধ; আর প্রমা ইহজগতের ঊর্দ্ধে ভগবান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ যে অসীম অনন্ত স্থান; (infinite space) সেই স্থানই তাহার ক্রিয়া স্থান বটে, কিন্তু নিবদ্ধ নহে। ভ্রমা ঐহিক বিষয়ব্যাপারে নিবদ্ধ, প্রমা ইহপারলৌকিক বিষয়ের সমদর্শী দ্রষ্টা, অথচ নির্লিপ্ত। বেদান্তশাস্ত্রে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ঈশ্বরের স্বরূপ ও তটস্থ নামক যে লক্ষণদ্বয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, প্রমা ঈশ্বরের সেই স্বরূপ লক্ষণান্তর্গত। যে জ্ঞানে উচ্চ নীচ, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, সদসৎ, কোনও বিচার মনোমধ্যে কখনও উদয় হয় না, তাহাই প্রমা বা প্রজ্ঞা। সেই প্রজ্ঞা (উচ্চনীচভেদাভেদজ্ঞানশূন্য) আপন সন্তান অর্থাৎ প্রাজ্ঞগণের ভেদশূন্য ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বসামঞ্জস্যের বিধান করিলেন। এই প্রকার জ্ঞানের বিষয়ে গীতাশাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বজ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।

এ জ্ঞানে সকল পাপই বিনষ্ট হয়। এই জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালে নাত্মনি বিন্দতি॥

পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিষয়ক যে ভ্রমা জ্ঞান, তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় উপস্থিত করে, কিন্তু পাপপুণ্যের অতীত পুরুষ যিশুর হৃদয়ে সে ভ্রমাজ্ঞান কখনও আসিতে পারে না, তাই দয়ার অবতার পাপী অত্যাচারিগণের সহিতও একত্র পানভোজন করিয়াছিলেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকেঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

তদনন্তর যে যে নগরে তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া সকলের অধিকাংশ কৃত হইয়াছিল, সেই সকল নগরবাসীজনগণকে অনুতাপবিমুখ দর্শনে তিনি তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন; ২০ "হায় কোরাজিন্! হায় বেথ্সৈদা! তোমরা সন্তপ্তের পাত্র। * কেননা, তোমাদিগের মধ্যে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা যদি টায়ার ও সিদনে কৃত হইত, তাহা হইলে বহুপূর্ব্বেই তাহারা চট্ পরিধান এবং ভস্মরাশির উপর উপবিষ্ট হইয়া অনুতাপ করিত। ২১ † তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, সেই বিচার দিনে তোমাদিগের অবস্থা অপেক্ষা বরং টায়ার ও সিদনের অবস্থাও সহনীয় হইবে। ২২ আর তুমি, কেপারনেয়ুম! তুমি কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নীত হইতে

* CHORAZIN. কোরাজিন—টিবেরিয়া (*Tiberias.*) হ্রদের পশ্চিমে, এবং টেলহুম নামক প্রসিদ্ধ নগরের আড়াই মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহা কেপারনেয়ুমের অদূরবর্ত্তী। ইহার অন্য নাম কেরাজা (*Kerazah.*) BETHSAIDA. বেথ্সৈদা— (House of fish—মৎস্য দেশ!) অগষ্টসের কন্যা জুলিয়া কর্ত্তৃক ইহার জুলিয়স্ নামকরণ হইয়াছিল। হিরোড ফিলিফ এখানে নূতন করিয়া একটী সুন্দর ইহুদি-ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহাও কেপার-নেয়ুম ও মাগদলার (*Magdala*) মধ্যবর্ত্তী।

† Sackcloth—চট্। প্যালেষ্টাইন এবং তৎপ্রদেশে চটই তখন শোকপরিচ্ছদরূপে ব্যবহৃত হইত। শোকপ্রকাশে সর্ব্বগাত্রে, অন্ততঃ মস্তকে ভস্ম সংলিপ্ত করিবার ব্যবস্থাও তৎকালে প্রচলিত ছিল। এইরূপ ব্যবহার প্যালেষ্টাইন বলিয়া নহে, সকল দেশের লোকই সংসারবিরাগ আসিলে ভূষণপরিচ্ছদে বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও কৌপিন পরিধান ও ভস্ম বিলেপনের ব্যবস্থা সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দেখা যায়। এখানকার সকল শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসীরাই কৌপিন পরিধান ও গাত্রে ভস্ম বিলেপন করিয়া থাকে।

পারিবে? তুমি রসাতলে অধঃপতিত হইবে; * কেননা, যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া তোমার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যদি সোদমে কৃত হইত, তাহা হইলে তাহা আজি পর্য্যন্তও বর্ত্তমান থাকিতে পারিত। ২৩ তথাপি আমি তোমাকে বলিতেছি, সেই বিচার দিনে তোমা অপেক্ষা বরং সোদম ভূমির অবস্থাও সহনীয় হইবে।" ২৪

সেই সময় যিশু উত্তর করিয়া কহিলেন, "পিতা! স্বর্গমর্ত্তের প্রভু! তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে, তুমি এই সকল ব্যপার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি-দিগের নিকট গোপন করিয়া শিশুদিগের নিকটে প্রকাশ করিলে; † ২৫ হাঁ পিতা! তোমার দৃষ্টিতে ইহাই অতি প্রীতিজনক। ২৬ আমার পিতা কর্ত্তৃক সকলই আমাতে সমর্পিত হইয়াছে, সুতরাং পিতা

* Thou shalt go down unto Hades. পুরাতন পাঠে, shalt be brought down to hell; কেননা, সোদম ও টায়ার প্রভৃতিতে ত কোনও অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শিত হয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের অপরাধ অপেক্ষা, তোমাতে যখন লোকাতীত ক্রিয়া সকল প্রদর্শিত হইয়াছে, তখন তোমাদের অপরাধ অধিক; কেননা, জানিয়া শুনিয়াও তোমরা ত মনের পরিবর্ত্তন কর নাই।

† জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, এখানে ফারিসী ও স্ক্রাইবদিগের প্রতি ইঙ্গিত। তাহারা নিজে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি লাভে তাহাদিগের স্পৃহা নাই, কেননা তাহারা যিশু কথিত পাপ পরিত্রাণের এই সুসংবাদ ত স্থিরকর্ণে শ্রবণ করে নাই! যাহারা সরল বিশ্বাসে মনের একাগ্রতায় যিশু কথিত সুসংবাদ—যিশুর উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়াছিল, যিশু তাহাদিগকে "শিশু" বলিয়াছেন; অর্থাৎ তাহারা শিশুর ন্যায় সরল।

ভিন্ন পুত্রকে কেহই জানে না। আবার পুত্র ভিন্নও কেহ পিতাকে জানে না, আর পুত্র যাঁহার নিকট তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও জানেন। * ২৭ হে (অকর্ম্মে) পরিশ্রান্ত এবং (পাপ) ভারাক্রান্ত লোকসাধারণ! আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দান করিব। ২৮† আমার যোয়ালা ‡ তোমরা স্কন্ধে ধারণ কর,

* ঈশ্বরকে জানেন তিন জন। (১) ঈশ্বর ঈশ্বরকে জানেন, (২) ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরকে জানেন, কেননা ঐশ্বরিক শক্তিমত্ত্বা ঈশ্বর কর্ত্তৃকই তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে, (৩) আর সেই ঈশ্বরের পুত্র যাঁহাকে জানিতে দেন, তিনিই জানেন। এক কথায় ঈশ্বরকে তাঁহার পুত্র যিশু জানেন, এবং যিশুর যে সকল শিষ্য, তাঁহারাই জানেন।

† দয়ার কথা। যে সংসারের শ্রমে পরিশ্রান্ত, হৃদয়ের ভারে ভারাক্রান্ত লোক সকল; আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রামশান্তি দান করিব। ভগবানও একথা বলিয়াছিলেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ॥

‡ Take my yoke. আমার যোতকাষ্ঠ, (যো-আলী) স্কন্ধে ধারণ কর। হলচালনকালে বলদের স্কন্ধে যোঁয়ালী দিয়া কৃষকেরা ইচ্ছামত দিকে হলচালন করে, বলদ সেই যোঁয়ালে আবদ্ধ থাকে বলিয়া কৃষকের অভিপ্সিত প্রদেশে গমনে বাধ্য হয়; অতএব আমার যোঁয়াল স্কন্ধে লও, এই শব্দের তাৎপর্য্য, আমার উপদেশ গ্রহণ কর, আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, আমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ কর, * আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দান করিব। গীতা শাস্ত্রে

* And learn of me. আমার নিকট শিক্ষা কর; অথবা আমার বিষয় শিক্ষা কর; আমার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া আমি কে, আমি কেন আসিয়াছি, এই সকল গুহ্য বিষয় শিক্ষা কর।

এবং আমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ কর, কেননা আমি মৃদুস্বভাব এবং অন্তরে বিনম্র; তোমরা হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে; ; ২৯ কেননা, আমার যো-আলী সহজ, এবং আমার ভার লঘু। ৩০

ভগবান অর্জ্জুন করিয়াছেন,—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্

যিশু যেমন বলিয়াছেন, পরিশ্রান্ত পাপভারাক্রান্ত ব্যক্তিগণ কে কোথায় আছ, আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রামদান করিব; গীতাতেও তেমনই আছে,—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥

অতি দুরাচার হইয়াও যে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সাধু বলিয়া গণনা করি।

## দ্বাদশ কল্প

খ্রীষ্টের ফারিসীদিগের বিশ্রামবাসরবিহিত বিধান ভঙ্গত্ব সম্বন্ধীয় অ নিরাকরণ—শাস্ত্র প্রমাণ, বিশিষ্ট হেতু প্রদর্শন—দৈববাণীর দ্বারা।—অন্ধ ও মূকের নিরাময় প্রদান—পবিত্রাত্মার নিন্দাবাদ কখনই ক্ষমার যোগ্য নহে—অসার বাক্যের হিসাব দিতেও হইবে—ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ-অনুসন্ধিৎসু অবিশ্বাসীকে ভৎর্সনা—এবং কে তাঁহার ভ্রাতা, ভগ্নী এবং মাতা; তাহার বর্ণনা।

সেই সময় (একদা) বিশ্রামবাসরে যিশু শিষ্যসম্প্রদায় সহ শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার শিষ্যগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইল, এবং শস্যশিষ ছিন্ন করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। ১ তদ্দর্শনে ফারিসীরা যিশুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দেখ, তোমার শিষ্যগণ বিশ্রামবারে নিষিদ্ধকর্ম্ম করিতেছে।" ২ * তৎশ্রবণে যিশু তাহাদিগকে কহিলেন, "ডেভিড ও তাঁহার

* যিশুর শিষ্যসম্প্রদায় ইহুদিদিগের মধ্যে দুইটী নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছে। এক, বিশ্রাম বারে ভোজন, অপর পরকীয় শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য ভোজন। ইহুদিদিগের নিয়ম ছিল, When thou comest into the standing corn of thy neighbour, then thou mayest pluck the ears with thine hand ; but thou shalt not move a sickle into thy neighbour's standing corn, ( Deut 23—25 ).

সহসঙ্গীরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তোমরা কি সে সকল বিষয় অধ্যয়ন কর নাই? ৩ তিনি এবং তাঁহার সহসঙ্গীরা ভগবানের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক যে নৈবেদ্য-রুটী * ভোজন করিয়াছিলেন, † তাহা যাজকগণ ব্যতীত তাঁহার বা তাঁহার সঙ্গীদিগের ত ভোজ্য নহে? ৪ অথবা বিশ্রামবাসরে মন্দির মধ্যে বিশ্রাম বাসরবিধি ভঙ্গ করিলে যাজকেরা যে দোষদুষ্ট হন না, এ বিধিও কি তোমরা বিধান-শাস্ত্রে অধ্যয়ন কর নাই? ৫ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মন্দির হইতেও মহান এক ব্যক্তি এইস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৬ 'আমি বলি চাহি না, দয়াই চাই' এই কথার তাৎপর্য্য যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে, তাহা হইলে কখনই এই নির্দ্দোষীদিগকে দোষী করিতে

* Shew bread—বাইবলের অন্যান্য অনুবাদে "সাক্ষাৎ সন্দর্শন রূপ রুটী" লিখিত আছে। টীকাকার Rev. A. Carr, M. A., ঐ বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন, "সহজ কথায় অনুবাদে BREAD OF SETTING FORTH—i. e, bread that was set forth in the sanctuary. হিব্রু প্রতিশব্দ, the bread of the Face, the bread of the Divine presence. অনুবাদ কালে আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। প্রতি রবিবারে ঐ সময় ধর্ম্মমন্দিরে ভগবানের উদ্দেশে দুইপাত্রে ছয়খানি করিয়া রুটী রক্ষিত হইত, এবং ধূপধূনা দগ্ধ করা হইত।

† উপবাস বাসরে ডেভিড এবং তাঁহার সহসঙ্গীরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে একজন ধর্ম্মযাজক তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিগণের ভোজনার্থ পাঁচখানি রুটী দিয়াছিলেন; এবং সেই রুটী ডেভিড ও তাঁহার শিষ্যগণ ধর্ম্মমন্দিরে বসিয়া ঐ উপবাস বাসরে ভোজন করিয়াছিলেন। যাজকের নাম, Ahimelech ধর্ম্মশালার নাম, Nob.

পারিতে না। ৭ কেননা, মনুষ্যপুত্রই এই বিশ্রাম-বাসরের কর্ত্তা।” ৮ *

যিশু তথা হইতে প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মশালায় উপনীত হইলেন; ৯ এবং দেখ, (ঐ সময়) তথায় এক হস্ত শুষ্ক একব্যক্তি উপস্থিত ছিল। † ফারিসীরা দোষী করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “বিশ্রামবাসরে রোগ শান্তি কি বিধানসম্মত?” ‡ ১০ যিশু তদুত্তরে তাহাদিগকে কহিলেন, “তোমাদিগের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যাহার একটী মাত্র মেষ বিশ্রামবারে গর্ত্তমধ্যে পতিত হইলে তাহাকে সে ধরিয়া না তুলে? ১১ অপিচ মেষ হইতে মনুষ্য

* For the son of man is Lord of the Sabbath. মনুষ্যপুত্রই বিশ্রামবারের কর্ত্তা; অর্থাৎ মনুষ্য কর্ত্তৃকই বিশ্রামবারের বিধান, এবং বিধানের উপলক্ষিত তিনিই, কেননা তিনিই মনুষ্যপুত্র। বিশ্রামবারের বিধান খ্রীষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতিকূল। “আত্মানাং শততং রক্ষেৎ” উপবাসাদি দ্বারা শরীর ক্লিষ্ট করা খ্রীষ্টধর্ম্মেরও অনুমোদিত নহে।

† ইহাদিগকে ভারতবর্ষে “ঊর্দ্ধবাহু” বলে। ইহাদিগের ন্যায় কষ্টযোগী অতি বিরল।

‡ ইহুদিরা বিশ্রাম দিনে ভাল মন্দ কিছুই করিত না। এই জন্য এক জনের রোগ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিবারও অবসর তাহাদিগের হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে এ বড় নিষ্ঠুরতা। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যখন শুভকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; তখন এমন একটা সুদীর্ঘ দিন নিষ্কর্ম্মে অতিবাহন, কোনও মতেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। সুকার্য্যের পুরস্কার যখন বিধাতার বিধান, তখন একটা দিন তাদৃশ পরিণাম-মধুর ফললাভের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আয়ুর একটা সুদীর্ঘ দিন নীরবে কালযাপন, কোনও মতেই এ বিধান সঙ্গত নহে। প্রভু তাহাই বলিতেছেন।

কতগুণে মূল্যবান! অতএব বিশ্রামবারেও সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিধিসঙ্গত।” ১২ * তদনন্তর তিনি সেই (রুগ্ন) ব্যক্তিকে কহিলেন, “তোমার হস্ত প্রসারিত কর।” সে হস্ত প্রসারণ করিল, এবং উহা অন্য হস্তের ন্যায় সুস্থ হইল। ১৩ ফারিসীরা কিন্তু (ধর্ম্মশালার) বহির্ভাগে গমন করিল, এবং কিরূপে তাঁহাকে ধ্বংস করিবে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। † ১৪ যিশু এই ব্যাপার অবগত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে, বহু সংখ্যক (রুগ্ন) লোক তাঁহার অনুগমন করিল; তিনি তাহাদিগের সকলকেই নিরাময় করিলেন, ১৫ এবং তাহারা যাহাতে (কাহারও নিকট) তাঁহার পরি-চয় না দেয়, এমন বিশিষ্ট আদেশ প্রদান করি-লেন। ১৬ যেন ভবিষ্যদ্বক্তা ইসাইয়ের দ্বারা কথিত বাক্য সংসিদ্ধ হয়। (তিনি) বলিয়াছেন,—

* যাহার একটী মেষ, যাহার আর দ্বিতীয় নাই, সুতরাং মেষের প্রতি যতটুকু স্নেহ থাকিতে পারে, তাহার সেই মেষটীতেই তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। যদি সেই মেষ গর্ত্তগহ্বরে পতিত হয়, বিশ্রামবার বলিয়া কেহ কি তাহাকে রক্ষা করে না? নিশ্চয়ই করে। মানবও তদ্রূপ পাপান্ধকারময় পাপগহ্বরে অধঃপতিত, তিনি বিশ্বের পিতা, বিশ্বের তাবৎ লোকের প্রতি তাঁহার স্নেহদয়া আছে। তাই তিনি এই মেষরূপী মানবগণকে তুলিতে আসিয়াছেন। জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইয়া দিতে আসিয়াছেন। এ সব কার্য্যে কি বিশ্রামবার বাধা জন্মাইতে পারে?

† সেণ্ট মার্ক (St. Mark, III, 9) বলেন, হিরোডের প্রজারাও ইহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল।

"দেখ, আমার দাস, * যাঁহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি;
আমার প্রিয়তম, যাঁহাতে আমার আত্মার সর্ব্বসন্তোষ; †
আমি তাঁহাতেই আমার আত্মা অধ্যোসিত করিব, ‡ এবং

* My servant—আমার দাস। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রাপ্তির শান্ত দাস্যাদি যে অষ্টভাব, ইহা তাহারই অন্যতম। ভগবানের মুখে "আমার দাস," এই বাক্য উচ্চারণেই তাহারা কৃতার্থ!

† In whom my soul is well pleased—যাহাতে আমার আত্মার সর্ব্বসন্তোষ—যাহাতে আমার পরম প্রীতি। এ প্রীতির হেতু পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট এবং যিশু কর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে। সে সকলের প্রধান কথা, যে আমার স্বর্গ-সিংহাসনস্থ পিতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করে, সেই আমার প্রিয়। যাহার কার্য্য বিশ্বের মঙ্গলসাধনে নিরন্তর ব্রত থাকে, সেই আমার প্রিয়। আমার জন্য, যে সকল যন্ত্রণা অক্লান্ত ভাবে সহ্য করে, সেই আমার প্রিয়। হিন্দুর গীতাশাস্ত্রেও ভগবানের প্রিয়প্রসঙ্গে তৎ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত;—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথ.।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

‡ I will put my spirit upon him—আমি তাঁহাতেই আমার আত্মা অধ্যোসিত করিব; কেননা, তিনি আমার দাস, এবং তাঁহাতেই আমার আত্মার সর্ব্বসন্তোষ। সে সন্তোষের উপলক্ষিত কাহারা?—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

তিনিই সেই বিধর্ম্মিগণের প্রতি আমার বিচারমন্তব্য প্রচার করিবেন। ১৮ * তিনি বিসম্বাদ কিম্বা উচ্চ চীৎকার করিবেন না, অথবা রাজপথেও কেহ তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে না। ১৯ যে পর্য্যন্ত তিনি জয়ের উপর (আপনার) বিচারমন্তব্যের প্রতিষ্ঠা না করেন, (সে পর্য্যন্ত) † তিনি ভগ্ননল বিভগ্ন করিবেন না, কিম্বা প্রধূমিত বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ করিবেন না। ‡ ২০ বিধর্ম্মীরা তাঁহার নামেই আশান্বিত হইবে।" ২১

তদনন্তর এক ভূতসংবিষ্ট অন্ধ এবং মূককে তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি তাহাকে নিরোগী করিলেন। তাহাতে ঐ অন্ধ ও মূক

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥

Equal towards friend and enemy and also towards honor and disgrace, equal towards heat and cold, towards enjoyment and suffering, and devoid of attachment, Chap: XII. 18 ( Matt. V. 44-48, Vi. 25. )

Equal to whom are abuse and adulation, silent, content with any and every thing, without fixed habitation, firm in heart, possessed of devotion, such man is beloved of me. XII. 19 ( Matt. Viii. 20. X, 9, 10. ) Vide M. M. CHTTERJEE'S *The Lord's Lay.*

* Judgment unto victory —জয়ের উপর বিচার মন্তব্য।

† Judgment, বিচার মন্তব্য। সামান্য বিচার নহে, ধর্ম্ম বিচার, Religion as the rule of life. এখানে বিচারের অর্থ, (১) খ্রীষ্ট প্রবর্ত্তিত বিধান, (২) সুসমাচার (৩) ন্যায় অন্যায়ের স্বর্গীয় বিচার মন্তব্য। যিশু লৌকিক বিচার করিতে আইসেন নাই। He came not into the world, *to Judge the world*, but to *save* the world.

‡ ভগ্ননল বিভগ্ন, প্রধূমিত বর্ত্তিকা নির্ব্বাণ; অর্থাৎ ভগ্নকে আর ভাঙ্গিবেন না, নির্ব্বাণোন্মুখকে নির্ব্বাণ করিবেন না; কেননা তিনি পাতকীতারণ-দয়াময়।

দৃষ্টি এবং বাক্‌শক্তি লাভ করিল। ২২ এতদ্দর্শনে লোকসাধারণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল, "ইনিই কি ডেভিডের পুত্র?" ২৩* কিন্তু ফারিসীরা এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, "এ ব্যক্তি ভূতরাজ বিলযেবুবের সাহায্য ব্যতীত ভূত বিতাড়ন করিতে পারে না।" ২৪ ফারিসীদিগের এই প্রকার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া যিশু তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "প্রত্যেক রাজ্য আত্মবিদ্রোহে বিভাজিত হইলে তাহা ধ্বংসদশায় সমানীত হয় এবং প্রত্যেক নগর কিম্বা পরিবার (আত্মবিচ্ছেদে) পরস্পর বিভক্ত হইলে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে না; ২৫ সুতরাং সয়তানই যদি সয়তানকে বিতাড়িত করে, তাহা হইলে সে ত আপনার বিরুদ্ধে আপনিই বিভক্ত হইল; ইহাতে কিরূপে তাহার রাজ্য স্থায়ী হইবে? ২৬ আর আমি যদি বিলযেবুবের দ্বারা ভূতবিতাড়ন করি,

* Is this the son of David? পুরাতন পাঠে আছে, Is not this the son of David? অর্থ একই। বিধর্ম্মীরা মনে করিয়াছিল, এমন অলৌকিক কার্য্য সকল ডেভিডের পুত্র ভিন্ন আর কে নির্ব্বাহ করিতে পারে? মোশী ভিন্ন এ সকল কার্য্য আর করে কে? মোশীয় সম্প্রদায়ের বিচারণা, Wonderful as this wonder-worker is, He is not a prince. * * * He seems not be fit to be a great military conqueror and our king. Can it be the case that He is David's illustrious Son?

তাহা হইলে তোমাদিগের সন্তানেরা কাহার দ্বারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করে? সুতরাং তাহারাই * তোমাদিগের বিচারক হইবে। ২৭ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার † সাহায্যে ভূত বিতাড়ন করি, তাহা হইলেই তোমাদিগের উপর ভগবানের রাজ্য সমাগত হইল। ২৮ বলিষ্ঠকে অগ্রে বন্ধন না করিলে কে তাহার গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক তাহার দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে পারে?—(বন্ধন করিলে) পর সে তাহার গৃহ নষ্ট করিবে। ২৯ যে আমার পক্ষে নাই, সে আমার বিপক্ষ; ‡ যে আমার সহিত আহরণ না করে, সে বিক্ষিপ্ত করে। ৩০ সেই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার পাপ এবং নিন্দাবাদের ক্ষমা আছে, কিন্তু আত্মার বিপক্ষে

* তাহারাই—সন্তানেরাই। বিলযেবুব ভূতের রাজা। লোকে ভূতবিতাড়নার্থ তাহারই স্মরণাগত হয়। প্রভুই যদি ভূতের রাজার সাহায্যে ঐ কার্য্য করিলেন, তবে লোকে করিবে কিরূপে? সুতরাং তাহারা ভূতবিতাড়নে অসমর্থ হইলে, ভূতেরাই তাহাদিগকে অধিকার করিবে।

† By God's spirit—ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা।

‡ যে আমাতে নাই, অর্থাৎ যে আমার ইচ্ছা পরিপূরণ করিয়া আমার আত্মায় মিলিত হইতে না পারে, অপিচ যে আমাকে অনিষ্টকারী বলিয়া মনে করে, সে আমার শত্রু। গীতায় আছে,—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

নিন্দাবাদের ক্ষমা নাই। ৩১ যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহার ক্ষমা আছে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহার ইহলোকেও ক্ষমা নাই, পরলোকেও ক্ষমা নাই। * ৩২ হয় বৃক্ষকে ভাল বল, এবং তাহার ফলকে ভাল বল; কিম্বা বৃক্ষকে মন্দ বল এবং তাহার ফলকে মন্দ বল; কেননা ফলের দ্বারাই বৃক্ষ পরিচিত হয়। ৩৩ রে সর্পের বংশ! তোমরা নিজে যখন মন্দ, তখন সুকথা কি করিয়া কহিবে?

---

* আত্মার—( আত্মময় ভগবানের ) বিপক্ষে নিন্দাবাদের ক্ষমা নাই। কেননা, এ অপবাধ ঐহিক, এবং পরলৌকিক। ইহপরকালব্যাপী অপরাধের ক্ষমা নাই। দয়ার অবতার বলিতেছেন, "যে কেহ মনুষ্যপুত্রের প্রতি অর্থাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করে, তাহারও ক্ষমা আছে, কিন্তু যে পবিত্র আত্মার ( Holy Ghost ) বিপক্ষে কথা কহে, তাহার ক্ষমা নাই। যিশুর ন্যায় দয়াময় শ্রীচৈতন্য বিপক্ষ প্রহারে শোণিতাপ্লুত হইয়াও বলিয়াছিলেন, —

আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়।
মেরেছ, বেশ কোরেছ
তাই বলে কি প্রেম দিব না, আয়॥

ধর্ম্মনিন্দুক ও ঈশ্বরনিন্দুকগণ কর্তৃক ধর্ম্মের নিন্দা, ধর্ম্মের গ্লানিতেই দৈবশক্তির অবতারণ। প্রভু যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবও ঠিক এইরূপ অবস্থাদির যোগেই ঘটিয়াছিল। গীতাশাস্ত্রে,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

O son of Bharata, whenever there is decline of righteousness and uprising of righteousness, then I project myself into creation. IV. 7. (Romi, 16-32) Vide M. M. Chatterjee's *The Lord's Lay.*

কেননা, হৃদয় যাহাতে পূর্ণ থাকে, মুখ তাহাই কহে। ৩৪ সুলোকে সুভাণ্ডার হইতে সুফলই বাহির করেন, এবং কুলোকে কুভাণ্ডার হইতে কুফলই বাহির করিয়া থাকে। ৩৫ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মানুষে যত অনর্থক কথা কহে, সেই বিচারদিনে তাহার হিসাব দিতে হইবে। ৩৬ কেননা, বাক্যেই তোমরা যাথার্থিকৃত এবং বাক্যেই তোমরা দোষদুষ্ট হইবে।” ৩৭

অনন্তর কোন কোনও ধর্ম্মধ্বজী ও ফারিসিগণ তাঁহার এই বাক্যে উত্তর করিয়া কহিল, “গুরু! আমরা আপনার নিকট হইতে কোনও অভিজ্ঞান দর্শনে ইচ্ছা করি।”* ৩৮ তদুত্তরে যিশু কহিলেন, “অসাধু এবং ব্যভিচারীর বংশই অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু দৈববক্তা যোনার অভিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোনও অভিজ্ঞান প্রদত্ত হইবে না। ৩৯ কেননা, যোনা যেমন তিনদিন ত্রিরাত্রি তীমি-মৎস্যের উদরে ছিলেন, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রও তিন-দিন তিনরাত্রি এই পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন। ৪০ নীনিভার লোক বিচারদিনে উঠিয়া এই বংশের

---

* ফারিসীদিগের সংশয় এখনও ঘুচে নাই; তাই প্রভুর লোকাতীত কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছে; নিজের ধারণা সংকীর্ণ, তাই প্রভুর নিকট কোনও একটী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিতেছে। প্রভু ইহাতে সম্মতি দিলেন না কেন? সংশয় থাকিতে ত সিদ্ধ মিলে না! ফারিসীদিগের সন্দেহ এখনও ঘুচে নাই, তাই আপত্তি।

সহিত দণ্ডায়মান হইবে এবং বর্ত্তমানকালের এই সকল লোকদিগকে দোষী করিবে; কেননা, যোনার উপদেশবাক্য শ্রবণে তাহারা মনঃ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু দেখ যোনা অপেক্ষা মহান্ একব্যক্তি এইখানে আছেন। ৪১ সেই বিচার-কালে দক্ষিণের রাজ্ঞী * এই বংশের সহিত উত্থান করিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা, তিনি পৃথিবীর সীমান্ত হইতে শলোমনের জ্ঞানগাথা শ্রবণার্থ সমাগত হইয়াছিলেন; কিন্তু দেখ, শলোমন অপেক্ষা মহান্ একব্যক্তি এইস্থলে আছেন। ৪২ অশুচি আত্মা যখন মনুষ্য হইতে বহি-র্গত হইয়া ( জলশূন্য ) মরু কান্তার দিয়া গমন করে, তখন সে বিশ্রাম প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহা ত পায়-না। ৪৩ তখন সে বলে, আমি যে স্থান হইতে আসি-য়াছি, সেই পথে ফিরিয়া যাই; এবং আসিয়া দেখে, সে গৃহ লোকশূন্য, পরিমার্জ্জিত, সুশোভিত। ৪৪ তখন সে আপনার অপেক্ষাও অসৎ আরও সাতটী আত্মার † সহিত সেই গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বসতি

* A queen of the south. দক্ষিণের রাণী বা দক্ষিণদেশীয় রাজ্ঞী। দক্ষিণ দেশ শিবা ( Sheba, Southern Arabia ) সুতরাং শিবার রাণী, Queen of Sheba

† And taketh with himself seven other spirits—সাতটা ভূতের সহিত। এক দুই করিয়া সাতটা নহে, সাতটা এখানে বহুত্ব প্রকাশক। বাঙ্গালায় 'বার ভূতে পড়িয়া লুটিল',—'পাঁচ ভুতে খাইল' ইত্যাদি নিত্যব্যবহৃত শব্দের "বার ভূত ও পাঁচ ভূত" যেমন মাত্র বহু সংখ্যক অসতের সমবায় বুঝায়, গ্রীক ভাষায় seven spirit ঠিক সেইরূপ।

করিতে থাকে। সেই ব্যক্তির শেষ অবস্থা প্রথম হইতেও শোচনীয়। এই অসৎ বংশের প্রতিও তাহাই ঘটিবে।"৪৫

লোক সাধারণের প্রতি যখন তিনি এই সকল কহিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী এবং ভ্রাতৃগণ সাক্ষাৎ সম্ভাষণের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ৪৬ একব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, "দেখুন, আপনার সহিত সাক্ষাৎসম্ভাষণের জন্য আপনার মাতা ও ভ্রাতৃগণ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।" ৪৭ যিশু তদুত্তরে বলিলেন "আমার মাতাই বা কে? ভ্রাতৃগণই বা কাহারা?" ৪৮ * তিনি তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "আমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ (এই) দেখ।" কেননা যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা সাধন করে, সেই ব্যক্তিই আমার ভ্রাতা, ভগ্নী এবং জননী।"৪৯

* যিশু বলিতেছেন, "কে আমার মাতা, কেই বা ভ্রাতা? বরং যাহারা আমার পিতার অভিপ্রায় প্রতিপালন করে, সেই আমার মাতা, ভগ্নী ও ভ্রাতা। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

নমৃত্যু র্নশঙ্কা নামে জাতিভেদা
পিতা নৈব মে মাতা নৈব জন্মঃ॥

## ত্রয়োদশ কল্প

বীজ এবং বীজবপন কর্ত্তার উপদেশ এবং ব্যাখ্যা -তুলনায় বৃক্ষ--মসীনা বীজ ভাঁজাল গুপ্ত ধনভাণ্ডার—মুক্তা—সমুদ্রজলে বাগুরা বিস্তার এবং খ্রীষ্টকে তাঁহার দেশবাসীরা কেমন তুচ্ছ ভাবে।

সেই দিনই যিশু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং সমুদ্রতীরে উপবেশন করিলেন। ১ তৎসমীপে বহুলোক সমাগত হইলে, তিনি একখানি তরণীর উপর আরোহণ এবং উপবেশন করিলেন; সমাগত লোকসাধারণ সেই সমুদ্রতীরে দণ্ডায়মান রহিল। ২ তিনি দৃষ্টান্ত সহযোগে বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ, বীজবপনকারী বপন করিতে গমন করিল; ৩ এবং সে যেমন বপন করিতে লাগিল, অমনি কিয়দংশ বীজ পথিপার্শ্বে পতিত হইল,—পক্ষিগণ আসিয়া তাহা ভোজন করিল; ৪ কিয়দংশ প্রচুর মৃত্তিকাপরিশূন্য প্রস্তরময় ভূমিতে পতিত হইল, গভীর মৃত্তিকা অভাবে অবিলম্বে ঊর্দ্ধদিকে অঙ্কুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, ৫ এবং যেমন সূর্য্য উদিত হইল, অমনি তাহা দগ্ধ হইয়া গেল; কেননা অঙ্কুরের মূল ( ভূমিতে ত ) বসে নাই। ৬ কিয়দংশ বীজ কণ্টক বনে নিপতিত হইল, কণ্টক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অঙ্কুর সকল

সঙ্কুচিত করিয়া দিল; ৭ অবশিষ্ট অংশ উর্ব্বরা ভূমিতে নিপতিত হইয়া ত্রিংশৎগুণ ষষ্ঠিগুণ এবং কোথাও বা শতগুণ ফল প্রদান করিল। ৮ যাহার কর্ণ আছে, সে এই সকল ( বাক্য ) শ্রবণ করুক।”৯

শিষ্য সম্প্রদায় সমাগত হইল, এবং তাঁহাকে কহিতে লাগিল, “ইহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন বুঝাইতেছেন ?” ১০ যিশু তদুত্তরে বলিলেন, “তোমাদিগের নিকট স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের নিকট ত তাহা করা হয় নাই ? ১১ কেননা যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে এবং তাহা হইলেই তাহার প্রচুর হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যদি কিছু থাকে, তাহাও পুনঃ গৃহীত হইবে। ১২ * এই জন্যই ইহাদিগকেই দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছি; বিশেষতঃ ইহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, এবং কিছুই বুঝিতে পারে না। ১৩ ইসাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী

* যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া হইবে, এবং তাহাতে তাহার প্রচুর হইবে। এ কোন্ দ্রব্যের প্রসঙ্গ ? জ্ঞানের। যাহার জ্ঞান আছে, তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিবার শক্তি যাহার আছে, তাহাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদত্ত হইবে, তাহা হইলে তাহার প্রচুর রূপেই জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে; আর যাহার নাই, অর্থাৎ তাঁহার উপদেশ শ্রবণের এবং তাৎপর্য্য গ্রহণের শক্তি যাহার নাই, তাহার জন্মাবচ্ছিন্নপ্রাপ্ত জ্ঞান অসংস্কৃত, এবং সংস্কার মলিনতা প্রাপ্ত, সুতরাং সেই অপরিশুদ্ধ সংকীর্ণ জ্ঞান নষ্ট হইবে। তাহার জন্মগ্রহণের সহিত যে স্বভাবপ্রদত্ত জ্ঞান, তাহা পুনঃগৃহীত হইবে।

ইহাদিগের প্রতিই ফলপ্রসূ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

তোমরা কর্ণে শ্রবণ করিবে, কিন্তু কিছুই জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না; তোমরা নেত্রদ্বারা দর্শন করিবে, কিন্তু কিছুই অনুভব করিতে পারিবে না, ১৪ * কেননা, ইহাদের অন্তঃকরণ স্থূল;—পাছে তাহারা নেত্র দ্বারা অনুভব করে, কর্ণে শ্রবণ করে, অন্তঃকরণ দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া আবার ফিরিয়া আইসে, এবং পাছে আমি ইহাদিগকে নিরাময় করি, এইজন্য কর্ণ বধির ও নেত্র নিমীলিত করিয়াছে। ১৫

তোমাদিগের চক্ষুকর্ণ ধন্য, কেননা তোমরা দেখিতে ও শুনিতে পাও। ১৬ আমি তোমা-

* কেননা জ্ঞান যাহা, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অন্তরের বিষয়। যে সকল বিষয় বাহ্য ইন্দ্রিয়পথে মাত্র প্রতিভাত হয়, কিন্তু মনের সহিত সেই ইন্দ্রিয়পথাগত বস্তুর পরিচয় না হয়, তাহা নিষ্ফল। মনের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়ব্যাপার সংযুক্ত না হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ ঘটে না; সুতরাং দেখা না দেখা, শোনা না শোনা, একই কথা। গীতায়,—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

For one whose heart is not at rest, there is no spiritual knowledge: for him whose heart is not at rest, there is no joyous aspiration towards spiritual illumination; and not for the unaspiring is peace, and for one without peace where is happiness? 11—66.

The senses and organs being activity, whichever, the hearts follows, the same snatches away his knowledge, as wind the boat on the water. 11—67. *The Lord's Lay.*

দিগকে নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি যে, তোমরা যাহা দেখিতেছ, অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধাৰ্ম্মিক লোক ইচ্ছা করিয়াও তাহা দেখিতে পান নাই; এবং তোমরা যাহা শ্রবণ করিতেছ, তাহা অনেক ইচ্ছা করিয়াও শুনিতে পান নাই। ১৭ অতঃপর তোমরা সেই বীজবপনকারীর দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। ১৮ যখন কেহ রাজ্যের কথা শ্রবণ করিয়াও তাহা বুঝিতে না পারে; তখন সেই সয়তান সমাগত হইয়া তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে যে বাক্যবীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহা হরণ করিয়া লইয়া যায়। এই ব্যক্তিই পথিপার্শ্ব-বপিত বীজ। ১৯ আর যে ঐ কথা শ্রবণ মাত্র আহ্লাদ সহকারে তাহা গ্রহণ করে, ২০ কিন্তু আপনাতে মূল না থাকায় অল্পস্থায়ী হয়; অপিচ ঐ বাক্যের জন্য উৎপীড়ন ও ক্লেশ উপস্থিত হইলেই বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়, সেইই প্রস্তরশঙ্কুল প্রদেশে বপিত বীজ; ২১ সেই বাক্য শ্রবণ করিলেও যাহা সংসার ও ঐশ্বর্য্যের মায়ায় কার্য্যকারী হইতে পায় না; তাহাই কণ্টবনে রোপিত; ২২ এবং যখন এই বাক্যবীজ হৃদয়ঙ্গম হয়, তখনই সেই উৰ্ব্বরা হৃদয়ে বপিত বীজ ফলবান হইয়া ত্রিংশ, ষষ্ঠি বা শতগুণে ফলোৎপাদন করিয়া থাকে।”২৩

তিনি অন্য একটী দৃষ্টান্ত তাহাদিগের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “যে ব্যক্তি ভূমিতে উৎকৃষ্ট বীজ বপন করে, স্বর্গরাজ্য তাহারই সদৃশ; ২৪ কিন্তু

মানব যখন নিদ্রা যায়, তখন তাহার শত্রু সমাগত হয় এবং গোধূমবপিত ভূমিতে শ্যামাবীজ বপন করিয়া প্রস্থান করে। ২৫ যখন শস্যশীর্ষ উদ্গাত এবং ফলধারণ করে, তখনই সেই শ্যামা ঘাস দেখা যায়। ২৬ তখন ভৃত্যেরা গৃহস্বামী নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়, আপনার ভূমিতে আপনি কি সুবীজ বপন করেন নাই? নতুবা শ্যামা ঘাস জন্মিল কিরূপে?' ২৭ গৃহস্বামী তখন তাহাদিগকে বলিলেন, 'কোনও শত্রু এ কার্য্য করিয়া থাকিবে।' ভৃত্যেরা তাঁহাকে বলিল 'অতঃপর আমরা ঐ সকল শ্যামা উৎপাটিত করিয়া এক স্থানে স্তূপ করি, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?" ২৮ গৃহস্বামী বলিলেন, "না; তোমরা শ্যামাঘাস একত্র করিতে গিয়া তৎসহ গোধুমও উৎপাটিত করিতে পার; ২৯ এখন উভয়কেই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দাও, পরে শষ্যচ্ছেদনের সময়, প্রথমে শ্যামা ঘাস দগ্ধ করিবার জন্য একত্রিত করিতে এবং গোধুম সকল আমার শস্য গোলকে উঠাইয়া রাখিতে, আমি শষ্যচ্ছেদকগণকে আদেশ দিব।" ৩০

তাহাদিগের সম্মুখে আরও একটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া যিশু বলিতে লাগিলেন, "স্বর্গরাজ্য একটী সর্ষপবীজ সদৃশ; কেননা কোনও লোক ঐ সর্ষপ তাহার (হৃদয়) ক্ষেত্রে বপন করিল। ৩১

বাস্তবিক এই বীজ অন্যান্য বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তখন ইহা সকল শস্য অপেক্ষা বৃহৎ এবং বৃক্ষাকারে পরিণত হইল এবং আকাশচর পক্ষী সকল আসিয়া তাহার শাখায় বাসা বাঁধিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।”৩২ *

তিনি তাহাদিগকে আরও একটী দৃষ্টান্ত বলিলেন, “স্বর্গরাজ্য খমিরবৎ; † কোনও স্ত্রীলোক উহাতে তিনগুণ গোধুম মিশ্রিত করিয়া রাখিলেও তাহা খমিরই থাকে।” ৩৩

এই সমস্ত বাক্য, যিশু দৃষ্টান্তযোগে লোক-সাধারণের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তিনি দৃষ্টান্ত ব্যতীত কোনও বাক্যই তাহাদিগকে বলেন নাই। ৩৪ ইহাতে ভবিষ্যদ্বক্তার কথিত প্রবচন সিদ্ধ হইল। উক্ত হইয়াছিল,—

আমি দৃষ্টান্ত সহযোগে সকল কথা কহিব, এবং জগতের ভিত্তিসংস্থাপন হইতে যে সকল বিষয় গুহ্য আছে, তাহা পরিব্যক্ত করিব। ৩৫

তদনন্তর লোকসাধারণকে বিদায় দিয়া যিশু

* সর্ষপ বীজ। সর্ষপ ভারতবর্ষীয় সর্ষপ নহে। ঐ প্রকার ক্ষুদ্রবীজবিশিষ্ট কোনও তরু। ইউরোপীয় উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মতে, KHARDAL, the SALVADORA PARSICA. Dr Royle তাঁহার TREATISE ON THE MUSTARD TREE OF SCRIPTURE নামক গ্রন্থে বলেন, এই বৃক্ষ দীর্ঘে ২৫ ফিট। সিরিয়াবাসীরা ইহাকে “খড়দল” বলে।

†. Leaven—খমির। জিলাবীর খামী—দধির সাঁজা।—এ বস্তু পণ্য বস্তুকে নষ্ট করিয়া আপনার অবস্থায় সমানীত করে. দধি যেমন তাহার শত সহস্র গুণ দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলেও সমস্তই দধি হইয়া যায়, এই উদাহরণও তদ্রূপ।

গৃহমধ্যে গমন করিলে, তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় সমাগত হইয়া নিবেদন করিল, "ক্ষেত্রস্থ শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তটী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।" ৩৬ তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "যিনি সুবীজ বপন করেন, তিনিই মনুষ্যপুত্র, ৩৭ এইজগতই শস্যক্ষেত্র, রাজ্যের সন্তানগণই সুবীজ, এবং সয়তানের সন্তানগণই শ্যামা ঘাস। ৩৮ যে শত্রু শ্যামাবীজ বপন করিয়াছিল, সে সয়তান; যুগান্ত, শস্যচ্ছেদনের কাল, এবং স্বর্গদূত গণই শস্যচ্ছেদক। ৩৯ শ্যামাঘাস একত্র স্তূপাকার করিয়া যেমন অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করা গিয়া থাকে, জগতের শেষেও তদ্রূপই হইবে। ৪০ মনুষ্যপুত্র তাঁহার স্বর্গদূতগণকে প্রেরণ করিবেন; এবং তাহারা সমাগত হইয়া তাঁহার রাজ্যের বিঘ্ন সকল এবং অধার্ম্মিকগণকে ৪১ একত্রিত করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। সেই স্থানে তখন কেবল রোদন ও দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ হইতে থাকিবে, ৪২ এবং ধার্ম্মিকগণ তখন আপনাদিগের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইবেন। যাহার শ্রবণ শক্তি আছে, সে (এ সকল কথা) শ্রবণ করুক। ৪৩

"স্বর্গরাজ্য ভূগর্ভপ্রোথিত ধনস্থালীর ন্যায়। যে কোনও ব্যক্তি ইহার অনুসন্ধান পাইলে গোপন করে, এবং পরমানন্দে আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ভূমি ক্রয় করে। ৪৪

"অপিচ, স্বর্গরাজ্য সুমুক্তার অন্বেষণকারী

এমন এক বণিক সদৃশ, ৪৫ যে একটী মহামূল্য মুক্তার অনুসন্ধান পাইলেই, তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে। ৪৬

"পুনশ্চ, স্বর্গরাজ্য সমুদ্র বিস্তৃত সর্ব্বগ্রাহী জাল সদৃশ। ৪৭ এই জাল পূর্ণ হইলে, ধীবরেরা তীরে তুলিল, এবং উপবেশন করিয়া, তাহা হইতে যাহা উত্তম, তাহা একত্রিত করিয়া নৌকায় রাখিল ; এবং মন্দ যাহা, তাহা ফেলিয়া দিল। ৪৮ জগতের শেষেও ঠিক এই প্রকার ঘটিবে। (ঐ সময়) স্বর্গদূত সমাগত হইবে, এবং অধার্ম্মিকদিগের মধ্য হইতে ধার্ম্মিকগণকে বাছিয়া লইয়া, ৪৯ অধার্ম্মিকদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। সেই স্থানে তখন কেবল রোদন ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতে থাকিবে। ৫০

"তোমরা এ সকল বুঝিতে পারিয়াছ ত?" শিষ্যগণ বলিল, "হাঁ." ৫১ তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "সেই জন্যই প্রত্যেক শাস্ত্রাধ্যাপক, যে স্বর্গরাজ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, সে এমন কোনও গৃহস্বামী তুল্য ; যে আপনার ধনভাণ্ডার হইতে নূতন ও পুরাতন বস্তু বাহির করে।" ৫২

তদনন্তর এই সকল দৃষ্টান্ত সংযোগে উপদেশ পরিসমাপ্ত করিয়া, যিশু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ; ৫৩ এবং স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া, তথাকার ধর্ম্মশালায় এমন উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন যে, তথাকার লোক সকল বিস্ময়াপ্লুত হইয়া

কহিতে লাগিল, "ইনি এমন জ্ঞান এবং এই সকল লোকাতীত শক্তি কোথা হইতে পাইলেন ? ৫৪ ইনি কি সেই সূত্রধর পুত্র নহেন ? ইহাঁর মাতার নামই না মেরী ? জেমস্, যোসেফ, সিমন এবং যোডস্, ইহাঁর ভ্রাতৃগণ ৫৫ এবং ভগ্নিগণ, সকলে না আমাদের এইখানেই আছেন ? তবে ইনি এ সকল কোথা হইতে পাইলেন ?" ৫৬ ( এতদালোচনায় ) তাহারা মনে মনে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইল ; কিন্তু যিশু তাহাদিগকে কহিলেন, "স্বদেশ এবং স্ববংশ ব্যতীত ভবিষ্যদ্বক্তা আর কুত্রাপিও অসম্মানিত হন না।" ৫৭ ইহাদিগের অবিশ্বাস দর্শনে, তিনি তথায় আর অধিক অলৌকিক কার্য্য করিলেন না। ৫৮

## চতুর্দ্দশ কল্প

খ্রীষ্ট সম্বন্ধে হিরোড রাজার অভিপ্রায় ধর্ম্মাচার্য্য জনের শিরশ্ছেদ এবং তাহার কারণ, যিশুর প্রান্তরে গমন সেই স্থানে পাঁচখানি রুটী ও দুইটী মৎস্য দ্বারা পঞ্চ সহস্র ব্যক্তিকে আহার দান সমুদ্র দিয়া তাহার শিষ্যগণের নিকট গমন—জেন্নেসারেতে * অবতরণ- তাঁহার পরিবেষের একাংশ স্পর্শে পীড়া-প্রতিষেধ।

---

এই সময়ে হিরোড নৃপতি যিশু সম্বন্ধীয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া, ১ অনুচরবর্গকে কহিলেন, "ইনিই ধর্ম্মাচার্য্য জন। তিনি মৃতদিগের মধ্য হইতে গাত্রো-

---

* Gennesaret—জেন্নেসারেৎ।

ত্থান করিয়াছেন বলিয়াই, এই সকল ( লোকাতীত ) শক্তি তাঁহাতে কার্য্যকরী হইতেছে।” ২ হিরোড আপনার ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হিরোদীয়ার অনুরোধেই, জনকে ধৃত এবং বন্ধনপূর্ব্বক কারাবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেননা, হিরোডকে জন বলিয়াছিলেন যে, “হিরোদীয়াকে গ্রহণ করা আপনার পক্ষে বিধিসঙ্গত নহে।” ৪ হিরোড, জনকে হত্যা করিতে বাসনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লোকসাধারণের ভয়ে তিনি তাহা পারেন নাই ; কেননা, লোকে তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া গণনা করিত। ৫ * পরে যখন হিরোডের জন্মোৎসব আসিল, তখন হিরোদীয়ার কন্যা † সভা মধ্যে নৃত্য ‡ করিয়া হিরোডকে সন্তুষ্ট

* হিরোড সর্ব্বপ্রথমে আরবের রাজা আমীর অরেতার (ARETAS) কন্যাকে বিবাহ করেন : পরে প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতেই ভ্রাতৃবধূ হিরোদীয়ার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভ করিতে প্রয়াসী হন। হিরোদীয়ারও রাজরাণী হইবার বাসনা ছিল। জন এই অবৈধ ক্রিয়ায় বাধা দিয়াই, রাজা ও হিরোদীয়ার বিরাগভাজন হন, এবং আত্মপ্রাণ বিপন্ন করেন। ইহুদিদিগের মধ্যে অতি অদ্ভুত এবং অতি ঘৃণিত বৈবাহিক বিধান এইস্থানে দেখা যায়। হিরোদীয়া, হিরোড দি গ্রেটের পৌত্রী। হিরোদীয়ার স্বামী সুতরাং তাহার পিতৃব্য। সে এক্ষণে আর এক পিতৃব্যের প্রণয়লুব্ধা !

† ইহার নাম সলোমী। ইনিও প্রথমে পিতৃব্য-পরিণীতা এবং পরিশেষে হিরোড-দি গ্রেটের অন্যতম পুত্র অরিষ্টবুলস্ ( ARISTOBULUS ) কর্ত্তৃক (এবারও পিতৃব্য !! ) দ্বিতীয়বার পরিগৃহীতা হন।

‡ নৃত্য। হোরস ( HORACE ) বলেন, কোনও হাস্যজনক নৃত্য। ভ্রাতুষ্পুত্রীর তাদৃশ কৌতুকজনক নৃত্যদর্শনে হিরোড রাজা মোহিত হইলেন ;

করিল। ৬ তাহাতে রাজা সপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন, সে যাহা প্রার্থনা করিবে, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিবেন। ৭ তখন সে তাহার মাতার উপদেশানুসারে বলিল, "মহারাজ! ধর্ম্মাচার্য্য জনের * ছিন্নশির একখানি থালায় করিয়া আমাকে এই (সভাতলেই) প্রদান করুন।" ৮ রাজা দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু (আত্মকৃত) অঙ্গীকারের অনুরোধে, এবং যাহারা তাঁহার সহিত একত্রে ভোজনে বসিয়াছিল তাহাদিগের ভয়ে, তিনি জনের মুণ্ডপ্রদানে আদেশ দান করিলেন। ৯ তিনি কারাগারে † লোক প্রেরণ করিয়া জনের শির শ্চেদন করাইলেন, ১০ এবং সেই ছিন্নশির থালায় করিয়া নীত হইলে, তাহা ঐ কুমারীকে প্রদত্ত হইল। ঐ ছিন্নশির, সে তাহার মাতার নিকট আনিলে পর, ১১ জনের শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার দেহ গ্রহণ এবং সমাধিস্থ করিয়া, যিশুর নিকট এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল। ১২

পুরস্কার দিলেন, সাধুশ্রেষ্ঠ জনের মস্তক।

Extravagantly pleased, the tyrant cried,
Whate'er she asked she should not be denied. *S. Wesly, Sen.*

* John the Baptist.

† এই কারাগার পেরিয়ার অন্তর্গত মেকিরস্ (at Machærus, in Peræa.) নামক স্থানে। এই মেকিরসে (এখনকার নাম M'KHAUR) আজিও ঐ কারাগারের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়।

তখন যিশু এই সমস্ত ব্যাপার * শ্রবণ করিয়া নৌকারোহণে তথা হইতে গোপনে এক প্রান্তরে † প্রস্থান করিলেন। লোকসাধারণও তাঁহার প্রস্থান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নগর হইতে পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিল। ১৩ তিনি আসিয়া ঐ লোকারণ্য দর্শন করিলেন, এবং করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে নিরাময় করিলেন। ১৪ সায়ংকালে ‡ শিষ্যগণ তৎ-সমীপে সমাগত হইয়া নিবেদন করিল, "ইহা প্রান্তর, বেলাও গিয়াছে; (অতএব) লোক সকলকে বিদায় করুন। উহারা যেন গ্রামে গ্রামে গিয়া আপন আপন খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। ১৫ যিশু তাহা-দিগকে বলিলেন, "ইহাদের এখান হইতে চলিয়া যাইবার কোনও আবশ্যক নাই; তোমরা উহা-দিগকে ভোজন করাও।" ১৬ শিষ্যেরা তাঁহাকে

* এই সকল ব্যাপার; ইহা জনের নিধন বা হিরোডকৃত অবৈধ ব্যাপার নহে। হিরোড বলিয়াছেন, যিশুই জন, অর্থাৎ যিশুই জনের সমাধি হইতে উঠিয়াছেন, এই ব্যাপার।

† এই প্রান্তর টাইবর (Tiberias) নদীর উত্তর পূর্ব্ব, এবং জুলান (Jaulan) প্রদেশের অন্তর্গত। ইহা হিরোডের অধিকার নহে, এই জন্য যিশু গোপনে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

‡ হিন্দুদিগের যেমন প্রাতরাদি চারি সন্ধ্যা, মুসলমানদের যেমন পাঁচ ওক্ত, ইহুদিদিগের তেমনই দুই সন্ধ্যা। প্রথমসন্ধ্যা দিবসের নবম হোরায়, অর্থাৎ বেলা ৩টার সময়; আর দ্বিতীয় সন্ধ্যা সূর্য্যাস্তকালে। টীকাকার রেঃ ক্বার বলেন, এস্থলে প্রথম সন্ধ্যাই উপলক্ষিত।

বলিল, "এখানে আমাদিগের নিকটে মাত্র পাঁচ খানি রুটী ও দুইটী মৎস্য আছে।" ১৭ তিনি বলিলেন, "তাহাই এখানে আমার নিকট লইয়া আইস।" ১৮ যিশু তখন ঐ লোকসাধারণকে ঘাসের উপর উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন, * এবং সেই পাঁচ খানি রুটী ও মৎস্য দুইটী গ্রহণ করিয়া, স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ( ভগবানকে ) ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; পরে রুটী ও মৎস্য ছিঁড়িয়া শিষ্যগণের হস্তে প্রদান করিলেন, শিষ্যেরা তাহা লোকসাধারণ মধ্যে পরিবেষণ করিল। ১৯ তাহারা সকলে আহার করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইল এবং ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যখণ্ড সকল দ্বাদশ ডালা পূর্ণ করিয়া রাখিল! ২০ যে সকল লোক আহার করিয়াছিল, স্ত্রী ও বালক ব্যতীত তাহাদিগের সংখ্যা, পাঁচ সহস্র। ২১ †

তদনন্তর, যখন তিনি লোকদিগকে বিদায় করেন, সেই সময় তাঁহার পূর্ব্বেই পর পারে

* সাধু মার্ক বলেন, একশত ও পঞ্চাশজন করিয়া এক এক পংক্তি; সাধু লূক বলেন, পঞ্চাশ জন করিয়া এক এক পংক্তি উপবেশন করিয়াছিল।

† পাচখানি রুটি ও দুইটি মৎস্যে পাঁচ সহস্রেরও অধিক লোক ভোজন, লোকাতীত ঘটনা সন্দেহ নাই; কিন্তু অসম্ভব নহে। ভরদ্বাজ ঋষি কর্তৃক রামের কটক-ভোজন, হনুমানের সীতা-পরীক্ষা, দ্রৌপদীর পাক-খ্যাতি প্রভৃতি ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

গমন করিবার জন্য, তৎক্ষণাৎ শিষ্যগণকে তরণী মধ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন, ২২ এবং লোক সকল বিদায় হইবার পর, তিনি নির্জ্জনে প্রার্থনা করিবার জন্য পর্ব্বতে উঠিলেন। সন্ধ্যা হইল, তখনও তিনি তথায় একাকী। ২৩ নৌকাখানি কিন্তু তখনও সমুদ্র মধ্যে প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহে টলমল করিতেছিল। ২৪ রজনীর চতুর্থ প্রহরে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া (নৌকাস্থ) শিষ্যগণের নিকট গমন করিলেন। ২৫ শিষ্যগণ যখন তাঁহাকে সমুদ্রের উপর দিয়া পদব্রজে আসিতে দেখিল, তখন তাহারা ভীত হইল, এবং "ঐ ভূত রে" বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। ২৬ যিশু তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত কথা কহিলেন; বলিলেন, "সাহসী হও, আমি, ভয় করিও না।" ২৭ পিটর বলিল, "প্রভু! এ যদি আপনি, তবে আমাকে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া আপনার নিকট যাইতে অনুমতি প্রদান করুন।" ২৮ যিশু বলিলেন, "আইস।" পিটর নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া যিশুর নিকট জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিল; ২৯ কিন্তু নদীতরঙ্গ দর্শনে তাহার শঙ্কা হইল, এবং ডুবু ডুবু হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু! রক্ষা কর।" ৩০ যিশু তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন, "রে স্বল্পবিশ্বাসি! সন্দেহ করিলে

কেন ?” ৩১ * পরে যখন তাঁহারা নৌকায় উঠিলেন, তখন বাতাস থামিল। ৩২ যাহারা নৌকায় ছিল, তাহারা যিশুকে প্রণাম করিয়া বলিল, “যথার্থই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।” ৩৩

অতঃপর তাঁহারা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া জেন্নে-সারেতে উপস্থিত হইলেন। ৩৪ যখন ঐ স্থানের লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিল, তখন ঐ প্রদে-শের চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রেরণ করিয়া, পীড়িতগণকে তাঁহার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল ; ৩৫ এবং যাহাতে তাহারা তাঁহার অঙ্গত্রাণের থোপ্‌মাত্র স্পর্শ করিতে পায়, সে জন্য অনুরোধ করিল। যাহারা উহা স্পর্শ করিল, তাহারা সকলেই নিরাময় লাভ করিল। ৩৬

* পিটর অলৌকিকে সন্দিহান হইয়াছিল, নতুবা ঝড় দেখিয়া সে ভয় পাইবে কেন ? সেই সন্দেহেই তাহার জলে নিমজ্জন। কেননা তাহা ত অবিশ্বাসের বস্তু নহে।

## পঞ্চদশ কল্প

আচার্য্য ও ফারিসিগণের ব্যবহার উল্লেখে যিশু কর্তৃক তাহাদিগের ভগবানের আদেশ অবহেলার প্রমাণ প্রদর্শন—বাক্য ও অপবিত্রতা কথন কানন-রমণীর কন্যা এবং বহুস্থান রোগী নিরাময়—স্ত্রীলোক ও বালক ব্যতীত চারি সহস্র লোককে সাত খানি রুটী ও সামান্য মৎস্য সহযোগে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার প্রদান।

তদনন্তর জেরুজিলম হইতে ফারিসী ও আচার্য্যেরা যিশুর নিকট সমাগত হইয়া বলিল, ১ "আপনার শিষ্যেরা পরম্পরাগত *প্রাচীন বিধি সকল অবহেলা করে কেন? তাহারা ত আহার করিবার সময় হস্ত প্রক্ষালন করে না।" ২ যিশু উত্তর করিয়া কহিলেন, "তোমারাই বা পরম্পরাগত প্রাচীন বিধি সকলের জন্য, ভগবানের আদেশ অবহেলা কর কেন? ৩ পিতা মাতাকে ভক্তি কর; যে ব্যক্তি পিতামাতার প্রতি কর্কশবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে, ইহা ভগবানের আদেশ, ৪ কিন্তু তোমরা বল, 'যে ব্যক্তি তাহার পিতাকে অথবা মাতাকে বলে যে, যাহা দ্বারা আমা হইতে তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা (ভগবানের উদ্দেশে)

* ইহাদিগের কোনও ধর্ম্মপুস্তক ছিল না। প্রাচীন কাল হইতে পরম্পরাগত যে সকল সংস্কার, ইহারা বহুমানে সেই সকলেরই অনুসরণ করিত। এ সকল সংস্কার কিরূপ, তাহা ঐ অনুযোগেই প্রকাশ।

উৎসর্গীকৃত হইয়াছে; তাহার পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের আবশ্যক নাই।' ৫ তোমরা এইরূপে আপনাদিগের পরম্পরাগত বিধির জন্য ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাক। ৬ রে কপটিগণ! ইসায়িয়া তোমাদের সম্বন্ধে যথার্থ দৈববাণীই করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—৭

ইহারা ওষ্ঠাধরেই আমার ভক্তি করে মাত্র; কিন্তু ইহাদিগের হৃদয় আমা হইতে বহুদূর। ৮

ইহারা বৃথা আমার আরাধনা করে, * (কেননা) মনুষ্য-কৃত বিধানই ইহারা ধর্ম্মতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করে। ৯

অনন্তর লোকসাধারণকে নিকটে ডাকিয়া যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, "শ্রবণ কর, অনুধাবন কর; ১০ যাহা মুখগহ্বরে প্রবেশ করে, তাহা মনুষ্যকে অশুচি করে না; বরং যাহা মুখবিবর হইতে নিঃসৃত হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে।" ১১ †

But in vain do they worship ME. তাহারা বৃথা আমার আরাধনা করে। ভগবানের বৃথা-আরাধনাকারী সম্বন্ধে, গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি;—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

The worst among men, deluded, workers of evil, bereft of spiritual perception by the illusive power, and resting in demoniac dispositions, do not seek refuge in Me. *Lord's Lay*, 7-15.

† that which proceedeth out of the mouth, this defileth the man. বাক্যেই মনুষ্য অশুচি হয়। এই জন্য বাক্য প্রতিসংহার বিষয়ক উপদেশে গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

তখন শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, “আপনার এই বাক্যে ফারিসীরা যে বিঘ্ন পাইয়াছে, তাহা কি আপনি জ্ঞাত আছেন?” ১২ কিন্তু তিনি তদুত্তরে বলিলেন, “প্রত্যেক বৃক্ষ, যাহা আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক রোপিত হয় নাই, তাহা নির্মূল হইবে। ১৩ উহাদিগের কথা ছাড়িয়া দাও, উহারা অন্ধপথপ্রদর্শক। অন্ধ যদি অন্ধের পথপ্রদর্শক হয়, তাহা হইলে উভয়েই গর্ত্তের মধ্যে নিপতিত হইবে।” ১৪ পিটর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, “আমাদিগকে এই দৃষ্টান্তের অর্থ বুঝাইয়া দিউন।” ১৫ যিশু বলিলেন, “তোমরা কি এখনও অজ্ঞান আছ? ১৬ তোমরা কি ইহা বুঝ না যে, যাহা মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা ক্রমে উদরে প্রবেশ করে এবং পরিশেষে বহিঃনিসৃত হইয়া যায়; ১৭ কিন্তু যাহা মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহা হৃদয় হইতে আইসে, এবং তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করিয়া থাকে? ১৮ কেননা, অসাধু কল্পনা, হত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাসক্তি, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদিন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥

Others sacrifice the senses, begining with hearing, in the fire of restraint. Others sacrifice sound and other objects of sense, in the fire of sense. M. M. Chatterjee's *Lord's Lay*, 4-26

এই অধ্যায়েরই ১৭শ ও ১৮শ শ্লোকে প্রভু স্বয়ংই ইহার তাৎপর্য্য উল্লেখ করিয়াছেন।

এবং নিন্দা ; এ সকল হৃদয় হইতেই উদ্ভূত হয়, ১৯ এবং এই সকলের দ্বারাই মনুষ্য অশুচি হয় ; পরন্তু অধৌত হস্তে ভোজন করিলে মানুষ (কখনও) অশুচি হয় না।" ২০

অনন্তর যিশু তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া টায়র ও সিদন নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ২১ তখন একটী কানানীবংশীয়া রমণী ঐ সীমা হইতে আসিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হে প্রভু! হে ডেভিডের তনয়! আমার প্রতি দয়া কর। আমার তনয়া ভূতসংবিষ্ট হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" ২২ * যিশু কিন্তু কোনও উত্তরই দিলেন না। তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় সমাগত হইয়া, তাঁহাকে (সনির্ব্বন্ধে) কহিল "ইহাকে বিদায় করুন ; কেননা, আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে।" ২৩ তখন যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি ইস্রায়েল-কুলের (পথ) হারাণ মেষ সকল ব্যতীত, অন্য কাহারও নিকট প্রেরিত হই নাই।" ২৪ সেই রমণী (পুনরায়) আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রভু! আমার সহায় হও।" ২৫ তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "বালকদিগের খাদ্য কুকুরের সম্মুখে

* Canaanitish woman. কানানী-বংশীয়া রমণী ; ইহার নাম যস্তা (Justa). ঐ বংশ সিরিয়-ফিনিসীয় বংশের শাখা।

নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।” ২৬ তাহাতে রমণী কহিল, “হাঁ প্রভু! কিন্তু কুকুরেরা ত প্রভুর খাদ্যাধার হইতে পতিত খাদ্যের গুঁড়া গাঁড়া ভোজন করিয়া থাকে।” ২৭ অতঃপর যিশু কহিলেন, “নারি! তোমার বিশ্বাস মহান্। তোমার বাসনা পূর্ণ হউক।” তৎক্ষণাৎ তাহার কন্যা নিরাময় হইল। ২৮

তদনন্তর যিশু তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা, গালিলী প্রদেশের সমুদ্রতীরে উপনীত, এবং শৈলোপরি আরোহণ করিয়া, তথায় উপবিষ্ট হইলেন। ২৯ তখন অগণ্য লোক, খঞ্জ, অন্ধ, মূক, অঙ্গহীন এবং নানাবিধ পীড়িত লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া তথায় সমাগত হইল এবং পীড়িতদিগকে তাঁহার চরণতলে ফেলিয়া রাখিল; তিনি তাহাদিগকেও নিরাময় করিলেন। ৩০ বোবা কথা কহিতেছে, অঙ্গহীন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইতেছে, খঞ্জ ভ্রমণ করিতেছে, এবং অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইতেছে; লোক সাধারণ যখন এই সকল ব্যাপার দর্শন করিল, তখন তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ৩১

তদনন্তর যিশু শিষ্যসম্প্রদায়কে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, “এই সকল লোকসাধারণের প্রতি আমার করুণা হইতেছে। কেননা, ইহারা ক্রমাগত তিনদিন কাল আমার সঙ্গে আছে; সঙ্গেও খাদ্যদ্রব্য নাই। আমি ইহাদিগকে অনা-

হারে যাইতে দিব না; কি জানি, পাছে ইহারা পথিমধ্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে!” ৩২ শিষ্যেরা উত্তর করিল, “এই প্রান্তরমধ্যে তত রুটী আমরা কোথায় পাইব, যাহাতে এত লোকের পরিতোষ হইতে পারে?” ৩৩ যিশু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের কাছে কখানি রুটী আছে?” শিষ্যেরা বলিল, “সাত খানি, আর ছোট ছোট কয়েকটী মৎস্য।” ৩৪ তখন তিনি লোক সকলকে ভূমি-আসনে উপবেশন করিতে আদেশ দিলেন; ৩৫ এবং সেই সাতখানি রুটী ও কয়েকটী মাত্র মৎস্য গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক, তাহা ভাঙ্গিয়া শিষ্যগণকে প্রদান করিলেন, শিষ্যেরা লোক সকলকে উহা পরিবেষণ করিল। ৩৬ তাহারা সকলে উহা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল এবং পরিত্যক্ত গুঁড়া গাঁড়ায় সাতটী ঝুড়ি পূর্ণ করিল। ৩৭ যাহারা ভোজন করিয়াছিল, শিশু ও স্ত্রীলোক ছাড়া তাহাদিগের সংখ্যা চারি সহস্র। ৩৮ তদনন্তর যিশু লোকসাধারণকে বিদায় দিয়া নৌকা-যোগে মগাদনের সীমায় সমাগত হইলেন। ৩৯

---

## ষোড়শ কল্প

ফারিসিগণের চিহ্ন প্রার্থনা—খমির সম্বন্ধে ফারিসী ও সাদ্দুকীদিগের প্রতি যিশুর শিষ্যগণের সতর্কতা—খ্রীষ্ট সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিব্যক্তি— যিশু সম্বন্ধে পিটরের অঙ্গীকার—যিশু কর্ত্তৃক তাঁহার মৃত্যু-ইচ্ছা বর্ণনা—তাহা হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পিটরকে নিষেধ, এবং যাহারা ক্রশ লইয়া তাঁহার অনুগামী হইবে, তাহাদিগের প্রতি যিশুর সদুপদেশ।

---

তদনন্তর ফারিসী ও সাদ্দুকীরা আসিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে কোনও স্বর্গীয় অভিজ্ঞান* প্রদর্শন করিতে বলিল। ১ যিশু তদুত্তরে বলিলেন, "সন্ধ্যাকালে আকাশ লোহিত বর্ণ দেখিয়া তোমরা বলিয়া থাক, পরিষ্কার দিন! ২ আবার প্রভাতে আকাশ ঘোর আলোহিত বর্ণে রঞ্জিত দেখিয়া বলিয়া থাক, আজি ঝড় বহিবে। তোমরা প্রকৃতির অবস্থা বুঝিতে পার, কিন্তু এখনও কালের চিহ্ন বুঝিতে পার না? ৩ † অসাধু এবং ব্যভিচারীর বংশই অভিজ্ঞান অন্বেষণ করে, কিন্তু

---

* Sign from heaven—স্বর্গ হইতে কোনও অভিজ্ঞান।—স্বর্গীয় অভিজ্ঞান; অর্থাৎ লোকাতীত কোনও ক্রিয়া।

† জাগতিক বিষয় পরম্পরা কাল সাপেক্ষ। বিশ্বব্যাপার কালের অধীন। সময় হইলে, সে সময়ের উপযোগী সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হয়। তোমরা আকাশ দেখিয়া ঝড়বৃষ্টির বিষয় বিচারণা কর, কিন্তু কালের অবস্থা দেখিয়া ত সেই নির্দ্দিষ্ট এবং প্রয়োজনীয় কালের আগমন কাল নির্দ্দেশ করিতে পার

যোনা-প্রদর্শিত অভিজ্ঞান ভিন্ন, তাহাদিগকে অন্য কোনও অভিজ্ঞানই প্রদত্ত হইবে না।" এই বলিয়া যিশু তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। ৪

শিষ্যগণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে বিস্মৃত হইয়া পর পারে উপনীত হইলে, ৫ যিশু তাহাদিগকে বলিলেন; "দেখ, ফারিসী ও সাদ্দুকীদিগের খমির * হইতে তোমরা সাবধান হও।"৬ শিষ্যেরা পরস্পর তর্ক করিতে লাগিল এবং বলিল, "আমরা ত রুটী আনি নাই।" ৭† যিশু ইহাদের অভিপ্রায় উপলব্ধি

না? কালকে হিন্দুশাস্ত্রে ভগবান বলিয়া বর্ণনা আছে। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন, —

কালঃ কলয়তামহম্।

"among those that reckon, I am time." *Lord's Lay*, 10-30.

এই কালের সর্ব্বব্যাপিত্ব দর্শনেই অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিয়াছিলেন,—

"নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।"

O Lord of the universe, O universe-formed, neither thy end, nor middle, nor again thy beginning do I see. *Lord's Lay*, 11-16.

ভগবান বলিয়াছেন,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ—

"Time I am, in fulness, the consumer of creatures. 11-16.

* খমির বা খামী। খামীতে নূতন ময়দা দিলে যেমন তাহাও পচিয়া খামী হইয়া যায়, তদ্রূপ বিধর্ম্মীদিগের উপদেশরূপ খামী, যেন তোমাদিগকে নষ্ট না করে।

† শিষ্যেরা ভাবিল, আমরা রুটী আনি নাই, পাছে বিধর্ম্মীদিগের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করি, প্রভু সেই জন্যই হয় ত এ ইঙ্গিত করিতেছেন।

করিয়া বলিলেন, “রে হীনবিশ্বাসীরা! রুটী আন নাই বলিয়া (কেন) পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতেছ?৮ তোমরা এখনও কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, পাঁচ খানি রুটীতে পাঁচ সহস্র লোককে পরিতোষ আহার করাইয়া, কত ঝুড়ি তুলিয়া রাখিয়াছিলে, ৯ এবং সাতখানি রুটিতে চারি সহস্র লোক ভোজন করাইয়াই বা আর কত পাত্র তুলিয়া রাখিয়াছিলে, ইহা কি তোমাদের স্মরণ নাই? ১০ আমি তোমাদিগকে রুটীর কথা বলিতেছি না; ইহাও কি তোমরা বুঝিতে পারিলে না যে, ফারিসী ও সাদ্দূকীদিগের খমীর হইতেই (তোমাদিগকে) সাবধান হইতে বলিতেছি।” ১১ তখন তাহারা বুঝিল যে, ফারিসী ও সাদ্দূকীদিগের সামান্য রুটীর খমীরের কথা বলেন নাই, তিনি তাঁহাদিগের শিক্ষাকেই উপলক্ষ্য করিয়াছেন। ১২

অনন্তর যিশু সিজরিয়-ফিলিপিয়* প্রদেশে সমাগত হইয়া শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মনুষ্য-পুত্র কে? লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি বলে?” ১৩ † শিষ্যেরা বলিল, “কেহ বলে, ধর্ম্মগুরু জন; কেহ

* Cæsarea-Philippi—ইহুদি রাজ্যের উত্তর সীমান্ত প্রদেশীয় প্রাচীন নগরী। হিরোড ফিলিপ এই নগরীর জীর্ণ সংস্কার করিয়া স্বীয় নামে ইহার নামকরণ করেন। ইহা জর্ডন তীরে স্থাপিত।

† Who do men say that the Son of man is? পুরাতন পাঠে আছে, whom do men say that I the Son of man am? আমিই যে মনুষ্যপুত্র, ইহা কি লোকে বলে?

ইলিজা; কেহ জেরেমিয়া এবং কেহ বা অন্য ভবিষ্যদ্বক্তার নাম করে।" ১৪ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "আমি কে, (এ সম্বন্ধে) তোমরা কি বল?" ১৫ সিমন-পিটর তদুত্তরে বলিল, "আপনি খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।" ১৬ * তখন যিশু তাহাকে বলিলেন "সিমন-বার্জ্জণা! † তুমি ধন্য। কেননা, রক্ত মাংস দ্বারা ইহা তোমার নিকট সপ্রকাশিত হয় নাই, আমার স্বর্গস্থ পিতাই ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৭ আমি তোমাকে আরও বলি যে, তুমি পিটর, ‡ এই (পিটর-) প্রস্তরের উপর আমি

* The son of the living God. জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। এই জীবন্ত শব্দ, কেবল জন, ইলিজা ও জেরেমিয়া হইতে তাঁহাকে বিশেষ করিবার জন্যই উক্ত।

† Simon Barjonah, or Simon Bar-Jona. যোনার পুত্র সিমন। Bar শব্দে পুত্র।

‡ Peter নামও বটে, পর্ব্বতও বটে। প্রভু একদিকে পিটরে অর্থাৎ পর্ব্বতে ধর্ম্ম-মণ্ডলীর* প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিতেছেন, অন্যদিকে পিটরকে পিটর অর্থাৎ পর্ব্বতবৎ স্থির ধীরাদি গুণ সম্পন্ন হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। এ শ্লোকটী দ্ব্যর্থ। পিটরকে যেন বলিতেছেন,—That thou art Peter; the name which I formerly gave thee is really and admirably significant. Thou art solid, firm, *durable and strong.* Thou art fit to occupy an important place at the very basis of the mighty structure, which I have come to erect upon the earth, মোটের উপর সহিষ্ণু, ধীর, স্থায়ী এবং দৃঢ় হইলেই সেই স্থানে ধর্ম্মমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; সুতরাং সেই পর্ব্বত-পিটর বা মনুষ্য-পিটরই হৃদয়ে ধর্ম্ম ধারণে সমর্থ হয়। গীতাতেও আছে,—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

O best of men, the man who is equal in pleasure and pain (সহিষ্ণু solid) is

* Church, এই নাম এই প্রথম উচ্চারণ। Synagogue এর নাম পরিবর্ত্তনের এই প্রথম সূত্র।—এ চার্চ্চ ধর্ম্মমন্দির নহে, ধার্ম্মিকগণের সমবেত মণ্ডলী। ধর্ম্মমণ্ডলী।

আমার ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিব, এবং নরকের সিংহদ্বার * কখনই ইহার বিরুদ্ধে প্রবল হইতে পারিবে না। ১৮ আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি প্রদান করিব, † তদ্দ্বারা তুমি ইহজগতে যাহা কিছু রোধ করিবে, স্বর্গেও তাহা নিরোধ হইবে এবং ইহলোকে যাহা উন্মোচন করিবে, স্বর্গেও তাহা উন্মুক্ত হইবে।" ১৯ অতঃপর তিনিই যে খ্রীষ্ট, একথা লোকসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে শিষ্যগণকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। ২০

সেই সময় হইতেই যিশু, তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের সম্মুখে, তাঁহাকে জেরুজিলমে যাইতেই হইবে, প্রাচীন, প্রধানপুরোহিত এবং আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিবিধ যাতনা ভোগ করিতেই হইবে, নিহত হইতেই হইবে এবং (পরিশেষে) তৃতীয় দিনে উত্থান করিতেই হইবে, এই সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২১ পিটর তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া অনুযোগ পূর্ব্বক কহিল

undisturbed by them (ধীর-firm), and is possessed of wisdom, (জ্ঞান। জ্ঞানই সত্য সুতরাং স্থায়ী এবং দৃঢ়, Strong and durable) is fit for immortality" *Lord's Lay*, 2-15

* অর্থাৎ সয়তানের সর্ব্বপ্রকার শক্তি, তাহার বিরুদ্ধে উত্থান করিলেও পরাজয় করিতে পারিবে না।

† Key of heaven. স্বর্গরাজ্য বা ধর্ম্মমন্দির বলিয়া বর্ণনা করিলেই চাবির উল্লেখ করিতে হয়।—যেমন,—

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং॥

ব্রহ্মমন্দির বলিলেই চাবির কথা আইসে।

"প্রভু! এ সকল আপনা হইতে দূরে থাকুক। আপনার প্রতি এ সকল (ব্যাপার) কখনই ঘটিবে না।" ২২ কিন্তু তিনি পিটরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "সয়তান! তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। তুমি আমার বিঘ্ন স্বরূপ; কেননা, তুমি ঐশ্বরীক বিষয় চিন্তা না করিয়া মানবীয় ব্যাপার চিন্তা করিতেছ।" * ২৩ তদনন্তর যিশু তাঁহার শিষ্য-গণের প্রতি কহিলেন, "যদি কেহ আমার অনুসরণ করিতে আইসে, তবে সে আত্মসেবা পরিহার †

* অর্থাৎ তুমি পারলৌকিক বিষয় চিন্তা না করিয়া, ঐহিক বিষয় চিন্তা করিতেছ।

† Let him deny himself. আত্মসেবা পরিহার—আত্মনিগ্রহে; এই একটী কথায় সমস্ত উপদেশ অন্তর্নিহিত। আত্মসেবা আত্মসুখস্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু আত্মপরতা পরিহার করিতে হইলে, নানা বিষয়ের সংশ্রব আইসে। গীতা শাস্ত্রেও এই আত্মনিগ্রহ বা আত্মসেবা পরিহারের উপদেশ বিস্তৃতরূপে আছে। বিষয় ব্যাপার এবং তজ্জনিত সুখদুঃখসম্পর্কশূন্য, সুতরাং আত্মসেবা পরিহার-কারীকে গীতা-শাস্ত্রে "স্থিতধীঃ" বলিয়াছেন—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনায় আত্মসেবা; সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিবৃত্তি সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

O son of Kunti, the senses and their objects are producers of heat and cold, pleasure and pain. They are transitory, appearing and ending; abandon them, O son of Bharata. *Lord's Lay*, 2-14

পূর্ব্বক নিজের ক্রশ লইয়া আমার অনুসরণ করুক। ২৪ কেননা, যে আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে, সে হারাইবে ; আর আমার জন্য যে জীবন উৎসর্গ করে, সে জীবন পাইবে। ২৫ মনুষ্য যদি আত্মপ্রাণ নষ্ট করিয়া সমগ্র জগৎ লাভ করে, তাহাতেই বা তাহার কি লাভ ? অথবা আপনার জীবনের বিনিময়ে মানুষ আর কি দিবে ? ২৬ মনুষ্য-পুত্র তাঁহার ( স্বর্গসিংহাসনস্থ ) পিতার মহিমায় স্বর্গ-দূত সহ সমাগত হইবেন এবং কর্ম্মানুসারে *প্রত্যেক-কেই ফলাফল প্রদান করিবেন। ২৭ আমি তোমা-দিগকে সত্যই কহিতেছি, এখানে এমনও কোন কোনও ব্যক্তি দণ্ডায়মান আছে, যাহারা মনুষ্য-পুত্রকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিলে, কোনও ক্রমেই মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না। † ২৮

---

* and then shall He render unto every man according to his deeds. কর্ম্মানুসারে পুরস্কার ও দণ্ড দিবেন। ভগবানের রাজ্যের নিয়মই ঐ প্রকার। গীতা বলিয়াছেন,—

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠীকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥

The right performer of action, abandoning fruit of action, attains to rest through devotion, the wrong performer of action, attached to fruit thereof on account of desire, remains bound. ( Luke 6-35. Matt. 7-21-23 ) *Lord's Lay*, 5-12.

† অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রণিধিরা জীবিত থাকিতেই, মনুষ্যপুত্র যিশু আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাঁহারা সে মহিমা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন।

## সপ্তদশ কল্প

খ্রীষ্টের মূর্ত্তিপরিবর্ত্তন—তৎকর্ত্তৃক উন্মাদ-নিরাময়—আপনার বাসনা-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য এবং তাঁহার করদান।

---

ছয় দিন পরে, পিটর, জেম্‌স্‌ এবং তাহার ভ্রাতা জনকে সঙ্গে করিয়া, যিশু এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে নির্জ্জন প্রদেশে লইয়া গেলেন; ১ এবং তাহাদিগের সম্মুখে তাঁহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল (তখন) মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্ট এবং তাঁহার পরিচ্ছদ আলোকের ন্যায় শুভ্র হইল। ২ * মুসা এবং ইলিজাও তাঁহার সহিত

* ভক্তের সম্মুখে রূপান্তর গ্রহণ, ভক্তবৎসলতার পরিচয়। যে যে দেশে দয়ার অবতারেরা অবতরণ করিয়াছেন, সেই সেই দেশেই এই প্রকার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। গীতায় ভক্তপ্রবর অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভগবানকে দেখিয়াছিলেন,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১১-১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ। ১১-১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১১-১৭

* * * *

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১১—১৯

কথোপকথনে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ৩পিটর, যিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রভু! এই স্থানে অবস্থান করা আমাদিগের পক্ষে (পরম) কল্যাণজনক। যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে এই স্থানে একখানি আপনার, একখানি মুশার এবং আর একখানি ইলিজার জন্য, এই তিন খানি কুটীর নির্ম্মাণ করি।" ৪* তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়

O God, in thy body I behold all the gods, the assemblage of things of every kind, the lord Brahma seated on his lotus-seat, and all the sages and *uragas* divine. II—15.

I behold thee on all sides, with infinite forms, with many arms, stomachs, mouths and eyes. O Lord of the universe, O Universe-formed, thy end, nor middle, nor again thy beginning do I see. 11—16

Thee, with diadem, mace, and discus, the mass of splendor, on all sides refulgent, do I behold, so difficult to behold, immeasurable, on all thy sides the majesty of burning fire and sun. II—17.

* * *

Devoid of beginning, middle, and end, with power infinite, with infinite numbers of arms, with sun and moon as eyes, I behold thee, with burning-fire-mouth and with thy majesty oppressing the universe. *Lord's Lay*. II—19.

* ভগবানের এই প্রকট-লীলা দেখিয়া পিটরের মনে যিশুর সহিত একত্র বাসের স্পৃহা জন্মিল। সেই জন্য কুটীর নির্ম্মাণের প্রার্থনা। ভগবানের প্রকটলীলা দর্শনে অর্জ্জুনও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা,—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেন চতুর্ভূজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ১১—৪৬

With diadem mace and in thy hand, I desire to see thee as before. O

একখানি জ্যোতির্ম্ময় মেঘ তাঁহাদিগের উপর আসিয়া ছায়া করিল, এবং সেই মেঘ হইতে একটী বাণী নির্গত হইল,—

ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইঁহাতেই আমার পরম সন্তোষ; ইঁহার বাক্য তোমরা শ্রবণ কর। ৫

শিষ্যগণ এই বাণী শ্রবণ করিয়াই ভীত ও নিম্নমুখে ভূপতিত হইল। ৬ যিশু আসিয়া তাহাদিগের গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "গাত্রোত্থান কর, ভয় করিও না।" ৭ তাহারা চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখে, যিশু ভিন্ন সেখানে আর কেহই নাই। * ৮

পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতে আসিতে যিশু তাহাদিগের প্রতি আদেশ দিয়া বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্র মৃতদিগের মধ্য হইতে উত্থিত না হন, সে

thou of a thousand arms, of that form with four arms become Thou, O Universe formed. *Lord's Lay*, 11-46.

* অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু দর্শনে মানবের প্রাণে ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ উদিত হয় এবং দৃষ্টবস্তুর গুণানুসারে তৎফলস্বরূপ হর্ষামর্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। খ্রীষ্টের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে পিটর প্রভৃতি শিষ্যগণ ভীত হইল। এ ভয় সাধারণ। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনও ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥১১-৪৫

Having seen what was never seen before, I am joyful, and yet my heart is afflicted with terror; show me that form, O God, be gracious, O Lord of gods and abode of the universe. *Lord's Lay*, 11-45.

পর্য্যন্ত এই 'দর্শনের' কথা * কাহাকেও বলিও না।"৯ শিষ্যেরা তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে ইলিজাই অবশ্য অগ্রে আসিবেন, আচার্য্যেরা ইহা বলে কেন?" ১০ যিশু তদুত্তরে বলিলেন, "ইলিজাই বাস্তবিক অগ্রে আসিবেন, এবং তিনিই সমস্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন; ১১ কিন্তু আমি বলিতেছি, ইলিজা আসিয়াছেন; তথাপি তাহারা তাঁহাকে না জানিয়া তাঁহার সহিত যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়াছে। মনুষ্য-পুত্রও তাহাদিগের হস্তে সেইরূপ দুঃখভোগ করি-বেন।" ১২ এতক্ষণে শিষ্যেরা বুঝিল যে, তিনি ধর্ম্মাচার্য্য জনের কথাই বলিতেছেন। ১৩

* Vision দর্শন। —ভগবৎ বা তাঁহার বিভূতি দশন।

ভগবানের বিভূতিতেই এই বিশ্বের প্রকটন। ভক্তসম্মুখে তাদৃশ প্রকট-লীলা ভগবান ও তাঁহার সদৃশ শক্তিধরগণের পক্ষে যেমন অসম্ভব নহে, ভক্ত-গণের পক্ষেও তদ্রূপ। তাই অর্জ্জুন ভগবানের এই বাহ্যপ্রকট বিশ্বদর্শনে বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন,—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ১১-৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ১১-৩৯

Thou art the primeval God, ancient Spirit ; thou art the supreme place of extinction of this universe ; thou art the knower. Thou art the known, as also the supreme abode ; O thou infinite-formed, by thee this universe is filled.

The gods Wind, Death, Fire, Water, and moon, the ancient progenitor thou art, as also the great-grand-fathers. Salutation, salutation be unto thee thousand-fold and again and again salutation, salutation unto thee. *Lord's Lay*, II. 38-39.

তথা হইতে লোকসাধারণের নিকট আসিলে, একটি লোক তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া নিবেদন করিল, ১৪ "প্রভু! আমার পুত্রের প্রতি কৃপাবিষ্ট হউন। সে মৃগীরোগে যারপরনাই যন্ত্রনা পাইতেছে। সে কখন আগুণে পড়ে, কখন জলে ডোবে। ১৫ আমি তাহাকে আপনার শিষ্যগণের নিকট আনিয়াছিলাম, তাঁহারা নিরাময় করিতে পারেন নাই।" ১৬ যিশু তদুত্তরে বলিলেন, "রে বিশ্বাসহীন বিপথগামী-বংশ! (আর) কতকাল আমি তোমাদিগের সঙ্গে থাকিব? আর কতকাল তোমাদিগের ভার সহিব? তাহাকে এখানে, আমার কাছে লইয়া আইস।" ১৭ যিশু ভৎসনা করিলে অপদেবতা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ বালক সুস্থ হইল। ১৮ শিষ্যেরা আসিয়া যিশুকে একান্তে লইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা উহাকে বিতাড়িত করিতে পারিলাম না কেন?" ১৯ তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "তোমাদের অল্পবিশ্বাসই ইহার হেতু। *

---

* because of your little faith, অল্পবিশ্বাস বলিয়া। পুরাতন পাঠে আছে, because of your unbelief. তোমরা অবিশ্বাসী বলিয়া। বাস্তবিক বিশ্বাসের উপরেই ভগবানের পদাসন প্রতিষ্ঠিত। চঞ্চলচিত্ততা এবং বিশ্বাসহীনতা সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন,—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

The ignorant man, the man devoid of faith, the doubt-souled, are destroyed. For the doubt-souled man there is happiness neither in this world, nor the next, nor in any other. *Lord's Lay*, 4-40.

আমি তোমাদিগকে যথার্থই বলিতেছি যে, যদি সর্ষপবীজের ন্যায়ও তোমাদিগের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে, তোমরা যদি ঐ পর্ব্বতকে বল, এস্থান হইতে সরিয়া ঐ স্থানে যাও; উহা তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইবে। তখন তোমাদের পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব থাকিবে না। ” * ২০

তদনন্তর গালিলী প্রদেশে অবস্থান কালে (একদা) যিশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "মনুষ্য-পুত্র মনুষ্যের হস্তে সমর্পিত হইবেন, ২২ তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে এবং তৃতীয় দিনে তিনি পুনরায় উত্থান করিবেন।" এই সকল শ্রবণ করিয়া তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল। ২৩

তদনন্তর যখন তাঁহারা কেপারনেয়্যুমে আসি-লেন, তখন অর্দ্ধশিকল-সংগ্রহকারীরা † পিটরের

* এই উপ-পরিচ্ছেদের শেষ শ্লোকটী বাইবলের সংস্কৃত পাঠে পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহা এই ;—

Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. 21.

এই প্রকার আর কিছুতেই হইতে পারে না, অচলবিচলিতকরণে সমর্থ যে ঐকান্তিকী বিশ্বাস, পৃথিবী তাহাতেই বাঁধা পড়িয়া আছে। সেই বিশ্বাসের কেন্দ্রে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আবদ্ধ রহিয়াছে। সে বিশ্বাস আইসে কোথা হইতে? প্রাণভরা উপাসনায়। অনাহারাদি অবস্থা ত তখন স্মৃতিপথেই উদয় হয় না।

† they that receiveth the half-Shekel,—অন্যান্য অনুবাদে আছে, আধুলী সংগ্রহ-কারক। ধর্ম্মকার্য্যের জন্ম তখন লোকে এই প্রকার চাঁদা আদায় করিয়া ফিরিত। যেমন বারোয়ারী পূজার চাঁদা আদায়। সাদা কথায়, মাঙ্গন্।

নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার প্রভু কি কর দেন না ?" ২৪ পিটর বলিল, "হাঁ।" এই বলিয়া পিটর গৃহমধ্যে যখন প্রবেশ করিল, তখন যিশু তাহাকে অগ্রেই কহিলেন, "সিমন! তুমি কি বিবেচনা কর ? এ সংসারের রাজারা কাহার নিকট হইতে শুল্ক বা কর গ্রহন করেন ? তাহাদিগের পুত্র-গণের নিকট হইতে, না অপরের নিকট হইতে ?" ২৫ পিটর বলিল, "অপর লোকের নিকট হইতে।" তখন যিশু বলিলেন, "সেই জন্যই পুত্রেরা নির্মুক্ত ; * ২৬ কিন্তু তথাপি যাহাতে আমরা উহাদিগের বিঘ্ন না হই, সেই জন্য তুমি সমুদ্রে গিয়া বড়শী ফেল, এবং প্রথমে যে মৎস্যটী পাইবে, তাহার মুখ খুলিলেই একটী টাকা পাইবে। উহা তোমার ও আমার জন্য, উহাদিগকে দাও।" † ২৭

* আমার রাজ্যের অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যের পুত্র ; সুতরাং আমরা ইহসংসারে আর কর কি দিব ? এই জন্যই তাহারা সংসার হইতে নির্মুক্ত—সংসার-পাশ হইতে মুক্ত। Therefore the sons are free, পুরাতন পাঠে children আছে।

† মৎস্যের মুখ হইতে টাকা বাহির, তাঁহার অলৌকিক শক্তিমত্তার পরিচয়। তাঁহার নিকটে ত আর অর্থ থাকিত না, বা অর্থসংগ্রহে তাঁহার ত স্পৃহা ছিল না, কাজেই এই দৈব ক্রিয়ার অবতারণা।

## অষ্টাদশ কল্প

শিষ্যগণকে বিনীত, অনপকারী ও নিরপরাধ হইতে এবং ক্ষুদ্রের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিতে খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক উপদেশ—ভ্রাতৃগণের প্রতি ব্যবহার এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক অপমানিত হইলে কি প্রকারে ক্ষমা করিতে হয় * তাহার শিক্ষা—দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি যে নৃপতির বিবরণ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভৃত্যগণেরই বিবরণ—লোকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন না করিলে তাহার শাস্তি।

---

তৎকালে শিষ্যেরা যিশুর নিকট সমাগত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অতঃপর স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?" ১ তিনি (তৎক্ষণাৎ) একটি শিশুকে নিকটে ডাকিয়া, এবং তাহাকে শিষ্যগণের মধ্যস্থলে রাখিয়া, ২ বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি যে, পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ শিশুর ন্যায় না হইতে পারিলে, † তোমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ৩ যে ব্যক্তি এই শিশুর মত বিনীত, সেই ব্যক্তিই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ। ৪ এইরূপ একটী শিশুকে যে আমার

---

* বৈষ্ণব গ্রন্থে উপদেশ আছে,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মান দেয়া কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ॥

† অর্থাৎ মনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ শিশুর ন্যায় স্বভাবসরল প্রকৃতি লাভ করিতে না পারিলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। অতি মহান উপদেশ।

নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে ; * ৫ আর যে আমাতে বিশ্বাসশীল ক্ষুদ্র শিশুদের মধ্যে একটীরও বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহার গলদেশে প্রস্তর বন্ধনপূর্ব্বক সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হওয়াই শ্রেয়ঃ। ৬ বিঘ্নসংঘটনহেতু জগতের কি সন্তাপ! (এ জগতে) বিঘ্নসংঘটন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যাহার দ্বারা এই বিঘ্ন সংঘটিত হয়, তাহার কি সন্তাপ! † ৭ তোমার হস্তপদাদি যদি সেই বিঘ্নের কারণ হয়, তাহা হইলে উহা বিচ্ছিন্ন কর, তোমার দেহ হইতে বিযুক্ত কর ; কেননা, হস্তপদাদি লইয়া অনন্তবহ্নিতে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা, হস্তহীন কি পদহীন হইয়া যথার্থ (সাত্ত্বিক) জীবনে প্রবেশ করা শ্রেয়স্কর। ৮ অথবা যদি তোমার চক্ষু কোনও বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে, তবে তাহা উৎপাটিত কর, তোমার দেহ হইতে বিযুক্ত কর ; কেননা, চক্ষুদ্বয় লইয়া নরকাগ্নিতে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা, এক চক্ষু লইয়া (যথার্থ) জীবনে প্রবেশ করা, অধিকতর শ্রেয়ঃ। ৯ দেখ, এই শিশুদিগের একটীর প্রতিও অবজ্ঞা করিও না ; কেননা, আমি তোমাদিগকে নিশ্চয়ই বলিতেছি

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি এইরূপ বালকের স্বভাব অনুকরণ করে, এবং এই প্রকার স্বভাব-সরল শিশুর নির্মুক্ত ভাবে যে ভগবানকে দর্শন করে, সে বাস্তবিকই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

† এ জগৎ বিঘ্নময়। এ জগৎ জরামরণাধীন এবং সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নশঙ্কুল। এইরূপই সংসার ; কিন্তু যাহারা ঐ সকলের নিমিত্তকারণ হয়, যাহারা ভাগ্যবশে বিঘ্নের পাত্র হয়, তাহাদিগের কি সন্তাপ!

যে, স্বর্গে ইহাদের দূতেরা সর্ব্বদাই আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখমণ্ডল সন্দর্শন করে। * ১০ তোমরা কি মনে কর? যদি কাহারও একশত মেষের মধ্যে এক-টীও হারায়, তাহা হইলে মেষপালক একোনশতটী ফেলিয়া, কি পর্ব্বত মধ্যে সেই অপহৃত মেষের অনু-সন্ধানে গমন করে না? † ১২ ঘটনাক্রমে যদি সে পায়, আমি তোমাদিগকে যথার্থই কহিতেছি, সে তখন যে নিরানব্বইটী হারায় নাই, তদপেক্ষা অপ-হৃতটী পাইয়াছে বলিয়া অধিকতর আনন্দ প্রকাশ করে। ১৩ তদ্রূপ তোমাদিগের সেই স্বর্গস্থ পিতার

---

* Their angels in heaven, তাহাদিগের দূত, যাঁহারা স্বর্গে আছেন; 'অর্থাৎ যাঁহার অলক্ষ্যে স্বর্গে থাকিয়া তাহাদিগের এই সংসার-পথ নির্ব্বিণ্ন ও নির্ব্বিঘ্ন করেন, যাঁহাদিগেব দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারা ইহসংসাবে বিচরণ করে, তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বর্গস্থ পিতা ভগবানেব সন্দর্শন সুখ উপভোগ করেন।

† পুরাতন পাঠ হইতে একাদশ শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ একাদশ শ্লোক,—

For the Son of man is come to save that which was lost. 11.

কেননা, যাহা নষ্ট হইয়াছে, তাহারই রক্ষার জন্য, মনুষ্যপুত্র আসিতেছেন।

এমন প্রাণভরা সান্ত্বনা, দেবতার মুখেই প্রকাশ পায়।

হিন্দুশাস্ত্রেও এইরূপ স্বীকারই দেখা যায়। গীতায় আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

Whoever approaches me in any form, in the same form do I approach him. In every case and condition, men follow but my path. *Lord's Lay.* 4-11.

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ।

Abandoning all acts, take sanctuary with Me alone, I shall liberate thee from all sins; do thou not grieve. *Lord's Lay,* 18-66.

এমন ইচ্ছা নয় যে, এই শিশুদিগের একটীও নষ্ট হয়। ১৪

"অপিচ, যদি তোমার ভ্রাতা তোমার প্রতি কোনও পাপ করে; যাও, কেবল তুমি ও সে, (দুজনে) তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দাও; যদি সে তোমার কথা শুনে, তাহা হইলে তুমি তোমার ভ্রাতাকে ফিরাইয়া পাইলে; ১৫ আর যদি সে তোমার কথা না শুনে, তবে আরও দুই একজনকে সঙ্গে লইয়া যাও; কেননা, দুই কি তিনজন সাক্ষীর মুখেই সকল কথা প্রামাণ্য হয়। ১৬ যদি সে তাহাদের কথাও না শুনে, ধর্ম্মমণ্ডলীর নিকট গিয়া জানাও; আর যদি সে ধর্ম্মমণ্ডলীকেও অগ্রাহ্য করে, (তাহা হইলে) সে তোমার পক্ষে তখন বিধর্ম্মী ও করসংগ্রহকারীর তুল্য হউক।* ১৭ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, ইহজগতে তোমরা যাহা রুদ্ধ করিবে, স্বর্গেও তাহা রুদ্ধ হইবে এবং ইহজগতে যাহা মুক্ত করিবে, স্বর্গেও তাহা মুক্ত হইবে।† ১৮

* অর্থাৎ তোমার পক্ষে সে অত্যাচারী, ভণ্ড ও অখ্রীষ্টানরূপে প্রতীয়মান হউক।

† ইহপরকালে এমন সম্বন্ধ। ইহকালের কার্য্য ও পরকালের কার্য্য পরস্পর এক সূত্রে বাঁধা, একের উপর অন্যের ভিত্তি। ইহপরকালের মধ্যে কেবল কালের প্রাচীর; কিন্তু সংযোগসহযোগীতা আছে, নতুবা এখানে রুদ্ধ হইলে কি সেখানে রুদ্ধ হয়? ইহপরকালের সংযোগবাহিতা উপলক্ষে গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ন ত্বেবাহং জাতু নাশং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয় মতঃ পরম্॥

তোমাদিগকে আমি আরও বলিতেছি, এ জগতে তোমরা দুজনে যদি (কোনও) প্রার্থিতব্য বিষয়ে একমতস্থ হও, তাহা হইলে আমার পিতা, যিনি স্বর্গে আছেন, তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন। ১৯ কেননা, যে স্থানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্রিত হয়, আমি তাহাদিগের সন্নিহিত হই।" * ২০

তখন পিটর আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল, "প্রভু! আমার বিরুদ্ধে আমার ভ্রাতার পাপাচার আমি কতবার পর্য্যন্ত ক্ষমা করিব; সাতবার?" ২১ যিশু তাহাকে বলিলেন, "আমি ত সাত বারের কথা বলি নাই, সাত সত্তর গুণ পর্য্যন্ত। † ২২

* যেখানে আমার নাম কীর্ত্তন হয়, অর্থাৎ যেখানে পবিত্র যিশু নাম সঙ্কীর্ত্তন হয়, যিশু বলিতেছেন, আমি তথায় উপস্থিত হই।—এই কথাই কথা।—নামেই ভগবানের অন্ত-বীজ নিহিত। হিন্দুশাস্ত্রে বচন আছে,—

তুলসিকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
নামসংকীর্ত্তিতো যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

নারদ জিজ্ঞাসায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ন বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

† Until seventy times seven. মোটের উপর মানে, যত পার। বারের কিছু সংখ্যা নাই, যতক্ষণ ক্ষমা করিতে পার, ততক্ষণ। বাইবলের টীকাকারেরা কিন্তু এই সাত সত্তর গুণ লইয়া মহা আন্দোলন করিয়াছেন। টীকাকার মরিসন বলিতেছেন,—Until seventy seven times, ৭৭ বার পর্য্যন্ত। জেরেমি বলেন, Until four hundred and ninety times. ফরাসী টীকাকার লা ফেরী বলিতেছেন, seventy times seventimes. স্যর জন চেক্ অনুবাদ করিয়াছেন, seventy and seven times. এই কথাই এখন চলিতেছে।

এই জন্যই স্বর্গরাজ্য এমন একজন রাজার তুল্য, যিনি ভৃত্যদিগের নিকাশ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। * ২৩ (ঐ রাজা) যখন নিকাশ আরম্ভ করিলেন, তখন এক অধমর্ণকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল; সে তাঁহার দশহাজার মুদ্রা † ঋণ ধারিত। ২৪ ঐ লোকটার (শোধ) দিবার মত কিছুই ছিল না; কাজেই প্রভু তাহার স্ত্রী পুত্র এবং সর্ব্বস্বসহ আপনাকে বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বলিলেন। ২৫ ঐ ব্যক্তি ‡ তাঁহার পদতলে পতিত এবং প্রণত হইয়া বলিল, "প্রভু! আমার প্রতি ধৈর্য্যধারণ করুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব।" ২৬ (এতৎ শ্রবণে ঐ ব্যক্তির) প্রভু করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে ঋণ হইতে মুক্তি দান করিয়া ক্ষমা করিলেন। ২৭ সে ব্যক্তি তখন চলিয়া গেল এবং তাহারই সমঋণী এক ব্যক্তি, যে তাহার শতমুদ্রা মাত্র ধারিত, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি আমার যাহা ধার, এখনি দাও।" ২৮ তখন সমঋণী তাহার পদতলে পড়িয়া অনুরোধ করিল; বলিল, "আমার প্রতি ধৈর্য্যধারণ

* স্বর্গরাজ্য এমন, যেখানে ভৃত্যের নিকাশ হয়। ভগবান রাজা, আমরা দাস। ভগবান আমাদের নিকাশ লন। এই সংসারে, কৃতকর্ম্মের নিকাশ অনুসারেই দণ্ড পুরস্কার।

† Talents—ইহুদিদেশ প্রচলিত মুদ্রা বিশেষ। মূল্য ন্যূনাধিক আট আনা।

‡ Servant—ভৃত্য। বোধ হয়, এই সময় ঋণীদিগের প্রতি উত্তমর্ণরা দাসবৎ ব্যবহার করিতেন; সম্বোধনও করিতেন ভৃত্যভাবে।

কর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব।” ২৯ সে কিন্তু শুনিল না। যে পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। ৩০ এই সকল ব্যাপার যাহা ঘটিতেছে, অন্যান্য ভৃত্যেরা তাহা দর্শন করিল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রভুর নিকট গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল। ৩১ তখন প্রভু তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “রে দুষ্ট ভৃত্য! তুমি আমাকে মিনতি করিয়াছিলে ৩২ বলিয়া আমি যেমন দয়া করিয়া তোমার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছি; তেমনি সে যখন তোমাকে মিনতি করিয়াছিল, তখন তাহার ঋণ ক্ষমা করাও কি তোমার উচিত ছিল না?” ৩৩ প্রভু ক্রোধান্বিত হইলেন এবং যে পর্য্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পীড়নকারীদিগের হস্তে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৪ যদি তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন ভ্রাতৃগণকে অন্তরের সহিত ক্ষমা না কর, তাহা হইলে আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের প্রতি তদ্রূপ (ব্যবহার) করিবেন।” ৩৫

---

## ঊনবিংশ কল্প

খ্রীষ্টের রোগী-নিরাময়—পতিবর্জ্জন বিষয়ে ফারিসীদিগের প্রতি উত্তর—বিবাহ কোন্ সময়ে প্রয়োজন, তাহার নির্দ্ধারণ—শিশুদিগকে সস্নেহে গ্রহণ—সম্পূর্ণত্ব ও স্থায়ী জীবন লাভের উপায় বিষয়ে যুবাগণের প্রতি উপদেশ—ধনীব্যক্তির স্বর্গরাজ্য প্রবেশ পক্ষে যে অন্তরায়, তাহা শিষ্যগণের নিকট কথন—তাঁহার অনুসরণে যাহারা আত্মোৎসর্গ করে, তাহাদিগকে পুরস্কৃতকরণে অঙ্গীকার।

এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইলে পর, যিশু উপদেশ দান পরিসমাপ্ত করিয়া গালিলী হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং জর্ডনের পরপারবর্ত্তী যুডিয়া প্রদেশে উপনীত হইলেন। ১ তথায় বহুসংখ্যক লোক তাঁহার অনুগমন করিল, এবং তিনি তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিলেন। ২

তৎকালে ফারিসীরা তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিল, "যে সে কারণে পত্নী-পরিত্যাগ, কাহারও পক্ষে ইহা কি বিধানসঙ্গত?" ৩ তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "তোমরা কি অধ্যয়ন কর নাই যে, স্রষ্টা সেই আদিকালে মানুষকে স্ত্রী ও পুরুষ রূপে সৃজন করেন ৪ এবং বলেন, এই হেতুই লোকে পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত এবং দুই জনে একাঙ্গ হইবে? ৫ * সুতরাং (স্বামী স্ত্রী,) ইহারা দুই

* এই জন্যই হিন্দুর স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী।

নহে, একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহা একত্র সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য যেন তাহা বিযুক্ত না করে।” ৬ তাহারা তাঁহাকে (পুনর্ব্বার) জিজ্ঞাসা করিল, “তবে মূসা এমন আদেশ দিলেন কেন, যে পত্নীবর্জ্জন-পত্র লিখিয়া দিলেই তাহাকে পরিত্যাগ করা চলিবে?” ৭ তদুত্তরে যিশু বলিলেন, তোমাদিগের হৃদয় কঠিন বলিয়াই মূসা তোমাদিগকে (এইরূপে) স্ত্রীত্যাগের বিধান দিয়াছিলেন; কিন্তু আদিতে এমন (কোনও) বিধি ছিল না। * ৮ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, স্ত্রীর ব্যভিচার ব্যতীত যদি কেহ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ব্যভিচারদোষে দোষী, এবং যে ব্যক্তি সেই (পরিত্যক্তা) রমণীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচারী।” ৯ শিষ্যেরা তাঁহাকে বলিল, “স্ত্রীর সহিত মনুষ্যের যখন এমন অকাট্য সম্বন্ধ, তখন বিবাহ না করাই ত শ্রেয়ঃ;” ১০

* যিশু বলিতেছেন, আদিতে, সৃষ্টির প্রথমাবধি এমন বিধি, অর্থাৎ পত্নী পরিত্যাগের কোনও বিধি ছিল না। তাঁহার মতে সুতরাং আদিতে স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। হিন্দুর বৈদিক কালের অবস্থাও ঐরূপ ছিল, পরে নীতিশাস্ত্রে স্ত্রীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার বিধান প্রবর্ত্তিত হয়। রমণীগণের রক্ষা সম্বন্ধে মনুর বিধি,—

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনোবশে॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বতন্ত্রমর্হতি॥ মনু, ৯।২-৩।

কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "একথার মর্ম্ম সকলে গ্রহণ করিতে পারে না ; কেবল যাহাদিগকে (সে শক্তি) প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারাই পারে। * ১১ কতকগুলি লোক মাতৃগর্ভ হইতেই নপুংসক অবস্থায় প্রসূত হয়, কেহ কেহ বা মনুষ্যকর্ত্তৃক নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হয়, আর এমন কতকগুলি নপুংসক আছে, যাহারা স্বর্গরাজ্যের জন্য নিজেকেই নিজে নপুংসক করে। যে ইহা গ্রহণ করিতে পারে, সে গ্রহণ করুক।" † ১২

তিনি যেন তাহাদিগের গাত্রে হস্তার্পন ও

শিষ্যেরা বলিল, বিবাহ না করাই ভাল। যিশু সেই কথার উত্তরে বলিলেন 'সকলে এ কথার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পারে না', অর্থাৎ বিবাহ করা উচিত কি না, তাহার উত্তর, সাধারণের পক্ষে খাটে না। কেবল অবিবাহিত যাহারা, তাহারাই ইহার মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া বিবাহের উচিত অনুচিত বুঝিয়া লয়। বৈরাগ্যের অধিকারী ত সকলে হইতে পারে না। যাহারা বৈরাগ্যবিহীন, বিবাহ ত তাহারা করিয়াই থাকে।

† কেহ কেহ স্বর্গের জন্য নিজেই নপুংসক হয়, অর্থাৎ নিজেই আপনাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া লোকের নিকট আত্মপরিচয় দেয়। এই প্রকার নপুংসকদিগকে গীতা যুক্ত-যোগীর লক্ষণে বর্ণনা করিয়াছেন।—

জিতাত্মন প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানযো।
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥

The self of the man who is self subdued and free from desire and anger is is the Supreme Self, and remains equal in heat and cold, and also in honor and disgrace

He whose heart is content with formal and real knowledge, and who is unshaken and the conqueror of the senses, is said to be at rest in the Divine ; he is the illuminated sage to whom stone and gold are one. *Lord's Lay*, 6-7-8

তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা করেন, এই জন্য কতকগুলি শিশু তাঁহার নিকট নীত হইল। (তদ্দর্শনে) শিষ্যেরা তাহাদিগকে ধমক্ দিল, ১৩ কিন্তু যিশু বলিলেন, "শিশুদের কিছু বলিও না, উহাদিগকে আমার নিকট আসিতে বাধা দিও না; কেননা স্বর্গরাজ্য এইপ্রকার।" * ১৪ (এই বলিয়া) তিনি তাহাদিগের গাত্রে (আশীর্ব্বাদজনক) হস্তার্পণ করিলেন, এবং (তদনন্তর) তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ১৫

দেখ, এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বলিল "গুরু! আমি এমন কোন্ সৎকার্য্য করিব, যাহাতে আমি অনন্তজীবন লাভ করিতে পারি?" ১৬ তিনি তাহাকে বলিলেন, "সৎ সম্বন্ধে তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? (এ বিশ্বে) সৎ এক জন; † তবে তুমি যদি (যথার্থ) জীবনে প্রবেশ করিতে বাসনা কর, আজ্ঞা পালন কর।" ১৭ সে ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ আজ্ঞা?" যিশু বলিলেন, "হত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, অপহরণ করিও না এবং মিথ্যা সাক্ষী দিও না। ১৮ পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, এবং প্রতি-

* স্বর্গরাজ্য এইরূপ। এই শিশুদিগের মত। স্বর্গরাজ্য শিশুদিগেরই উপযোগী এবং স্বর্গরাজ্যের ভাব লইয়াই শিশুর স্বভাব ঐ প্রকার। অতএব, শিশুদিগকে থাকিতে দাও।

† এই good. এই সৎ, সেই একজন।—এই সৎ সেই সচ্চিদানন্দের সৎ প্রকৃতি প্রকাশক সংজ্ঞা। তিনিই কেবল সৎ।

বেশীমণ্ডলীকে আত্মবৎ প্রীতি করিও।” * ১৯ এতদুত্তরে যুবা কহিল, “এ সকল ত আমি রক্ষা করিয়াছি, আমার আর ত্রুটী কি?” ২০ যিশু তাহাকে বলিলেন, “তুমি যদি সিদ্ধি লাভ করিতে চাও, তবে যাও, তোমার যাহা কিছু (সম্পত্তি) আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর; তুমি এই সকল ধনরত্ন স্বর্গে পাইবে। তৎপরে আইস, আমার অনুসরণ করিও।” ২১ কিন্তু যখন যুবা এই সকল কথা শুনিল, তখন সে (নিতান্ত) দুঃখিত হইয়া (তথা হইতে) প্রস্থান করিল। কেননা, তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল। ২২

তখন যিশু তাঁহার শিষ্যগণকে কহিলেন, “আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ, ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে (একান্তই) কঠিন। ২৩ আমি আবারও বলি, ধনীলোকের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা, সূচীছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশও বরং সহজ।” † ২৪ এই বাক্য শ্রবণ

* চাণক্যের নীতিশাস্ত্রেও আছে,—

“মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

† পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সংসারের ধনরত্ন, স্বর্গরাজ্যের এমনই কণ্টক। এই জন্য তত্ত্বদর্শীগণ কর্ত্তৃক উহা সর্ব্বত্রই নিন্দিত। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই জন্যই অর্থকে নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন,—

মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং
কুরু তনু বুদ্ধে মানসিবিতৃষ্ণাম্॥

করিয়া শিষ্যগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তাহারা কহিল, "অতঃপর তবে আর কে পরিত্রাণ পাইবে?" ২৫ যিশু তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মনুষ্যের পক্ষে উহা অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের পক্ষে সকলই সম্ভব।" ২৬ তখন পিটর তদুত্তরে বলিল, "দেখ, আমরা সকলই পরিত্যাগ করিয়া তোমার অনুগামী হইয়াছি, ইহাতে আমাদের লাভ কি?" ২৭ যিশু তদুত্তরে বলিলেন "আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা যে যে আমার অনুগামী হইয়াছ; পুনঃ সৃষ্টিকালে যখন মনুষ্যপুত্র আপন গৌরব-সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, তখন তোমরাও (দ্বাদশজন) দ্বাদশ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। ২৮ যে কেহ আমার নামের জন্য গৃহ, ভ্রাতাভগ্নী, পিতামাতা বা পুত্রকন্যা ও ভূমি (অনাসঙ্গভাবে) পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইহার শতগুণ প্রাপ্ত হইয়া অনন্তজীবনে অধিকারী হইবে। * ২৯ ইহাতে যাহারা প্রথম, তাহারা পশ্চাতে এবং যাহারা পশ্চাতের, তাহারা পুরোবর্ত্তী হইবে। ৩০

* জনকজননী, বিষয় বিভব, ভাই ভগ্নী, এ সকল সংসারের বন্ধন। ইহাদের সহিত সহবাস সঙ্গ করিলে কর্ম্মবন্ধন আইসে; এই জন্য যিশু বলিতেছেন, আমার জন্য যে এই সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করে, সে অনন্তজীবন অর্থাৎ নিত্যানন্দময় জীবন লাভ করে।

## বিংশ কল্প

দ্রাক্ষাক্ষেত্রস্থ শ্রমজীবীদিগের তুলনায়, ঈশ্বর যে কোনও লোকের নিকট ঋণী নহেন; খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক তাহা প্রদর্শন —তাঁহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—জেবেদী-পুত্রদ্বয়ের মাতার প্রশ্নোত্তরে শিষ্যগণকে বিনীত হইবার জন্য উপদেশ—এবং দুইজন অন্ধের চক্ষুদান।

স্বর্গরাজ্য এমন এক গৃহস্বামী সদৃশ, যে গৃহস্বামী দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য মজুর সংগ্রহ করিতে প্রত্যুষে বাহির হইলেন, ১ এবং দৈনিক অর্দ্ধ মুদ্রা পারিশ্রমিক স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। ২ ইহার তিন ঘণ্টা পরে, তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন, কয়েকজন লোক বাজারে নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে। ৩ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "যাও, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গমন কর; তোমাদের ন্যায়ানুগত পারিশ্রমিক যাহা, তাহা আমি দিব।" তাহারা গমন করিল। ৪ তৎপরে তিনি আবার ছয়ঘণ্টা ও নয়ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া সেইরূপই করিলেন। ৫ শেষে একাদশ ঘণ্টায় তিনি পুনরায় বাহির হইলেন, এবং দেখিলেন, তখনও কয়েক জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাদিগকেও বলিলেন, "তোমরা এখানে সমস্ত দিন নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ কেন?" ৬ তাহারা তাঁহাকে কহিল,

"কেহ আমাদিগকে ত কার্য্যে নিযুক্ত করে নাই ?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমারাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও।" * ৭ যখন সন্ধ্যা হইল, তখন ক্ষেত্রস্বামী তাঁহার অধ্যক্ষকে বলিলেন, "মজুরদের ডাক, এবং শেষাগত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমাগত পর্য্যন্ত, উহাদিগের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দাও।" ৮ তখন যাহারা একাদশ ঘণ্টায় নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রত্যেকেই এক আধুলী করিয়া পাইল। ৯ যাহারা প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা বিবেচনা করিল যে, অবশ্যই কিছু অধিক পাইবে, কিন্তু তাহারাও প্রত্যেকে সেই এক এক আধুলীই পাইল। ১০ ঐ আধুলী হস্তগত হইতেই তাহারা গৃহস্বামীকে অনুযোগ করিয়া বলিল, ১১ "ইহারা কেবল এক ঘণ্টা মাত্র শ্রম করিয়াছে, আর আমরা সমস্তদিন রৌদ্র-ভোগ করিয়া শ্রম করিয়াছি ; আপনি ইহাদিগের সহিত আমাদের সমান করিলেন ?" ১২ কিন্তু গৃহ-স্বামী তাহাদিগের একজনকে আহ্বান করিয়া বলি-লেন, "বন্ধু ! আমি ত তোমার প্রতি অন্যায় করি নাই। তুমি কি এই কার্য্য করিবার জন্য এক আধুলীতে সম্মত হও নাই ? ১৩ তোমার যাহা (প্রাপ্য), তাহা গ্রহণ কর এবং বিদায় হও।

* "তোমরাও ন্যায়ানুসারে পারিশ্রমিক পাইবে।" একথা সংশোধিত পাঠে নাই, পুরাতন পাঠে আছে।

তোমাকে যাহা দিয়াছি, আমি এই শেষ ব্যক্তিকেও তাহাই দিব, ইহা আমার ইচ্ছা। ১৪ যাহা আমার নিজের, তাহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আমার কি নাই ? অথবা আমি সৎ বলিয়া কি তুমি ঈর্ষা করিতেছ ?” ১৫ এইরূপে শেষের যাহারা, তাহারা প্রথম ; এবং প্রথমের যাহারা, তাহারা শেষে পড়িবে।*১৬

অনন্তর যিশু দ্বাদশ শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া জেরুজিলমে চলিলেন, এবং পথিমধ্যে তাহাদিগকে কহিলেন, ১৭ “দেখ, আমরা জেরুজিলমে যাইতেছি ; তথাকার প্রধান পুরোহিত ও আচার্য্যগণের হস্তে মনুষ্যপুত্র সমর্পিত হইবেন, এবং তাহারা তাঁহাকে নিহত করিবে। ১৮ তিনি বিধর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক বিদ্রূপভাজন হইয়া বেত্রাহত ও ক্রশবিদ্ধ হইবার জন্য শত্রু হস্তে সমর্পিত হইবেন এবং তৃতীয় দিনে উত্থান করিবেন। ১৯

তদনন্তর জেবেদীর পুত্রদ্বয়ের জননী, তাঁহার পুত্রদ্বয় সহ আসিয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহার নিকট একটী প্রার্থনা জানাইলেন। ২০ তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি চাও ?” তিনি বলিলেন, “অনুমতি করুন, আপনার রাজ্যে,

* অর্থাৎ সাধনাপথের অগ্রগামী পথিকও হয় ত পিছাইয়া পড়িবে, এব পশ্চাদ্গামীরাও হয় ত ( সাধনা ও অধিকার ভেদে ) অগ্রগামী হইবে।

নূতনপাঠে, এই শ্লোকের for many be called, but few chosen. এটুকু নাই।

আমার এই পুত্রদ্বয়ের একটী আপনার দক্ষিণে এবং অপরটি যেন আপনার বামে বসিতে পায়।” ২১ কিন্তু যিশু তদুত্তরে বলিলেন, “তোমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা তোমরা জান না। আমি যাহা পান করিতে যাইতেছি, তোমরা কি তাহা পান করিতে পার?” তাহারা বলিল, “আমরা পারি।”২২ তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “আমার যাহা পেয়, তোমরা অবশ্য তাহা পান করিতে পার, কিন্তু আমার দক্ষিণে বা বামে উপবেশন করিতে দিবার অধিকার আমার নাই; কেননা, আমার পিতা যাহাদিগের জন্য ঐ স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, উহা তাহাদিগেরই।” ২৩ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দশজনে ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইল; ২৪ কিন্তু যিশু তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “তোমরা জান যে, বিধর্ম্মীদলের শাসকসম্প্রদায় তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করে, এবং তাহাদিগের প্রভুরা আবার তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করে; ২৫ কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে তেমন (শাসন ব্যবহার) চলিবে না; তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মহান হইতে চাহে, সে তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিবে; ২৬ এবং যে তোমাদিগের মধ্যে প্রথম হইতে চাহে, সে তোমাদিগের দাসত্ব করিবে। ২৭ কেননা, মনুষ্যপুত্র সেবাপ্রাপ্ত হইতে আইসেন নাই, বরং অনেকের পরিচর্য্যা করিতে এবং তাহা-

দিগের মুক্তির মূল্যরূপে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াছেন।”* ২৮

তদনন্তর জেরিকো হইতে প্রস্থান কালে, বহুসংখ্যক লোক তাঁহার অনুগামী হইল। ২৯ দুইজন অন্ধ পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল, যিশু যাইতেছেন, যখন তাহারা এই কথা শ্রবণ করিল, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “প্রভু! ডেবিডের বংশতিলক! আমাদিগের প্রতি কৃপা কর।” ৩০ তাহাদিগকে নীরব করিবার জন্য লোকসকল ধমক দিল, কিন্তু (তাহাতে) তাহারা (বরং) অধিকতর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “প্রভু! ডেভিডের বংশতিলক! আমাদিগের প্রতি কৃপা কর।” ৩১ যিশু দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “তোমাদের প্রার্থনা কি? তোমাদের জন্য আমি কি করিব?” ৩২ তাহারা বলিল, “প্রভু! আমাদিগের চক্ষু যেন উন্মীলিত হয়।” ৩৩ যিশু

* তিনি সেবা লইতে আইসেন নাই, বরং সেবা করিতে, পাপীর মুক্তির জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াছেন। পাপীতাপী, দুষ্ক্রিয়ার জঘন্য কূপে নিপতিত দীনহীনগণের পাপ বিমোচনার্থ আসিয়াছেন। এ আগমন অবতরণের মূলে, বিশ্বের সভক্তি প্রণতি যোগ্য। তিনি লইতে আইসেন নাই, দিতে আসিয়াছেন; তিনি সংসারবাসীর সাহায্য, দয়া, ধন কি আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আইসেন নাই, বরং লোকের এই সকল প্রার্থনার দাতারূপে আসিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিশু খ্রীষ্টের এই “সেবা” রাজসূয় যজ্ঞকালে সমাগত ব্রাহ্মণগণের পাদধৌতাদি ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের নেত্রস্পর্শ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা দৃষ্টিশক্তিলাভ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। ৩৪

---

## একবিংশ কল্প

জেরুজিলমে খ্রীষ্টের গর্দ্দভারোহণ—মন্দির হইতে ঐ গর্দ্দভের ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বিতাড়ন—ডুম্বরবৃক্ষে অভিসম্পাৎ- যাজক ও প্রাচীনগণকে নির্ব্বাক করণ—উভয় পুত্রের উদাহরণ দ্বারা তাহাদিগকে ভৎর্সনা এবং কৃষক ও তাহাদিগের আগমন বিবরণ বর্ণনা।

---

তদনন্তর তাঁহারা জেরুজিলমের নিকটবর্ত্তী অলিব পর্ব্বত * পার্শ্বস্থ বেথ্ফাগী গ্রামে উপনীত হইয়া, ১ যিশু দুইটী শিষ্য প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "সম্মুখবর্ত্তী ঐ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবে, একটী গর্দ্দভী বৎস্যসহ রজ্জুবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার বন্ধন মোচন করিয়া আমার নিকট লইয়া অইস। ২ যদি কেহ তোমাদিগকে কিছু বলে, তোমরা বলিও, উহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাহা হইলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে প্রেরণ করিবে।" ৩ তদনন্তর এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইল; যেন ভবিষ্যদ্বক্তার কথিত বাণী সিদ্ধ হয়। (ভবিষ্যদ্বক্তা) বলিয়াছিলেন,—৪

* Mount of Olives.

"তোমরা সিয়ন-কন্যাকে * বল, ঐ দেখ, তোমার সেই মৃদুস্বভাব রাজা গর্দ্দভ ও গর্দ্দভশাবকে আরূঢ় হইয়া তোমার নিকটেই সমাগত হইতেছেন।"

অতঃপর শিষ্যদ্বয় প্রস্থান করিল, এবং যিশুর আদেশানুরূপ কার্য্য সংসাধন পূর্ব্বক ৬ সেই সবৎসা গর্দ্দভীকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়া, তাহাদের পৃষ্ঠে আপনাদের গাত্রবস্ত্র বিস্তৃত করিয়া দিল; তিনি তদুপরি অরোহণ করিলেন। ৭ তখন (অনুগামী) লোকসাধারণের বহুসংখ্যক ব্যক্তি স্ব স্ব গাত্রবস্ত্র পথের উপর পাতিয়া দিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ বা বৃক্ষশাখা কর্ত্তন করিয়া পথিমধ্যে পাতিয়া দিতে লাগিল। ৮ তাঁহার অগ্রগামী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকসাধারণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—

"ডেভিডের সন্তানের প্রতি হোশেন্না, †
যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ!
ঊর্দ্ধতম লোকে হোশেন্না।" ৯

অনন্তর যখন তিনি জেরুজিলমে আসিলেন, তখন নগর মধ্যে রোল পড়িয়া গেল। সকলেই

* The daughter of Zion. সিয়ন-কন্যা। সিয়ন, জেরুজিলম প্রদেশের প্রধান পর্ব্বত। সিয়ন-কন্যা এখানে জেরুজিলমের লোক সকলকে উপলক্ষিত। সিয়ন-কন্যা, অর্থাৎ সিয়নের জননী—সিয়নের লোকসাধারণের জননী। জননী বলিলেই জনিতের নাম করিবার প্রয়োজন হয় না। মোটের উপর, জেরুজিলমের অধিষ্ঠাত্রী।

† Hosanna, জয়ধ্বনি।— আনন্দসূচক রোল।—মঙ্গলধ্বনি।—*Holy hurrah.* আমাদের দেশের যেমন হুলাহুলি বা হুলুধ্বনি, রোমে যেমন *Lo triumphe*, ফরাসীদেশে যেমন *Vive*, গ্রীসদেশে তেমনি *Hosanna.* ইহার প্রকৃত অর্থ, সর্ব্বরক্ষা, O save—রক্ষা ভার।

বলিতে লাগিল, "ইনি কে ?" ১০ লোকেরা তদুত্তরে বলিল, "ইনিই গালিলী প্রদেশের নজারৎ হইতে সমাগত ভবিষদ্বক্তা যিশু।" ১১

তদনন্তর যিশু, ভগবানের মন্দিরে * প্রবেশ করিলেন, এবং যাহারা মন্দিরমধ্যে ক্রয়বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদের সকলকে বাহির করিয়া দিলেন। পোদ্দারদিগের টেবিল এবং কপোত-বিক্রেতাদিগের আসন উল্টাইয়া দিয়া, ১২ তাহা-দিগকে বলিলেন, "লিখিত আছে, আমার গৃহ, উপাসনা-গৃহ নামে অভিহিত হইবে; কিন্তু তোমরা উহাকে দস্যুর গুহা করিয়া তুলিয়াছ।" ১৩ অতঃপর অন্ধ ও খঞ্জ লোক সকল মন্দিরে, তাঁহার নিকট সমাগত হইল, এবং তিনি তাহাদিগকে নিরাময় করিলেন। ১৪ তৎকৃত অলৌকিক ক্রিয়া এবং মন্দিরমধ্যে শিশুগণকে "ডেভিডের তনয়ের প্রতি হোশেন্না" বলিয়া চীৎকার করিতে দেখিয়া, প্রাধন পুরোহিত ও আচার্য্যেরা বিরক্তি প্রণো-দিত হইল, ১৫ এবং তাঁহাকে বলিল, "ইহারা কি বলিতেছে, শুনিতেছ ?" যিশু তাহাদিগকে বলি-লেন, "হাঁ, শুনিতেছি"। তোমরা কি অধ্যয়ন কর নাই যে—(হে প্রভু) শিশু ও স্তন্যপায়ীদিগের মুখেই

* The temple of God—ভগবানের মন্দির। অনেক প্রাচীন পাঠে of God শব্দ নাই।

তোমার স্তব সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ?"* ১৬ তদনন্তর তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, নগরের বাহিরে বেথানীতে গমন পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৭

প্রভাতে, নগরে পুনঃ প্রত্যাগমন পথে, তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন, ১৮ এবং পথিপার্শ্বস্থ এক ডুম্বরবৃক্ষ দেখিয়া তাহার নিকটে গমন করিলেন, কিন্তু পত্রব্যতীত তাহাতে আর কিছুই পাইলেন না। তখন তিনি ডুম্বরবৃক্ষের প্রতি বলিলেন, "অদ্য হইতে আর যেন তোমাতে কখনও ফল না ধরে।" তৎক্ষণাৎ ডুম্বরবৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। † ১৯ শিষ্য সম্প্রদায় এতদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিল, "কিরূপে এই ডুম্বরবৃক্ষ এখনি শুষ্ক হইয়া গেল ?" ২০ তাহাতে যিশু উত্তর করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, যদি সন্দেহ না কর, তাহা হইলে এই ডুম্বরবৃক্ষের প্রতি যাহা কৃত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহা কেন ; তোমরা যদি ঐ পর্ব্বতকে বল, উৎপাটিত হইয়া সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হও,

* Out of the mouth of babes and sucklings, thou hast perfected praise ? একথা শাস্ত্রবাক্য। সাংসারিক অধিবাদশূন্য স্বভাবসরল শিশুর মুখে যে স্তব, তাহাই ভগবানের সম্পূর্ণ স্তব। হিন্দুশাস্ত্রে ধ্রুব প্রহ্লাদাদির স্তব সেই জন্যই সর্ব্বত্র এত সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে।

† let there be no fruit from thee henceforward for ever. এইরূপ অভিসম্পাত সর্ব্বত্রই দেখা যায়। তুলসী প্রভৃতির উপর অভিসম্পাত হিন্দুশাস্ত্রেও সর্ব্বজনবিদিত।

তাহা হইলে তাহাই হইবে। ২১ তোমরা রবিশ্বাসে সহিত যাহাই কেন প্রার্থনা কর না, তাহাই প্রাপ্ত হইবে।" * ২২

তদনন্তর তিনি মন্দিরে আসিয়া উপদেশ দিবার সময়, প্রধান পুরোহিতগণ ও প্রাচীনেরা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "তুমি কোন্ শক্তিতে এই সকল কার্য্য করিতেছ ? তোমাকে এ শক্তি কে দিয়াছে ?" ২৩ যিশু তদুত্তরে বলিলেন, "আমিও তোমাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই ; যদি তোমরা তাহা আমাকে বল, তবে কোন্ শক্তিতে আমি এ সকল কার্য্য করিতেছি, আমিও তোমাদিগকে তাহাই বলিব। ২৪ জনের দীক্ষা † কোথা হইতে ? স্বর্গ, না মনুষ্য হইতে ?" তখন তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল, "যদি

* And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. পূর্ণভাবে অনুভূত অভাব এবং তৎসহ ঐকান্তিকী বিশ্বাস, এতদুভয় একত্রিত হইলেই প্রার্থনার পরিতোষ জন্মে। একথা হিন্দু-দর্শনাদিতে প্রচুর পরিমাণেই পরিদৃষ্ট হয়। এ বিশ্বরাজ্যের যিনি পরিত্রাতা, বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিলে, তিনি সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। গীতাশাস্ত্রে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

Whatever form a devotee desires to worship in faith, in the same unswerving faith I ordain. *Lord's Lay*, 7-21.

† Baptism দীক্ষা।

আমরা বলি স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে ইনি আমাদিগকে বলিবেন, 'তবে তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই কেন?' ২৫ আর যদি বলি মনুষ্য হইতে, তাহা হইলে (এই) লোকসাধারণকে ভয়! কেননা, তাহারা সকলেই জনকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া ধারণা করে।" ২৬ অতএব তাহারা যিশুর প্রশ্নোত্তরে বলিল, "আমরা জানি না।" যিশুও তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, "কোন্ শক্তিতে আমি এই সকল কার্য্য করি, আমিও তাহা তোমাদিগকে বলিব না, ২৭ কিন্তু তোমরা ভাব কি? এক ব্যক্তির * দুই পুত্র; তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'পুত্র! যাও, আজি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়া কর্ম্ম কর।' ২৮ সে তখন বলিল, 'যাইব না', কিন্তু শেষে অনুতপ্ত হইল এবং গমন করিল। ২৯ তদনন্তর ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয় পুত্রের নিকটে আসিয়াও ঐ প্রকার বলিলেন। দ্বিতীয় পুত্র বলিল, 'যে আজ্ঞা, আমি যাইব', কিন্তু সে গেল না। ৩০ এই দুই পুত্রের মধ্যে কে পিতার আদেশ পালন করিল?" প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনেরা বলিল, "জ্যেষ্ঠ।" (তখন) যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, কর-আদায়কারী ও বারবনিতারা তোমাদিগের অগ্রেই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করি-

* A man, পুরাতন পাঠে আছে, *Certain.* উদার সংশোধিত পাঠ ঐ দ্ব্যর্থ ভাব, (এক প্রসঙ্গ সংস্রবে, অন্য ভগবান্ সম্বন্ধে) ত্যাগ করিয়াছেন।

তেছে। ৩১ কেননা, জন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া তোমাদিগের নিকট আসিলেন, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না; কিন্তু কর-আদায়কারী ও বেশ্যারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল; অপিচ তোমরা এ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অনুতাপ করিলে না, যাহাতে তাঁহার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস জন্মে। * ৩২

"আর এক দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। একজন গৃহস্বামী দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে রক্ষাবেষ্টনী দিলেন, সুরাকুণ্ড খণন করাইলেন, এবং তথায় একটী উচ্চ হর্ম্ম প্রস্তুত করাইয়া তাহা কৃষকদিগকে জমা করিয়া দিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। ৩৩ তদনন্তর যখন ফলঋতু নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তিনি ফলসংগ্রহের জন্য আপনার ভৃত্যদিগকে সেই কৃষকদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। ৩৪ কৃষকেরা ভৃত্যগণকে ধরিয়া কাহাকে প্রহার করিল, কাহাকে হত্যা করিল এবং কাহাকে বা প্রস্তরাঘাতে আহত করিল। ৩৫ আবার তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভৃত্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু

* গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

O son of Pritha, having taken refuge in Me, even those who are of evil womb-women, Vaisyas and Sudras, proceed to the supreme goal. *Lord's Lay*, 9—32 ( Math : XXI. 31, 32 )

তাহাদিগের প্রতিও কৃষকেরা পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিল। ৩৬ তদনন্তর তিনি তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; বলিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে (অবশ্য) সমাদরে গ্রহণ করিবে। ৩৭ কিন্তু কৃষকেরা যখন তাঁহার পুত্রকে দেখিল, তখন তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, এইই উত্তরাধিকারী। আইস, ইহাকে হত্যা করিয়া বিষয় সম্পত্তি সকল হস্তগত করি। ৩৮ এই বলিয়া তাহারা তাহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র হইতে বহির করিয়া দিল, এবং (শেষে) হত্যা করিল। ৩৯ কিন্তু যখন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিকারী আসিবেন, তখন তিনি ঐ কৃষকদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন ?" ৪০ পুরোহিত ও প্রাচীনেরা বলিল, "তিনি ঐ দুরাত্মাদিগকে নির্দ্দয়রূপে ধ্বংস করিয়া, প্রতি ঋতুতে ফল দেয়, এমন কৃষকদিগকে ঐ দ্রাক্ষাক্ষেত্র জমা করিয়া দিবেন।" ৪১ যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে অধ্যয়ন কর নাই,—

যে প্রস্তর স্থপতিরা অকর্ম্মণ্য বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল,
তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইল।
ইহা প্রভুই করিলেন,
তথাপি তাহাও আমাদিগের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর হইল। * ৪২

"এইজন্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, স্বর্গরাজ্য তোমাদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহণ

---

* This was from the Lord, ইহা প্রভু (Jesus Christ) হইতেই হইল, অথবা ইহা প্রভুই করিলেন। পুরাতনপাঠে আছে, this is the

করিয়া, উহা ফল উৎপাদনে সমর্থ, এমন কোনও এক জাতিকে প্রদত্ত হইবে। ৪৩ এই প্রস্তরের উপর যে পতিত হইবে, সে খণ্ড বিখণ্ড এবং এই প্রস্তর যাহার উপর পড়িবে, সে ধুলিবৎ চূর্ণ হইবে।" * ৪৪ প্রধান পুরোহিত ও আচার্য্যেরা এই দৃষ্টান্ত শ্রবণ করিল এবং বুঝিল যে, যিশু তাহাদিগের কথাই বলিয়াছেন। ৪৫ ইহাতে তাহারা তাঁহাকে ধরিবার

Lord's doing. ইহা ভগবানের কার্য্য। ভগবানের কার্য্যই ঐ প্রকার দুর্জ্ঞেয়; সসীম জ্ঞানবিবেক সম্পন্ন মানব, ঐ সকল কার্য্যের মূলানুসন্ধানে অসমর্থ হইয়াই বিস্মিত হয়। আরও এক কথা; প্রাসাদনির্ম্মাণকারী রাজমিস্ত্রিরা যে প্রস্তর অকর্ম্মণ্য বলিয়া হতাদরে ফেলিয়া দিয়াছিল, ভগবান তাহাতেই চূড়া নির্ম্মাণ করিলেন। ইহজগতে যাহারা অকর্ম্মণ্য বলিয়া হতাদৃত হয়, ভগবান তাহাদিগকে হতাদর করেন না। সংসার করিতে আসিয়া সংসারের কাছে এমন খ্যাতি না পায় কে? অকর্ম্মণ্য খ্যাতি এবং তজ্জনিত হতাদর, সংসারে আসিয়া মানবের ভাগ্যে ঘটিয়াই থাকে, কিন্তু তিনি হতাদর করেন না। সেই দয়াময়ের নিকটে ছোট বড় সকলেই সমান;—হতাশযন্ত্রনাগ্রস্ত, সন্তপ্ত এবং সংসারের সর্ব্বপ্রকার হতাদরে ম্রিয়মান লোকসাধারণের পক্ষে, এ আশ্বাসবাণী, বড়ই মধুর! বড়ই মহিমাময়।

তৎকর্ত্তৃক হতাদৃত হইবার সম্ভাবনাই বা কোথায়? তিনিই ত রক্ষা-কর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা এবং স্রষ্টা। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

The good, the nourisher, the Lord, the witness, the place of dwelling, the refuge, the friend, the source, the end, the place of continuance, the store-house, the eternal seed ( I am. ) *Lord's Lay*, 9-18.

* it will scatter him as dust. পুরাতন পাঠ, it will grind him to powder, পিষিয়া ধূলিবৎ করিবে।

ইচ্ছা করিল, কিন্তু লোকসাধারণের ভয় পাইল; কেননা, লোকে তাঁহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া মনে করিত। * ৪৬

* প্রকৃত প্রস্তাবে ভয়ের কারণ, ভবিষ্যদ্বক্তা বা দৈববক্তা। যিশু দৈববক্তা বলিয়া লোকসাধারণ কর্তৃক পূজিত, সুতরাং তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলে, লোকে সহিবে কেন? দৈববক্তা বা ভবিষ্যদ্বক্তার এ পূজাই তার কারণ, তাঁহাতে ও ভগবানে অভেদ। তিনি ভগবানে অনন্যচিত্ত ও ভজনপরায়ণ।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতম্।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥

But the great-souled ones united to god-like nature, knowing me to be the exhaustless origin of all things, worship me with minds that turn to nothing else. *Lord's Lay*, 9-13.

ভবিষ্যদ্বক্তা, সাদা-কথায় ঐশিক শক্তিবিশিষ্ট ইহলোকে অবতীর্ণ কোনও নরাবয়ব। —ইহসংসারে ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত জানিবার অন্য কোনও সুগম উপায় নাই, কেননা মনুষ্যের ভবিষ্যৎ অংশ ঐ প্রকার অন্ধকারে রাখাই ভগবানের ইচ্ছা। তবে সেই ভবিষ্যতের অন্ধকারে দেখিতে পায় কাহারা? যাহারা ভগবানের তাদৃশ শক্তি লইয়া ইহজগতে জন্মপরিগ্রহ করে, তাহারাই। যিশু ভবিষ্যদ্বক্তা, লোকের নিকট তিনি তদ্রূপ সম্মানে পূজিত, বিধর্ম্মীদিগের সেই জন্যই ভয়।

# দ্বাবিংশ কল্প

রাজপুত্রের বিবাহ বিষয়ক দৃষ্টান্ত -বিধর্ম্মী-সম্ভাষণ—বিবাহ-পরিচ্ছদপ্রার্থীদিগের শাস্তি—সিজর-রাজাকে কর দেওয়া উচিত—ধর্ম্মধ্বজীদিগের পুনরুত্থান * সম্বন্ধীয় মত, খ্রীষ্ট কর্তৃক উহার খণ্ডন—ব্যবহারজীবীদিগের প্রতি উত্তর—ইহাই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ আদেশ -এবং মুশা সম্বন্ধে বিধর্ম্মীদিগের নির্ব্বাক করণ।

যিশু পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে ও প্রাচীনগণকে দৃষ্টান্ত সহযোগে বলিতে লাগিলেন, ১ "স্বর্গরাজ্য এমন একজন নৃপতির তুল্য, যিনি তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে ভোজের আয়োজন করিলেন, ২ এবং সেই বিবাহ উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিতগণকে আহ্বান করিবার জন্য ভৃত্যদিগকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু নিমন্ত্রিতেরা আসিতে চাহিল না। ৩ পুনরায় তিনি

---

* Resurrection—মৃত্যুর পর দেহ কবর মধ্যে রক্ষা করা হয়। শেষ বিচার দিনে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে কৃতকর্ম্ম, তাহার দণ্ডপুরস্কার গ্রহণকালে সকল সদসৎ আত্মাই স্ব স্ব সমাধি হইতে উত্থান করে, এবং কর্ম্মানুযায়ী দণ্ড পুরস্কার গ্রহণ করিয়া থাকে। পরন্তু প্রায় সকল শাস্ত্রেই এ আভাস দেখা যায়। দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তির ব্যবচ্ছেদ ক্ষণ মুহূর্ত্ত হইতে কোটীকল্প হউক না কেন, একটু কাল আছে। এই যে কাল, ইহা কতটুকু? খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মশাস্ত্রে সেই শেষ বিচার দিন পর্য্যন্ত। সাদা কথায় বুঝিতে গেলে, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত। হিন্দুশাস্ত্রও এই ব্যবচ্ছেদকালের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাহারি পরিমাণ অতি সামান্য। গীতায় আছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২।২২।

As abandoning clothes that are decayed a man takes other clothes that are new, so the dweller in the body, abandoning bodies that are decayed goes in to other bodies that are new. *Lord's Lay.* 2-22.

অন্যান্য ভৃত্যদিগকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, নিমন্ত্রিতগণকে বলিও, আমি আহারীয় বস্তু সমুদায় প্রস্তুত করিয়াছি। আমার বৃষ প্রভৃতি হৃষ্টপুষ্ট পশু সকল হত হইয়াছে, সমস্তই প্রস্তুত; (অতএব) বিবাহ উৎসবে আপনারা আগমন করুন। ৪ নিমন্ত্রিতেরা কিন্তু ইহাও গ্রাহ্য করিল না; তাহারা কেহ ক্ষেত্রে, কেহবা ব্যবসায় স্থানে, এইরূপ স্ব স্ব গন্তব্যপথে প্রস্থান করিল। ৫ অবশিষ্ট সকলে তাঁহার ভৃত্যগণকে ধরিয়া অতি নির্দ্দয় ভাবে প্রহার এবং (শেষে) তাহাদিগকে হত্যা করিল। ৬ ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক ঐ সকল হত্যাকারীদিগের বিনাশ করিয়া তাহাদিগের নগর দগ্ধ করাইলেন। ৭ তৎপরে তিনি তাঁহার (অন্য) ভৃত্যদিগকে বলিলেন, 'ভোজ প্রস্তুত, কিন্তু যাহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহারা অযোগ্য। ৮ অতএব তোমরা নগরের রাজপথ সকলের মোড়ে যাও এবং যত লোক পাও, এই বিবাহ-ভোজে ডাকিয়া আন।' ৯ ভৃত্যেরা রাজপথে গমন করিল এবং সৎ ও অসৎ (নির্ব্বিশেষে) যে যত পারিল, ডাকিয়া আনিল; তখন বিবাহ মহোৎসব নিমন্ত্রিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ১০ কিন্তু রাজা (স্বয়ং) যখন অতিথিদর্শনে আসিলেন, তখন সেই নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে মলিনবস্ত্রপরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন ১১ এবং বলিলেন,

'বন্ধু! বিবাহপরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে?' সে নির্ব্বাক। ১২ তখন রাজা ভৃত্যবর্গের প্রতি আদেশ দিলেন, 'ইহার হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক বহিঃস্থ অন্ধকারে নিক্ষেপ কর।১৩ কেননা, আহূত হয় বিস্তর, কিন্তু নির্ব্বাচিত হয় অতি অল্পই।' "* ১৪

তদনন্তর কি করিয়া তাঁহারই কথায় তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবে, ফারিসীরা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, সে জন্য পরামর্শ করিতে লাগিল; ১৫ এবং হিরোদ-বংশীয়দিগের সহিত আপনাদের শিষ্যগণকে প্রেরণ পূর্ব্বক বলিয়া দিল, "আচার্য্য! আমরা জানি, আপনি সত্যপরায়ণ এবং ভগবানের সত্যপথই শিক্ষা দিতেছেন, (এজন্য) আপনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না; কেননা, আপনি কোনও ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন। ১৬ অতএব আমাদিগকে বলুন, আপনি কি বিবেচনা করেন? সিজরকে করদান করা বিধানসঙ্গত, কি না?" ১৭ যিশু তাহাদিগের এই দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "রে কপট! কেন তোমরা আমাকে পরীক্ষা করিতেছ? ১৮ (ভাল,) কর-মুদ্রা আমাকে দেখাও।" তাহারা তাঁহার নিকট একটী আধুলী আনিয়া দিলে ১৯ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,

* For many are called, but few chosen.

"ইহাতে কাহার মূর্ত্তি এবং নামাঙ্কিত আছে?" ২০ তাহারা বলিল, "সিজরের।" তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তবে সিজরের যাহা, তাহা সিজরকে এবং ভগবানের যাহা, তাহা ভগবানকে প্রদান কর।" ২১ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা বিস্মিত হইল, * এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল। ২২

সেই দিনই পুনরুত্থানবিরোধী সাদ্দুকীরা † তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

---

* তাহারা?—হিরোদীয়েরা এবং বিধর্ম্মী প্রেরিত তাহাদের শিষ্যেরা।

† ইহুদিদিগের সহিত কেবল খ্রীষ্টানগণেরই মতভেদ নহে, পরকালবাদ যে ধর্ম্মের বিধান সেই ধর্ম্মের সহিতই উহাদিগের মতভেদের প্রথম ও প্রধান কারণ, পুনরুত্থান (resurrection)। পুনরুত্থান সংস্কার, মৃত্যুর পর সদসৎ কর্ম্মের দণ্ডপুরস্কার গ্রহণের জন্য; সেই দণ্ড পুরস্কারের অবান্তর ফল, পুনর্জ্জন্ম, জন্মান্তর, দেহান্তর এবং সেই পাপপুণ্যভোগার্থ তদুপযোগী লোক সকল প্রাপ্তি, পরকালবাদিগণকে এ কথা বিশ্বাস করিতে হয়; যাহারা আস্তিক, তাহারা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য। কেননা, আত্মা বলিলেই তাহার নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে মৃত্যু? উহা বাল্যকৌমারাদির ন্যায় একটা অবস্থা। কি দেহাশ্রিত, কি দেহনির্ম্মুক্ত; আত্মা সর্ব্বদাই অক্ষয় ও অনন্ত। এই মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন—

দেহিনোঽস্মিন যদা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

As for the lord of the body, there are in this body childhood, youth and decay; so is there the attaining of another body; by this the man of wisdom is not deluded.

এ অবস্থা, আত্মার সূক্ষ্মাবস্থা। বাহ্যজগতপরিদৃষ্ট শক্তিমত্বা এবং স্থূলদেহসাধ্য ক্রিয়ার অতীত, স্থূলদেহশূন্য, অথচ তদ্রূপ এবং তদতীত শক্তি-মত্ত্বার আধার যে সূক্ষ্মদেহ, এবং তাহার যে অবস্থা, স্বর্গদূতগণ সেই অবস্থাপন্ন;

করিল, ২৩ "আচার্য্য ! মুশা বলিয়াছেন,'যদি কোনও ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তবে তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা, সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া (মৃত) ভ্রাতার জন্য পুত্রোৎপাদন করিবে।' ২৪ আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাত ভাই ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিল এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায়, স্ত্রীকে ভ্রাতার জন্য রাখিয়া গেল। ২৫ পরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হইতে সপ্তম ভ্রাতা পর্য্যন্ত এইরূপই ঘটিলে, ২৬ শেষে স্ত্রীরও মৃত্যু হইল। ২৭ এখন পুনরুত্থান কালে ঐ রমণী, সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে কাহার স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইবে? সে ত সকলেরই (স্ত্রী) হইয়াছিল।" ২৮ যিশু তাহাদিগকে এতদুত্তরে বলিলেন, "ঈশ্বরের শক্তি ও

---

মানুষ পুনরুত্থান কালে তদ্রূপ অবস্থা লাভ করে। দেহত্যাগ করিলেও আত্মা তদ্রূপ শক্তিমত্তা ও সূক্ষ্মাবস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক পুনরুত্থান করিয়া থাকে। এ অবস্থা আত্মার, কেননা আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার স্বরূপকীর্ত্তনে ভগবান গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

Not this (the Ego) the weapons pierce, not this does fire burn, nor this does water wet, nor the wind dry up.

This is called unpierceable unburnable, also unwetable and undriable; eternal, allpervading, constant this,—changeless, ever the same, unmanifest this unconginable this, and unvarying, *Lord's Lay* 2-23, 24,

শাস্ত্রতত্ত্বে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। ২৯ কেননা, পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করেও না, বিবাহ দেয়ও না ; তাহারা তখন স্বর্গদূতের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। * ৩০ মৃতের পুনরুত্থান বিষয়ে ভগবান্ তোমাদিগের প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা অধ্যয়ন কর নাই ? ৩১ (তিনি) বলিয়াছেন,— আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাকের ঈশ্বর এবং জেকবের ঈশ্বর ! ঈশ্বর মৃতের ঈশ্বর নহেন, জীবিতের ( ঈশ্বর )।" † ৩২

* মুশার বিধান, কোনও লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, তাহার কনিষ্ঠ, ঐ মৃতের জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবে। হিন্দুসমাজেও এ বিধান বেণরাজা কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছিল, উচ্চসমাজে অতি অল্পদিন। সে বিধান মহর্ষি মনু স্বীয় সংহিতায় বলিয়াছেন,—

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধি গন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥ ৯। ৫৯

হিরোদবংশীয়দিগের সহিত বিধর্ম্মীদিগের প্রেরিত যে সকল শিষ্য আসিয়াছিল, তাহারা বলিল, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother. 25. যিশুখ্রীষ্ট বলিলেন পুনরুত্থানের সহিত বিবাহাদি কোনও লৌকিক কর্ম্মের সম্পর্ক নাই, তখন তাহারা স্বর্গদূতের অবস্থাপন্ন।

† আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, আমি ইসাক ও জেকবের ঈশ্বর, আমি জীবিতের ঈশ্বর। আব্রাহাম প্রমুখ ব্যক্তিত্রয়, কেবলমাত্র ঈশ্বরে অধিকারী। ইঁহাদের নিকট ভগবান চিহ্নিত এবং ইঁহারাও তাঁহার নিকট চিহ্নিত। এই চিহ্নিত ভগবান্ ( Covenant-God ) কেন এ কথা বলিলেন ? তিনি কি আর কাহারও নহেন ? তিনি সকলেরই। উপস্থিত বিধর্ম্মী ও ধর্ম্মধ্বজিগণ হইতে ধার্ম্মিক এবং তদনুগত আব্রাহামাদিগকে বিশেষ করিবার জন্য এবং ধর্ম্ম প্রবণতা ও তৎপ্রতি একনিষ্ঠ ভক্তির উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ, তিনি তাহাদিগের নিকট এইরূপ 'চিহ্নিত ভগবান' রূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লোকসাধারণ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার শিক্ষাতে * বিস্মিত হইল। ৩৩

সাদ্দূকীদলকে যীশু নির্ব্বাক করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া ফারিসি সম্প্রদায় তাহাদিগের সহিত একত্র মিলিত হইল, ৩৪ এবং তাহাদেরই দলের এক ব্যবস্থাপক, যীশুকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, ৩৫ "আচার্য্য! বিধান শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ কি?" ৩৬ তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত প্রাণ এবং সমস্ত মন দিয়া, তোমার প্রভু ভগবান্‌কে ভালবাস। † ৩৭

তিনি জীবিতের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইহসংসারে যেখানে যে কোনও ক্ষুদ্র বৃহৎ জীবিত প্রাণী আছে, তিনি তাহাদের ঈশ্বর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

Being even birthless, exhaustless in essence, and being even the lord of all creatures. *Lord's Lay* 4-6.

* Teaching. পুরাতন পাঠে আছে, Doctrine. তাঁহার উপদেশ, তিনি যে শিক্ষা দিতেছেন, সেই শিক্ষার উপদেশ শুনিয়াই সকলে বিস্মিত হইল।

† এইরূপে মনঃপ্রাণ দিয়া ভগবানকে ভালবাসার ফল। গীতা বলিতেছেন,

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

Thus devoting the heart, the sage in meditation, free from imperfections, obtains without difficulty the acme of bliss by union with the supreme spirit. *Lord's Lay* 6-28.

ভালবাসা, ভক্তি, প্রেম ও প্রীতি; একই বস্তুর পাত্র ও প্রয়োগভেদে নামান্তর। মনঃপ্রাণ ও চিত্তের সহিত একনিষ্ঠ ভক্তি সম্বন্ধে গীতার উক্তি,—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

ইহাই প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান উপদেশ। * ৩৮ আর ইহারই তুল্য দ্বিতীয় উপদেশ, তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর। † ৩৯ এই দুই আদেশের শৃঙ্খলে তাবৎ বিধান ও বিধাতাগণ (ভবিষ্যদ্বক্তাগণ) সংবদ্ধ।” ৪০

অতঃপর ফারিসীরা একত্রিত হইলে, য়িশু তাহাদিগকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; ৪১

Of them the wise man, eternally illuminated, devoted exclusively to Me, is the best. I am indeed, extremely beloved of the wise men, and he of Me. *Lord's Lay.* 7-17.

* ইহাই বিধানশাস্ত্রের সার উপদেশ। বিধানশাস্ত্র কেন, ইহাই ধর্ম্মনীতি ও খ্রীষ্টধর্ম্ম শাস্ত্রের সার উপদেশ। এই সার উপদেশ সনাতন, জগতের সকল সনাতন, ধর্ম্ম, এই একই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কেবল নামান্তর, অবস্থান্তর এবং প্রয়োগান্তরে নানা মতান্তর ঘটিয়াছে বৈ ত নয়।

† প্রতিবেশী মণ্ডলীর প্রতি প্রীতি কর, আত্মবৎ দর্শন কর, এ উপদেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠই বটে। হিন্দুর চাণক্য-নীতিতেও আছে,—

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

সকল প্রাণীকে যে আত্মবৎ জ্ঞান করিতে পারে, সেইই জ্ঞানী। সর্ব্বপ্রাণীর আত্মায় আত্মা সম্মিলন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

Steadfastly devoted to the means for the attainment of spiritual knowledge, pure in heart with the body conquered and the senses subdued, for whom the only self is the Self of all creatures, is untouched, though performing action. *Lord's Lay.* 5-7.

গীতার অন্যত্র, —

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬। ৩২

বলিলেন, "খ্রীষ্ট সম্বন্ধে তোমরা কি মনে কর? তিনি কাহার সন্তান?" তাহারা তাঁহাকে বলিল, "ডেভিডের সন্তান।" ৪২ (তখন) তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তবে ডেভিড কি করিয়া আত্মার সংবেশে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিলেন? বলিলেন,—৪৩

"প্রভু আমার প্রভুকে বলিলেন, যে পর্য্যন্ত আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পদতলগত না করি, সে পর্য্যন্ত তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন কর?" ৪৪

ডেভিড যখন তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন তিনি তাঁহার সন্তান কিরূপে?" ৪৫ কেহ তাঁহার একটী কথারও উত্তর দিতে পারিল না; এবং সেই দিন হইতে তাঁহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেও (কেহ) সাহস করিল না। ৪৬

---

# ত্রয়োবিংশ কল্প।

বিধর্ম্মী ও ফরাসীগণের কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ পরিহার পূর্ব্বক, শিষ্টশাস্ত্রের অনুসরণ করিবার জন্য লোকসাধারণের প্রতি খ্রীষ্টের উপদেশ তাঁহার শিষ্যগণের ঐহিক ঐশ্বর্য্যে স্বতঃ নিস্পৃহতা —তাহাদিগের কপটাচার ও অজ্ঞানান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁহার অষ্টধীক্কার এবং অনুযোগ ও জেরুজিলমের ধ্বংস বিষয়ে দৈববাণী।

---

তদনন্তর যিশু সমাগত লোকসাধারণ ও স্বীয় শিষ্যগণকে বলিলেন, ১ "শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফারিসীরা মুশার আসনে অধিষ্ঠান করে, ২ অতএব তাহারা যাহা আদেশ করে, তাহার অনুসরণ ও পালন করিও, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্যের অনুসরণ করিও না। ৩ কেননা, তাহারা বলে, কিন্তু করে না। বস্তুতঃ তাহারা গুরুভার ও দুর্ব্বহ বোঝা বন্ধন করিয়া, তাহা লোকের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয়; কিন্তু আপনারা অঙ্গুলিস্পর্শেও তাহা স্থানান্তরিত করিতে চাহে না। ৪* কেননা, তাহারা

---

* উপদেশ ও উপদেষ্টার চরিত্রভেদ সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট, তাই যিশু শাস্ত্রাধ্যাপকগণের শাস্ত্রীয় উপদেশ গ্রহণ ও পালন করিতে বলিতেছেন, কিন্তু তাহাদিগের চরিত্রানুকরণে নিষেধ করিতেছেন। কেননা, তাহারা অন্ধপথপ্রদর্শক। সাধু তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

পণ্ডিত আউর মসাল্‌চী, ইন্‌কো সঙ্গত কহা নাহি যায়।
পরকো দেখাওয়ে পথ, আপ আন্ধার মে ধায়॥

যাহা করে, তাহা কেবল লোককে দেখাইবার জন্য। (ঐ জন্যই) তাহারা দীর্ঘপ্রস্থ কবচ * ধারণ ও অঙ্গত্রাণে সুদীর্ঘ থোপ ঝুলাইয়া থাকে, ৫ এবং ভোজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান, ধর্ম্মশালার সর্ব্বপ্রধান আসন, ৬ হাটবাজারে অভিবাদন এবং লোক সাধারণের নিকট হইতে গুরু † বলিয়া সম্বোধিত হইতে বড়ই ভালবাসে। ৭ তোমরা কিন্তু (তাদৃশ) গুরু বলিয়া সম্বোধিত হইও না; কেননা, তোমাদের গুরু কেবল একজন, এবং তোমরা সকলে পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা। ৮ ‡ এ জগতে তোমরা

* Phylacteries কবচ। আদিকালে নানাদেশেই কবচ ধারণ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। তান্ত্রিক কবচাদি, তাহার ফলদাতৃত্ব এবং তৎসহ উহার য ন পাব যা শক্তিতে বিশ্বাস, প্রাচীন কালের সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়েই বদ্ধমূল ছিল।

† Rabbi Rabbi – Master শিক্ষক।—অন্য বিষয়ে নহে ধর্ম্ম বিষয়ে। এদেশের যেমন গোস্বামী প্রভু।

‡ তোমাদের গুরু কেবল একজন, এখানে গুরুর আবশ্যক অনাবশ্যকের তর্ক উঠিতেছে না, তোমাদের গুরুর প্রয়োজন আছে কি না, তাহার বিচারও হইতেছে না, গুরু আছেন, এই বাক্যেই গুরুর প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতেছে অনেক আধুনিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে গুরুবাদের প্রশ্ন উত্থাপিত ও অমীমাংসিত থাকিতেছে, যিশু কিন্তু গুরুর আবশ্যকও স্থিতি উভয়ই বলিতেছেন। আর্য্যশাস্ত্রেও আছে,

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
গুকারশ্চান্ধকারশ্চ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অন্ধকার নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধিয়তে॥

তোমরা সকলে পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা। যিশুর স্বকীয় বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ইহার মূলমন্ত্র। and all ye are brethren টীকাকার মরিসন্ বলিতেছেন, ye are all brethren, and stand on one spiritual level, Ye need a Teacher, it is true, but such a Teacher ye already have

আর কাহাকেও পিতা বলিয়া ডাকিও না ;* কেননা, স্বর্গে তোমাদের একমাত্র পিতা বিরাজিত আছেন। ৯ তোমরা শিক্ষাগুরু বলিয়াও অভিহিত হইও না; সেই খ্রীষ্টই তোমাদিগের এক-মাত্র গুরু। ১০ তোমাদিগের মধ্যে যিনি মহৎ, তিনিই তোমাদিগের সেবক হইবেন। ১১ যে ব্যক্তি আপনাকে উন্নত করে সে অবনত, এবং যে অবনত, সেই ব্যক্তি উন্নীত হইবে। † ১২ হা শাস্ত্রাধ্যাপক, ফারিসি ও কপটিগণ!

---

* And call no man your father on the earth. এ পিতা, ধর্ম্ম-পিতা। এদেশের যেমন মোহান্ত বাবা, সাধু বাবা গোঁসাই বাবা। ধর্ম্মক্ষেত্রে ও মন্দিরে ধর্ম্মভেকে যে সকল দেবসেবক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ অবস্থিতি করেন, লোকে তাঁহাদিগকে "বাবা" বলে। এই বাবা বা ফাদার শব্দের উৎপত্তি ও পরিণতি বড়ই রহস্যময়। রোমরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিতকে "পোপ" বলে। এই পোপ শব্দ রূপান্তরিত হইয়া ফরাসী ভাষায় হয় পেপ্ ( *Pape* ), এবং লাটিন ভাষায় হয় পাপা ( *Papa* ). এই পাপা শব্দ হইতে 'ফাদার" শব্দের উৎপত্তি। ধর্ম্মমন্দিরে যেমন মোহান্ত বাবা এবং তাঁহার অধীনে "চেলা বাবারা" থাকেন, রোমান-কাথলিক মন্দিরেও তদ্রূপ থাকিত। টীকা-কার মরিসন বলিয়াছেন, In the Roman Catholic Church, many professional *Fathers* under the one great *Papa.*

† আমি উন্নত—এ ভাব যাহার, তাহাকে বিনীত এবং যে বিনীত, তাহাকে উন্নত, এ ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? খ্রীষ্ট এবং তাঁহার স্বর্গসিংহাসনাধিষ্ঠিত পিতা। ইহসংসারে উচ্চনীচতা জ্ঞান যে অবনতিরই কারণ, যিশু তাহাই বুঝাইতে-ছেন।—সমত্ব ও সাম্য জ্ঞানের আভাস, ৮ম শ্লোকে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃসম্বন্ধ কীর্ত্তনে, যিশু স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন। চরাচরে, তুল্যদৃষ্টিই যে পার-লৌকিক কল্যানের সর্ব্বপ্রধান আস্পদ, সর্ব্বধর্ম্মসার গীতাশাস্ত্রেও ভগবান

তোমরা সন্তাপের পাত্র; কেননা, তোমরা লোক-সাধারণের বিরুদ্ধে স্বর্গরাজ্যের সিংহদ্বার অবরোধ করিয়া রাখিতেছ; তোমরা নিজেও তন্মধ্যে প্রবেশ কর না এবং প্রবেশন্মুখদিগকেও প্রবেশ করিতে দাও না। * ১৩ প॰

হা শাস্ত্রাধ্যাপক, ফারিসি ও কপটিগণ! তোমরা সন্তাপের পাত্র; কেননা, তোমরা এক জন লোককে ইহুদীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য জল স্থল এক করিয়া থাক; কিন্তু যখন সে (দীক্ষিত) হয়, তখন তোমরা তাহাকে তোমাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া তুল। ১৫

---

পুনঃ পুনঃ তাহা বলিয়াছেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি॥
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬—২৯।৩০

He whose heart is at rest, through meditation and who everywhere perceives the unity, perceives the Ego which is in every creature, and every creature in the Ego. 6-29.

Who sees me everywhere, and sees everything in Me, for him I am not lost, nor is he lost for me. *lord's lay.* 6-30.

* এদেশের গোস্বামী প্রভুরাও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের ধর্ম্মপথ রুদ্ধ করিয়া নিজেরাই তাহার দ্বারী হইয়া বসিয়াছেন।—এ শ্লোক সুতরাং তাঁহাদিগেরই চরিত্রে ফুটিয়াছে ভাল।

প॰ চতুর্দ্দশ শ্লোক, সংশোধিত পাঠে শ্লোকসংখ্যা সহ পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহা এই,—

"Woe unto you, Scribes, and Pharisees, hypocrites! for ye devour widow's house, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation. 14."

হা অন্ধ পথপ্রদর্শকগণ! তোমরা সন্তাপের পাত্র; কেননা, তোমরা বলিয়া থাক, ধর্ম্মমন্দিরের দিব্য করিলে কিছুই আসিয়া যায় না, কিন্তু ধর্ম্ম-মন্দিরের স্বর্ণের উদ্দেশে যে দিব্য করে, সেইই ঋণী হয়। ১৬ রে বিমূঢ় অন্ধগণ! এ দুটীর মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? স্বর্ণ, না যাহার দ্বারা স্বর্ণ পবিত্র হইয়াছে, সেই মন্দির? ১৭ [ তোমরা বল, ] বেদীর উদ্দেশে দিব্য করিলেও কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু বেদীর উপরিস্থিত নৈবেদ্যের উদ্দেশে যে দিব্য করে, সেই ব্যক্তিই ঋণী হয়। * ১৮ রে অন্ধগণ! এতদুভয়ের কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? নৈবেদ্য, না নৈবেদ্য যাহার দ্বারা পবিত্র হইয়াছে, সেই বেদী? ১৯ অতএব যে বেদীর নামে দিব্য করে, সে বেদী এবং তদুপরিস্থিত সমস্ত বস্তুর উদ্দেশেই দিব্য করে; ২০ যে মন্দিরের নামে দিব্য করে, সে মন্দির ও মন্দিরা-ধিষ্ঠাতা, ( উভয়েরই ) দিব্য করে; ২১ এবং যে স্বর্গের নামে দিব্য করে, সে ভগবানের সিংহাসন, এবং সেই সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠান করেন, তাঁহার নামেও দিব্য করে। ২২

হা শাস্ত্রাধ্যাপক, ফারিসি ও কপটিগণ! তোমরা সন্তাপের পাত্র; কেননা, তোমরা পুদিনা,

---

বিধবাদিগের গৃহে, গোঁড়াগোসাইদিগের সুদীর্ঘ উপাসনা বক্তৃতা, দেশ বিদেশেই রাষ্ট্র, এবং ইহার ফলাফলও সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত; তাই এ নিষেধ।

* debtor—ঋণী। পুরাতন পাঠে guilty শব্দ আছে।

মৌরী ও জিরার দশমাংশ ( কর স্বরূপে * ) প্রদান করিয়া থাক বটে, কিন্তু বিধান, বিচার, দয়া এবং বিশ্বাসের যে সকল গুরুতর বিষয়, তাহা তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ ; পরন্তু এ সকল পালন করা এবং উহাও পরিত্যাগ না করা তোমাদিগের উচিত ছিল। ২৩ রে অন্ধ পথপ্রদর্শকগণ ! তোমরা ( ক্ষুদ্র ] মষক ছাঁকিয়া ফেলিয়া, [ মহাকায় ] উষ্ট্র গলাধঃকরণ করিয়া থাক। † ২৪

হা শাস্ত্রাধ্যাপক, ফারিসি ও কপটিগণ। তোমরা সন্তাপের পাত্র ; কেননা, তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগই পরিষ্কার করিয়া থাক, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর, চৌর্য্য ও অপরিমিত ভোগে পরিপূর্ণ। ২৫ রে অন্ধ ফারিসি ! অগ্রে পান ও ভোজন পাত্রের অভ্যন্তর পরিষ্কার কর, তাহা হইলে বাহ্য মলিনতাও বিদূরিত হইবে। ‡ ২৬

* এ সকল শস্য কি কি ? mint, anise, cumin, গন্ধদ্রব্য, মৌরী ও জিরা, এই শস্যের দশমাংশ পুরোহিতদিগের প্রাপ্য। সম্ভবতঃ উহা তৎকালে রাজকর রূপেই গৃহীত হইত। উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ কররূপে আর্য্যনৃপতিগণও গ্রহণ করিতেন।

† গীতাশাস্ত্র এই শ্রেণীর অন্ধদিগের বিষয়ে বলিয়াছেন,

দূরেণহ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফল হেতবঃ॥

O Dhananjya, by far inferior is action to union with Knowledge, seek refuge in Knowledge ; those who become causes of fruit of action are spiritually blind. ( Matt. 23.23 ) *Lord's lay.* 2.49.

‡ ইহা আত্মশুদ্ধির উপদেশ। পানপাত্রের বহির্ভাগ পরিষ্কার করিলেও আভ্যন্তরীণ মালিন্য যেমন অব্যাহত থাকে ; তদ্রূপ পাত্র-নাম মনুষ্যের বাহ্য

হা শাস্ত্রাধ্যাপক, ফারিসি ও কপটিগণ! তোমরা সন্তাপের পাত্র; কেননা, চূণকাম করা সমাধি সকল বাহ্যদর্শনে সুন্দর হইলেও তাহার অভ্যন্তর যেমন নরকঙ্কাল ও সর্ব্ব প্রকার অশুচিতে পূর্ণ, তোমরাও তদ্রূপ। ২৭ তোমরা লোকের সম্মুখে ধার্ম্মিক বলিয়া আত্মপ্রকাশ কর বটে, কিন্তু তোমাদিগের অন্তঃকরণ কাপট্য ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ। ২৮

হা শাস্ত্রাধ্যাপক, ফারিসি ও কপটিগণ! তোমরা সন্তাপের পাত্র; কেননা, তোমরা ভবিষ্যদ্বক্তাগণের সমাধিনির্ম্মাণ ও ধার্ম্মিকগণের সমাধিস্তম্ভ সুসজ্জিত করিয়া থাক, ২৯ এবং বলিয়া থাক, 'আমরা

---

পরিষ্কৃত হইলেও অন্তর অপরিষ্কার থাকে। বাহ্যদেহ পরিষ্কৃত মানবের হৃদয়েও অত্যাচার অনাচার, চৌর্য্য দাগাবাজী থাকিয়া থাকে, তাই যিশু অন্তশুর্দ্ধির উপদেশ দিতেছেন। অন্তর পরিষ্কার হইলে বাহ্যও তখন স্বতঃই পরিষ্কৃত হয়। গীতায় আছে,—

যোগী যুঞ্জীত সতত মাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিতাত্মা নিরাশীর পরিগ্রহঃ॥ ৬। ১০

Siting on that seat, strive for meditation, for the purification of the heart, making the mind one-pointed, and reducing to rest the action of the thinking principle as well as that of the senses and organs. *Lord's Lay.* 6-12

চিত্তশুদ্ধির উপায় সম্বন্ধে গীতা আরও বলিয়াছেন,—

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাৎযোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥৬। ১২

whose business is the restraining of his passions, should sit, with his mind fixed on one object alone (making the mind one-pointed) in the exercise of his devotion for the purification of his soul. Charles Wilkinson's *Bhagabadgita*,

যদি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সময়ে থাকিতাম, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বক্তাগণের শোণিত-পাপে, আমরা তাঁহাদিগের সহিত অংশগ্রহণ করিতাম না।' ৩০ ইহাতে তোমরাই যে ভবিষ্যদ্বক্তাগণের হত্যাকারীদিগের বংশধর, আপনারাই তাহার প্রতিভূ হইতেছ। * ৩১ ( অতএব যাও ) তোমাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা যাহা বাকী রাখিয়া গিয়াছেন, তোমরা ( না হয় ) তাহা পূর্ণ কর! ৩২ রে কালসর্পগণ! রে সর্পের সন্তানেরা! তোমরা কিরূপে সেই নরকদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? সেই জন্যই আমি তোমাদিগের নিকট ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্ঞানী ও অধ্যাপক-দিগকে প্রেরণ করিতেছি। ৩৩ তোমরা তাহাদিগের কতকগুলিকে হত্যা ও ক্রুশে বিদ্ধ করিবে এবং কতক-গুলিকে ধর্ম্ম-মন্দিরের মধ্যে কশাঘাত এবং কাহা-দিগকে বা নগরে নগরে তাড়না করিবে। † ৩৪ সত্যনিষ্ঠ অবেলের শোণিত হইতে বারাখিয়ার পুত্র সাকারিয়া, যাহাকে তোমরা মন্দির ও বেদীর

* পুরাতন পাঠে ছিল, which killed the prophets. killed হত্যা করা, তদপেক্ষাও নৃশংসভাব প্রকাশার্থ, সংশোধিত পাঠে that slew the prophets করা হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা নৃশংসভাবে ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে "জবাই" করিয়াছিল। যাহারা জবাই করে, তাহা-দিগের সন্তানেরাও তদ্রূপ নৃশংস হয়, একথা কৌশলে বলা হইল।

† উপদ্রবটা সম্পূর্ণই হইয়াছিল। সেণ্টপল পর্য্যন্ত ইহাদিগের তাড়া খাইয়া ক্রমান্বয়ে, Antioch, Iconium, Philiphi এবং Thessaloasca হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। মহাভারতে সাধুশ্রেষ্ঠ বিদুরও রাজা দুর্য্যোধন এবং তৎপক্ষীয় পরিষদ কর্ত্তৃক এইরূপে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

সান্নিধ্যে হত্যা করিয়াছিলে, তাহার শোণিত পর্য্যন্ত, যত শোণিতবিন্দু এই পৃথিবীকে অভিসিঞ্চিত করিয়াছে, সে সমস্ত যেন তোমাদিগের উপর বর্ত্তে। ৩৫ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এই বংশের প্রতি সে সকল বর্ত্তিবে। * ৩৬

* পাপের চূড়ান্ত।—যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ধার্ম্মিকগণের শোণিতে পৃথিবী অভিসিঞ্চিত করিয়াছিল, তাহাদিগের বংশধরেরা, সেই তাদৃশ নৃশংস পিতার ঔরসপুত্রেরা পিতৃপুরুষগণের অবশিষ্ট কার্য্য করিবে!—অর্থাৎ তাহারাও তাহাদিগের পিতৃপুরুষের ন্যায় সাধুহত্যা করিবে, তাঁহাদিগকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবে, এবং দেশে দেশে অনুসরণ পূর্ব্বক তাড়না করিতে থাকিবে। তাহাদিগের এই দায়ীত্বের পরিণাম, অন্য কে ভোগ করিবে?

নামশব্দের অর্থ, সকল দেশের সকল ভাষাতেই আছে। নামকরণ হয়, কোনও ক্রিয়া, দেবতা বা গুণের অবস্থা প্রকাশার্থ। গীতাশাস্ত্রে এক অর্জ্জুন যেমন স্থান ও অর্থভাবাদি প্রকাশের জন্য, ভগবান কর্ত্তৃক নানা নামে নামিত হইয়াছেন, বাইবলশাস্ত্রের অনেক নামও তদ্রূপ অর্থ ভাবাদির প্রকাশক। এই সর্পবংশের বংশপতিরা, এখনকার লোকের পূর্ব্বপুরুষেরা, মন্দির ও বেদীর মধ্যস্থানে সাধু শাকেরিয়কে হত্যা করিয়াছিল। শাকরিয় শব্দের অর্থ, যাহারা সত্যধর্ম্মে বিশ্বাসী। সেই শাকেরিয়-হত্যার অন্য অর্থ, এই সর্পবংশের আদিপুরুষেরা, ধর্ম্মমন্দির ও বেদীর মধ্যে সত্যধর্ম্মে যে বিশ্বাস, তাহাই বলি দিয়াছিল। আবেল শব্দের অর্থ দয়া। * ইহারা সেই দয়াকেও হত্যা করিয়াছিল; অর্থাৎ অবিনশ্বর সত্যশাস্ত্রে বিশ্বাস ও দয়া, যাহার উপর সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, ইহারা তাহাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল।

* ABAL means those who are in the good of *charity*, and abstractly, that *good* itself.

*Zacharias* signifies those who are in the truth of doctrine, and abstractly, of all *good* and *truth*.

আবেলকে যে হত্যা করিয়াছিল, নাম তাহার কেন্। কেন্ শব্দের অর্থ, মুক্তির উপায়। কেন্, দয়া ও সত্যশাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তির উপায়কে সার ভাবিয়া উহাদিগকে বলি দিয়া

হায় জেরুজিলম, জেরুজিলম, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তাগণকে হত্যা এবং প্রেরিতদিগকে প্রস্তারাঘাত করিয়াছ; কুক্কুটী আপনার পক্ষনিম্নে যেমন শাবকগণকে একত্রিত করে, আমি তেমনই কতবার তোমার সন্তানদিগকে একত্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তুমি ত তাহাতে সম্মত হও নাই! ৩৭ ঐ দেখ, তোমার গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিল; ৩৮ কেননা, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত তুমি "যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ" এ কথা না বলিতেছ, সে পর্য্যন্ত আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।" ৩৯ *

* প্রভু বলিতেছেন, তোমাদের গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিল। (আমি চলিলাম)। যে পর্য্যন্ত তুমি প্রভুর নামে সমাগত ব্যক্তির প্রতি ধন্যবাদ না দিবে, সে পর্য্যন্ত আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। সেই গৃহ, যে গৃহে তিনি ছিলেন, যে হৃদয়-কুটীরে প্রভু অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলেন। কেননা, সে ত চাহে নাই। প্রভুর নামে যিনি সমাগত, তাঁহার উদ্দেশে জেরুজিলম অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীরা ত সভক্তি ধন্যবাদ প্রদান করে নাই! এমন গৃহে কি তিনি বাস করিতে পারেন?

ছিল। মন্দির—এখানে সত্য এবং বেদী—মঙ্গল। ইহুদিরা মুক্তির উপায়কেই মাত্র সার ভাবিয়া, সত্য ও মঙ্গলের মধ্যস্থানে সত্যশাস্ত্র ও দয়াকে অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। (*Commentary on Matthew P.* 570)

শ্রুতি (সত্য, বিশ্বাস) ও স্মৃতির (ধর্ম্মশাস্ত্র Creed and scripture) কুতার্কিকগণের সম্বন্ধে মনুও ব্যবস্থা দিয়াছেন,—

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

মনু, ২।১১।

# চতুর্ব্বিংশ কল্প

ধর্ম্মমন্দির-ধ্বংস বিষয়ে খ্রীষ্টের ভবিষ্য-অভিব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে কিরূপে এবং কি প্রকারে মহাদৈবদুর্নিমিত্ত ঘটিবে—তাঁহার বিচারার্থ অগতির চিহ্ন—উহার নির্দ্দিষ্ট কাল মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়—অতএব প্রভুভক্ত ভৃত্যেরা যেমন সর্ব্বদা প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করে, আমাদিগেরও তদ্রূপ করা উচিত।

তদনন্তর যিশু মন্দির হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছেন, ( এমৎকালে ) মন্দির-প্রাসাদ প্রদর্শনার্থ তাঁহার শিষ্যগণ তৎ সমীপে সমাগত হইল। ১ যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা না এই সমস্ত দেখিতেছ ? কিন্তু আমি তোমাদিগকে যথার্থই বলিতেছি, এখানকার এমন একখানি প্রস্তরও অপর একখানির উপর থাকিবে না, যাহা ভূমিসাৎ হইতে অবশিষ্ট থাকিবে !" * ২

অতঃপর তিনি অলিব-শৈলশিখরে আসীন হইলে শিষ্যসম্প্রদায় গোপন ভাবে তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল ব্যাপার কোন্ সময়ে সংঘটিত হইবে এবং আপনার আবি-র্ভাব ও যুগান্তের পূর্ব্বলক্ষণই বা কি, আমা-

* প্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। জেরুজিলমের মন্দির অগ্নিদগ্ধ হইবার সময়, তিতস্ বহু চেষ্টা করিয়াও সে ধ্বংস নিবারণ করিতে পারেন নাই। MILMAN's *History of the Jews*, Book II. ch. 16.

দিগকে বলুন।” ৩ যিশু তদুত্তরে বলিলেন, “সাবধান, যেন কেহ তোমাদিগকে বিপথে লইয়া না যায়। ৪ কেননা, অনেকেই আমার নাম ধারণ করিয়া আসিবে এবং বলিবে, আমিই খ্রীস্ট। ইহাতে অনেকেই বিপথগামী হইবে। ৫ তৎকালে তোমরা যুদ্ধ ও যুদ্ধবিষয়ক (নানা প্রকার) জনরব শুনিতে পাইবে, (কিন্তু) দেখিও, তাহাতে যেন উদ্বিগ্ন হইও না, * কেননা, এই প্রকার ঘটনা সকল সংঘটিত হওয়াই আবশ্যক, কিন্তু তখনও শেষ হইবে না; ৬ (তখন) জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উত্থান করিবে, এবং নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইতে থাকিবে। † ৭ এ সকলও যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র। ৮ তদনন্তর তোমরা আমার নাম গ্রহণের জন্য সকল জাতি কর্তৃক ঘৃণাভাজন হইবে এবং তাহারা তোমাদিগকে অশেষ যন্ত্রণার হস্তে অর্পণ করিয়া, পরিশেষে হত্যা করিবে। ৯ সেই সময় অনেকেই বিঘ্ন প্রাপ্ত হইবে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবে, এবং পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিবে; ১০ নানা ভণ্ড ভবিষ্যদ্বক্তা

* এটা দ্বিতীয় চিহ্ন। সিজারিয়া (in Alexandria) ও বাবিলোনিয়ার (in Syria) রক্তপাত, এই দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ।

† পুরাতন পাঠে, famines and pestilences and earthquakes আছে। Pestilences,—মহামারী; এ শব্দ সংশোধিত পাঠে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কল্পান্তে কিন্তু ইহাও হইয়া থাকে।

উত্থান করিবে এবং অনেক লোককে বিপথগামী করিবে। ১১ অধর্ম্মের বৃদ্ধি হেতু, অনেকের ভক্তি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হইয়া পড়িবে; ১২ কিন্তু যে শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেইই পরিত্রাণ লাভ করিবে। ১৩ রাজ্যের এই শুভসংবাদ সমগ্র জগতের সমস্ত জাতির সম্মুখে যখন প্রতিভূ প্রমাণ স্বরূপে ঘোষিত হইবে,' (জানিও) তখনই যুগান্ত উপস্থিত হইবে। * ১৪

---

* মহাপ্রলয় বা যুগান্ত সংঘটনের ভিত্তি, ধর্ম্মবিপ্লব। একথা সর্ব্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখা যায়। যুগান্ত এবং খ্রীষ্টের আবির্ভাব লক্ষণ বর্ণনায় প্রভু যিশু খ্রীষ্ট বলিয়াছেন,—

১ম। ভণ্ড ধার্ম্মিকের অভ্যুদয়। লোকসাধারণকে কুতর্ক দ্বারা মোহিত করিয়া বিপথগামী করাই ইহাদের কার্য্য। ইহাতে সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, এবং এই ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্য প্রভু আবির্ভূত হইবেন। গীতাতেও ইহার তুল্য উক্তি,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

O son of Bharata, whenever there is decline of righteousness and uprising of unrighteousness, then I project myself in to creation. *Lord's Lay* 4-7.

২য়। যুদ্ধ এবং যুদ্ধসম্বন্ধীয় জনরব। ইহাও ধর্ম্মবিপ্লব ও যুগান্তের আদি। ইহার প্রমাণ, বাইবলশাস্ত্রেও প্রচুর। কুরুক্ষেত্র সমরের কথাও বিশ্ববিখ্যাত।

৩য়। জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্যের উত্থান। ইহাও ধর্ম্মবিপ্লবের অঙ্গীভূত। কুরুক্ষেত্র মহাসমর, এবং প্রভুর অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে, যোডিয়া প্রদেশে এই প্রকার জাতীয়বিপ্লব ও রাজ্যবিপ্লব ইহার পরিণাম।

৪র্থ। দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পের উদয়। ইহা প্রাকৃতিক দুর্নিমিত্ত। যোডিয়া প্রদেশে তৎকালে যেমন প্রাকৃতিক দুর্নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, শুম্ভাসুর বধের পূর্ব্বাপর প্রাকৃতিক বৃত্তান্ত বর্ণনায় লিখিত আছে,—

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ॥

অতএব তোমরা যখন ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল-কথিত উচ্ছিন্নকর ঘৃণার্হ পদার্থকে পবিত্রস্থানে দণ্ডায়মান দর্শন করিবে, (যে অধ্যয়ন করে, সে তাৎপর্য্য গ্রহণ করুক); ১৫ তখন যোডিয়ায় যাহারা থাকিবে, তাহারা যেন পর্ব্বতে পলায়ন করে। ১৬ যে সৌধের উপর থাকিবে, সে যেন গৃহ-

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমিং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণম্।

৫ম। **সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্টের আবির্ভাব।** ইহা পূর্ব্বোক্ত অবস্থাচতুষ্টয়ের পরিণাম-দুঃখ। সে দুঃখের এই আরম্ভ মাত্র।

৬ষ্ঠ। **ভগবানের নাম গ্রহণে লোকসাধারণ কর্ত্তৃক তিরস্কার, ঘৃণা ও প্রহার।** ইহা অতি সাধারণ। চৈতন্য, শঙ্কর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ধর্ম্মসংস্থাপন ও সংরক্ষণের বাধাবিপত্তি এবং প্রহারাদির দৃষ্টান্ত, বাঙ্গালা অনুবাদিত বাইবেল-পাঠকের অজ্ঞাত নহে।

৭ম। **(তোমাদের) অনেকেরই বিঘ্ন প্রাপ্তি।** ভগবানের নাম, মুক্তির নিদান; সেই নাম করিলেই বিঘ্ন, ইহা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে।

৮ম। **অসাধুর হস্তে সাধুহত্যা।** খ্রীষ্টের ক্রুশ-সংবেদ ব্যাপারই ইহার লোমহর্ষণ দৃষ্টান্ত।—সাধুই তিনি, যিনি পাপীর পাপতাপ জুড়াইতে আসিয়াছিলেন; দয়াময়ই তিনি, যিনি দয়ার ভাণ্ডার লুটাইয়াছিলেন; ধার্ম্মিকই তিনি, যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতারিত হইয়া, শেষে পাপীর জন্য—এই সংসারের পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্তদিগের জন্য—অতি যন্ত্রনাদায়ক ক্রুশে জীবনোৎসর্গ করিলেন।

৯ম। **অধর্ম্মের বৃদ্ধিতে ধার্ম্মিকের ভক্তি ভালবাসার অবনতি।** অধর্ম্মের বৃদ্ধিতে ধর্ম্মের হ্রাস, স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কলির ভয়ে দেবতাগণের কম্পন, সয়তানের আশঙ্কায় সাধুদিগের সংকোচ, ইহা ত চিরন্তন। নতুবা মহাপ্রলয় ঘটে কি?

১০ম। **সহিষ্ণুদের পরিণামে মুক্তি লাভ।** ইহাই চরম উপদেশ। যাহারা এত বিসম্বাদ নির্ব্বিবাদে সহিবে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা যন্ত্রনা সহিয়াও ভগবানের নাম ত্যাগে বিরত থাকিবে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্নিমিত্তদুর্ভাগ্য অবলীলাক্রমে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে, তাহাদিগের পরিণামেই মুক্তি।

মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি লইতে (নিম্নে) না আইসে। ১৭ যে ক্ষেত্রে থাকিবে, সে গাত্রবস্ত্র লইতে আর যেন ফিরিয়া না আইসে। ১৮ কিন্তু দুর্ভাগ্য গর্ভবতীদের এবং তাহাদেরই, যাহারা সেই দিনে স্তন্যদান করিবে। ১৯ তথাপি (ঈশ্বরের নিকট) প্রার্থনা কর, তোমাদের সেই পলায়ন যেন শীতকাল কি বিশ্রামবারে না ঘটে। * ২০ কেননা, সেই সময় এমন দুর্য্যোগদুর্দ্দশা ঘটিবে যে, এই বিশ্বসৃষ্টির আদি হইতে এ পর্য্যন্ত তেমন হয়ও নাই, হইবেও না। * ২১ সেই দিন যদি সংক্ষেপ করা না হইত, তাহা হইলে প্রাণীমাত্রও জীবিত থাকিত না। কেবল ঈশ্বর-মনোনীত লোকদিগের (পরিত্রাণ) জন্যই, সেই দিন সংক্ষিপ্ত করা হইবে। ২২ সেই সময় যদি কোনও ব্যক্তি তোমাদিগকে বলে,

* রেভারেণ্ড ডব্লিউ স্যর লক ইহার এই প্রকার শ্রেণীনির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

| জেরুজিলমের পতন | খ্রীষ্টের পুনরাগমন |
|---|---|
| ১। মিথ্যা খ্রীষ্ট ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা, | ১। মিথ্যা খ্রীষ্ট ও মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা |
| ২। রাজদ্বারে সমর্পণ এবং সধর্ম্ম ত্যাগ, | ২। মনোনীতগণেরও বিপদ |
| ৩। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, | ৩। জাতিসাধারণের দুর্গতি |
| ৪। মহা দুর্য্যোগ দুর্ব্বিপাক, | ৪। চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতির্হ্রাস |
| ৫। উচ্ছিন্নসূচক ঘৃনার্হ বস্তু, | ৫। মনুষ্যপুত্রের অভিজ্ঞান |
| ৬। খ্রীষ্টানগণের নির্মুক্ততা | ৬। মনোনীতগণের মুক্তি। |

খ্রীষ্ট তিরোভাবের ৭০ বৎসর পরে (A. D 70,) জেরুজিলমের দুর্দ্দশাদুঃখের সীমা ছিলনা, ঐ সালের ১০ই আগষ্ট, শতাধিক লক্ষ ইহুদি ধ্বংস এবং লক্ষাধিক দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল।

"ওহে ! এই, এখানে খ্রীষ্ট ; ঐ, ওখানে ( খ্রীষ্ট )' ; তোমরা ইহা বিশ্বাস করিও না। ২৩ কেননা, অনেক মিথ্যাখ্রীষ্ট ও মিথ্যাভবিষ্যদ্বক্তা অভ্যুদিত হইবে, এবং তাহারা এমন অনেক অভিজ্ঞান ও অলৌকিক কার্য্য সকল প্রদর্শন করিবে, যাহাতে সম্ভব হইলে ঈশ্বর-মনোনীত লোকেরাও বিপথগামী হইবে। ২৫ স্মরণ কর, ( এ কথা ) পূর্ব্বেই আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি। ২৬ অতএব যদি তাহারা বলে, 'দেখ, তিনি ঐ প্রান্তরে, তোমরা বাহিরে যাইও না। ( দেখ ) তিনি অন্তঃপুরে,' * তোমরা বিশ্বাস করিও না। ২৭ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া পশ্চিম দিকে বিকাশ পায়, মনুষ্য-পুত্রের সমাগমও সেই রূপে হইবে। ২৮ কেননা, যেখানে শব, সেইস্থানেই শকুনী সকল একত্রিত হয়। † ২৯

সেই সকল দিনের দুঃখক্লেশ অবসান হইলে পরই, যখন দিনমণি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইবে, চন্দ্রমা জ্যোতিশূন্য হইবে, নক্ষত্র সকল নভোমণ্ডল হইতে

* পুরাতন পাঠে ছিল, he is in the secret-chambers. তিনি আছেন, গুপ্তগৃহে। গুপ্তগৃহ বলিলে পাছে হৃদয়গৃহ বলিয়া অনুমিত হয়, তাই সংশোধিত সংস্করণে বোধ হয়, inner-chambers পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

† [illegible]সদৃশ্য বটে। সেই মহাপ্রলয় কালে—সেই বিশ্বধ্বংসের দিনে এই প্রকার দৃশ্যই প্রকটিত হয় এবং হইবে।

চ্যুত হইতে থাকিবে, এবং নভোমণ্ডলের শক্তিসমূহ২ আলোড়িত হইয়া উঠিবে ; ৯ তখনই আকাশে মনুষ্যপুত্রের সমাগম-চিহ্ন প্রকটিত হইবে। তৎকালে পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকেরাই শোকাকুল হইবে, এবং তাহারা (সর্ব্বপ্রকার) শক্তিগৌরবে গৌরবান্বিত মনুষ্য-পুত্রের স্বর্গীয় মেঘবাহনে সমাগম সন্দর্শন করিবে। ৩০ তখন তিনি তাঁহার স্বর্গদূতগণকে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত, চতুর্দ্দিকস্থিত ঈশ্বর-মনোনীত * লোকদিগকে তূর্য্যনাদসহ একত্রিত করিতে প্রেরণ করিবেন। ৩১

"এখন ডুম্বর বৃক্ষ হইতে তাহার দৃষ্টান্ত শিক্ষা কর। যখন উহার শাখা বিনম্র ও পল্লবিত হয়, তখনই যেমন জানা যায়, 'গ্রীষ্মঋতু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ; ৩২ তেমনই এই সকল ব্যাপার যখন তোমরা প্রত্যক্ষ করিবে, তখনই জানিতে পারিবে, তিনি নিকটবর্ত্তী, এমন কি দ্বারস্থ হইয়াছেন। ৩৩ তোমাদিগকে আমি সত্য বলিতেছি, এ সকল

* ঈশ্বর প্রীতিকামনায় যাহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, তাহারাই ঈশ্বর-মনোনীত বা ঈশ্বর-জানিত। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত, অর্থাৎ জগতের যথায় যে ঈশ্বর-মনোনীত লোক আছে, তাহাদিগকে তূর্য্যনাদে একত্রিত করিবার জন্য স্বর্গদূতগণকে তিনি নিযুক্ত করিবেন। এ তূর্য্যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীর তুল্য ফলোপদায়িতা এবং একই প্রকার আকর্ষণশক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায়। elect মনোনীত। তৎকর্ত্তৃক মনোনীত, সুতরাং মনোনীতেরা ঈশ্বর জানিত।

(ব্যাপার যথাযথ) পরিসমাপ্ত না হইলে, এই বংশের ধ্বংস নাই। ৩৪ স্বর্গমর্ত্ত্য বিলুপ্ত হইলেও, আমার এ বাক্যের অন্যথা নাই। ৩৫ সেই দিন-ক্ষণের কথা কেহই জানে না। স্বর্গের দূতগণও জানে না, পুত্রও না, কেবল পিতাই (জানেন মাত্র)। ৩৬ নোয়ার সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও সেইরূপ হইবে। ৩৭ কেননা জলপ্লাবনের পূর্ব্ব হইতে নোয়ার তরণীপ্রবেশ কাল পর্য্যন্ত, লোকে পানভোজন করিতেছিল, বিবাহ করিতে-ছিল—বিবাহ দিতেছিল; ৩৮ কিন্তু যে পর্য্যন্ত জলপ্লাবন আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া না গেল, সে পর্য্যন্ত যেমন তাহারা কিছুই জানিতে পারিল না; মনুষ্যপুত্রের সমাগম অবিকল তদ্রূপই হইবে। ক ৩৯

ক বৈরাগ্যের উপদেশ। এ জগৎ নশ্বর, এ জগতে প্লাবনধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মানুষ তাহা বুঝে না। এমনই মোহান্ধ মানব যে, জলপ্লাবনের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, তাহারা আনন্দে পানভোজন করিতেছিল, বিবাহমহোৎসবে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, জলপ্লাবনের ভীষণ অত্যাহিত তাহারা তখনও ধারণা করে নাই। ভাগ্য, নোয়া আসিয়া সেই জলপ্লাবনজনিত দারুণ দুর্দ্দশা হইতে লোকরক্ষা করিলেন, প্রাণী রক্ষা করিলেন, সৃষ্টি রক্ষা করিলেন। এ উপদেশ বড় সাধারণ। মনুষ্য ঠিক তেমনি অবস্থায় পতিত। মোহান্ধমানব সংসারের মোহে মজিয়া পানভোজন করিতেছে, বিবাহমহোৎসবে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, পাপারে নদী পূরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভাবিতেছে না— প্লাবন আসিবে, ধরার আস্তন্ত পাপসাগরে ডুবিবে! সেই মহান প্লাবনের দিনে আশ্বাসবাণী, তখন নোয়ার ন্যায় মনুষ্যপুত্রও আসিবেন। পাপপ্লাবন হইতে তিনিই লোকরক্ষা করিবেন। এ বড় মধুর সান্ত্বনা।

তৎকালে ক্ষেত্রস্থ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি গৃহীত এবং অপর ব্যক্তি পরিত্যক্ত হইবে। ৪০ দুইটী স্ত্রীলোক জাঁতা ঘুরাইবে, এবং তাহাদের একজন গৃহীত এবং অপরে পরিত্যক্ত হইবে। * ৪১ অতএব প্রবুদ্ধ হও ; কেননা, তুমি জান না যে, কখন প্রভু আসিবেন। ৪২ তবে ইহা জানিও যে, কোন্ সময়ে চোর আসিবে, গৃহস্বামী যদি তাহা জানিতে পারিত, তাহা হইলে সে সতর্ক থাকিত এবং নিজ গৃহে ( কখনই ) সিঁদ কাটিতে দিত না। ৪৩ অতএব তোমরাও প্রস্তুত থাক ; কেননা তোমরা যে সময়ের কথা ( হয় ত কখনও ) ভাব নাই, সেই সময়েই মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন। ৪৪ অতঃপর এমন বিশ্বস্থ ও জ্ঞানবান ভৃত্য কে, যাহার প্রতি প্রভু তাঁহার সমগ্র পরিবারের 'যথোপযুক্ত পরিচর্য্যা ভার অর্পণ করেন ? ৪৫ ধন্য সেই ভৃত্য, প্রভু আসিয়া যাহাকে তদ্রূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, দেখিবেন। ৪৬ আমি তোমাদিগকে যথার্থই বলিতেছি, তাঁহার যাহা আছে, তিনি তাহাঁকে তৎসমস্তেরই কর্তৃত্বভার অর্পণ করিবেন; ৪৮ কিন্তু প্রভুর আসিতে বিলম্ব আছে মনে করিয়া, যদি সেই দুষ্ট ভৃত্য, ৪৮ আপনার সহভৃত্যগণকে প্রহার, এবং মদমত্ত লোকের

---

* মাত্র অধিকারীর অধিকারভেদ প্রদর্শন। ইহসংসারে একত্রে কর্ম্ম করিলেও সে সময় একত্র গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহসংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে যাহারা সমকর্ম্মী, পরকালেও তাহারা যে সম দণ্ড পুরস্কারের সমাংশভাগী হইবে, তাহা নহে।

সহিত পানভোজন করে, ৪৯ তাহা হইলে যে দিনের সে আশা করে নাই, এবং যে মুহূর্ত্ত সে জানে না, তাহার প্রভু সেই সময়েই আগমন করিবেন, ৫০ এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া কপটদিগের সহিত তাহার অংশ নির্দ্ধারণ করিবেন। (তখন) সেখানে কেবল রোদন ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতে থাকিবে। ৫১

## পঞ্চবিংশ কল্প

দশকুমারীর দৃষ্টান্ত মুদ্রা বিষয়ক দৃষ্টান্ত—এবং শেষবিচার বিষয়ক বিবরণ।

স্বর্গরাজ্য এমন দশটী কুমারীর তুল্য, যাহারা আপন আপন দীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। ১ ইহাদিগের মধ্যে পাঁচটী কুমারী বুদ্ধিহীনা এবং (অপর) পাঁচটী বুদ্ধিমতী। ২ যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা দীপ লইবার সময় সঙ্গে তৈল লইল না; ৩ কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমতী, তাহারা প্রদীপের সহিত পাত্রে করিয়া তৈল লইল। ৪ পরে বর আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, তাহারা সকলেই নিদ্রাতুর হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ৫ মধ্যরাত্রিতে রোল উঠিল, "দেখ, বর। তোমরা সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর।" ৬ তখন সকল কুমারীই গাত্রোত্থান করিল, এবং আপন আপন প্রদীপ

সজ্জিত করিল। ৭ বুদ্ধিহীনা কুমারীরা বুদ্ধিমতীদিগকে বলিল, "তোমাদের তৈল হইতে আমাদিগকে (কিছু) দাও; কেননা, আমাদিগের দীপ সকল নির্ব্বাণ হইয়া যাইতেছে।" ৮ বুদ্ধিমতীরা তদুত্তরে বলিল, "কি জানি, হয় ত তোমাদেরও কুলাইবে না, আমাদেরও কুলাইবে না। তদপেক্ষা (বরং) যাহারা (তৈল) বিক্রয় করে, তাহাদের নিকট গমন কর, এবং আপনাদের জন্য তৈল কিনিয়া লও।" ৯ তাহারা যখন তৈল কিনিতে গেল, সেই অবসরে বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাহারা প্রস্তুত ছিল, তাহারাই বিবাহোৎসবে বরের সহিত ভিতরে প্রবেশ করিল; এবং দ্বার রুদ্ধ হইল। ১০ তৎপরে অপর কুমারীরাও আসিল এবং বলিল, "প্রভু! প্রভু! আমাদের জন্য দ্বার উন্মোচন করুন।" ১১ কিন্তু তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "আমি সত্যই বলিতেছি, তোমাদিগকে ত চিনি না।" ১২ অতএব প্রবুদ্ধ থাক, কেননা তোমরা ত সেই দিন, কি সেই ক্ষণের কথা কিছুই জান না। * ১৩

* প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত সমগ্র উপদেশের সার কথা;—অতএব প্রবুদ্ধ হও। কখন্ সেই সময়ের সুসংযোগ হইবে, তাহা যখন তোমার জানা নাই, তখন সেই ক্ষণের সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করা আবশ্যক। কখন্ সেই ক্ষণের আগমন হইবে, তৎ প্রতি লক্ষ্য করা নিয়তই আবশ্যক।

সেই একই লক্ষ্য। বুদ্ধিমতী কুমারীরা যেমন বরের আগমনকে লক্ষ্য করিয়া এবং তদুপযোগী সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা তেমনই বরের

"ইহা (স্বর্গরাজ্য) এইরূপ; যেমন কোনও ব্যক্তি প্রবাস গমন কালে আপনার ভৃত্য-গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন; ১৪ এবং পার-দর্শিতা অনুসারে এক জনকে পাঁচ অন্যকে দুই এবং অপরকে এক মুদ্রা, (এইরূপ মূলধন) দিয়া গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৬ যে ব্যক্তি পাঁচ মুদ্রা পাইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত ব্যবসা (আরম্ভ) করিল এবং আর পাঁচ মুদ্রা লাভ করিল। ১৬ সেইরূপ, যে দুই মুদ্রা পাইয়া-ছিল, সেও আর দুই মুদ্রা লাভ করিল, ১৭ কিন্তু যে একটী মুদ্রা পাইয়াছিল, সে প্রস্থান করিল এবং মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে তাহার প্রভুর সেই

সাক্ষাৎ পাইল। সংসারের বুদ্ধিমান কুমারকুমারীরা তদ্রূপ ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া, এবং তৎপ্রাপ্তির উপযোগী সামগ্রী লইয়া যদি প্রস্তুত থাকেন, তবে তাঁহারাও বরের অর্থাৎ ভগবানের দর্শন পাইবেন। গীতায় আছে,—

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥

Wherefore at all times think of me alone and fight. Let thy mind (*Manas*) and understanding (*Buddhi*) be placed me alone, and thou shalt, without doubt go and me. Charles Wilkinson's *Bhdgabadgita* 8. 7.

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥

...th heart and abides in Me alone and to nothing else wonders he O son of Pritha, through proper meditation on the Divine Spirit, goes it M. M. Chatterjee's *Lord's Lay.* 8-8.

মুদ্রাটী লুকাইয়া রাখিল! ১৮ বহুদিন পরে ঐ সকল ভৃত্যের প্রভু প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে হিসাব লইলেন। ১৯ যে ব্যক্তি পাঁচ মুদ্রা পাইয়াছিল, সে সেই সঙ্গে আরও পাঁচ মুদ্রা লইয়া আসিল, এবং বলিল "প্রভু! আপনি আমার হাতে পাঁচ মুদ্রা দিয়াছিলেন, দেখুন, আমি আরও পাঁচ মুদ্রা লাভ করিয়াছি।" ২০ তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, "বেশ করিয়াছ। (তুমি) সৎ ও বিশ্বাসী ভৃত্য। অল্প বস্তুর উপর তুমি বিশ্বাসী হইয়াছ আমি তোমার প্রতি অনেক বিষয়ের ভারার্পণ করিব। তুমি তোমার প্রভুর আনন্দ (রাজ্যে) প্রবেশ কর।" * ২১ যে ব্যক্তি দুই মুদ্রা পাইয়া-

* অর্থাৎ তোমার প্রভু যে আনন্দ ভোগ করেন, তুমি সেই আনন্দ ভোগ কর। প্রভু আনন্দময়, সেই আনন্দ তুমি ভোগ কর। জ্ঞানানুশীলন ও সুবৃত্তি পরিচালন দ্বারা প্রভুর প্রদত্ত মূলধন (ধর্ম্মধন) বৃদ্ধি করিতে পারিলে, এই তাহার ফল। এক দিকে সংসারের নানা গুরু বিষয়ের ভার লাভ, অর্থাৎ তুমি সামান্য ধন লইয়া যখন তাহার বৃদ্ধিসাধনে সমর্থ হইয়াছ, তখন তদপেক্ষা গুরুকর্ম্ম সকল, যদ্দ্বারা জগতের উপকারব্যপদেশে অধিকতর ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে পার, তেমন সকল কর্ম্মের ভার অর্পণ করিব, এবং পরলোকে ভগবান যে আনন্দ ভোগ করেন, সেই আনন্দ তুমি ভোগ করিবে।

এই যে ধনবৃদ্ধি, এ বৃদ্ধিতে ভৃত্যের কোনও লাভালাভ নাই। প্রভু মূলধন দিয়াছিলেন, সেই মূলধনের ব্যবহারে যে ধনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহাও প্রভুর, বৃদ্ধিকারী ভৃত্য বই ত নহে? মানুষ এ সংসারে যাহা কিছু করে, তাহাও তাহার প্রভু ভগবানেরই কর্ম্ম।—সে কর্ম্মে বা কর্ম্মফলে ভৃত্যের কোনও অংশ নাই; তবে সেই শ্রমের পারিশ্রমিক, ইহকালে উত্তরোত্তর গুরু হইতে গুরু

ছিল, সেও আসিয়া বলিল, "প্রভু! আপনি আমার প্রতি দুই মুদ্রার ভার দিয়াছিলেন, দেখুন, আমি আরও দুই মুদ্রা লাভ করিয়াছি।" ২২ তাহার প্রভু তাহাকেও বলিলেন, "বেশ করিয়াছ। (তুমি) সৎ ও বিশ্বাসী ভৃত্য। অল্প বস্তুতে তুমি বিশ্বাস-ভাজন হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব দান করিব। তুমি তোমার প্রভুর আনন্দ (রাজ্যে) প্রবেশ কর।" ২৩ তদনন্তর যে এক মুদ্রা পাইয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, "প্রভু! আমি আপনাকে চিনি, আপনি কঠিন

---

কর্ম্ম সকল সম্পাদনের শক্তি লাভ এবং পরিণামে ভগবদ্ভক্ত আনন্দ ভোগ। গীতাশাস্ত্রের আগভ ইহাই উপদেশ।

তস্মাদসক্ত সতত কার্য্য কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যা চরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষ ॥

Therefore, unattached, always performs those acts that have to be performed A man performing action without attachment attains to the Supreme being *Lord's Lay* 3-19

ইহার হেতু প্রদর্শনে গীতা বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রামযন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মাযয়া ॥

The Lord, seated in the heart of all creatures, by His illusive power revolves all creatures, who are as though mounted on a machine 18-61

অতএব,—

তমেব শরণ গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।

Take sanctuary with Him, O Bharata's son, with all thy soul, by His favour thou shalt find supreme peace, as well as the eternal abode. *Lords Lay*. 18-62

লোক। আপনি যেখানে বপন করেন নাই, সেখানে কর্ত্তন করেন, এবং যেখানে আপনি বিক্ষিপ্ত করেন নাই, সেখানে একত্রিত করেন। ২৪ আমি সেই জন্য ভীত হইয়া আপনার মুদ্রা মৃত্তিকাগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। দেখুন, যাহা আপনার, তাহাই আছে।" ২৫ তদুত্তরে তাহার প্রভু বলিলেন, "রে দুষ্ট শ্রমকাতরভৃত্য! তুমি যখন জান যে, যেখানে আমি বপন করি নাই, সেখানে শষ্য কর্ত্তন করি এবং যেখানে আমি বিক্ষিপ্ত করি নাই, সে স্থানে একত্রিত করি; ২৬ তখন আমার মুদ্রা মহাজনের নিকট রাখা কি তোমার উচিত ছিল না? তাহা হইলে আমি প্রত্যাগমন করিয়া আমার নিজের যাহা, তাহার সুদ সহ পাইতে পারিতাম। ২৭ অতএব উহার নিকট হইতে ঐ মুদ্রা ফিরাইয়া লইয়া, যাহার দশমুদ্রা * আছে, তাহাকে দাও। ২৮ কেননা, যাহাদের আছে, তাহাদের প্রত্যেককেই প্রদত্ত হইবে, এবং তাহাতে তাহাদের বাহুল্য হইবে; আর যাহার নাই, তাহার যাহা কিছু থাকে, তাহাও পুনঃ গৃহীত হইবে। ২৯ তোমরা এই অর্জ্জনবিমুখ ভৃত্যকে বহিঃস্থ অন্ধকারে নিক্ষেপ কর, সেখানে কেবল রোদন ও দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ হইতে থাকিবে। ণ ৩০

* অর্থাৎ যে পাঁচ টাকা মূলধনে দশটাকা করিয়াছে, তাহাকে দাও।

ণ এ দৃষ্টান্ত তাঁহারই। গৃহস্বামী যেমন ভৃত্যগণকে মূলধন দিয়া প্রস্থান

যখন মনুষ্যপুত্র তাঁহার তাবৎ স্বর্গদূত সহ আপনার মহিমায় সমাগত হইবেন, তখনই তিনি আপনার মহিমা-সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, ৩১ এবং তাঁহার সম্মুখে জাতিসাধারণ একত্রিত হইলে, মেষপালক যেমন ছাগপাল হইতে মেষ-পাল পৃথক করে, তিনিও তদ্রূপ একজাতি হইতে অন্য জাতিকে পৃথক করিবেন; ৩২ এবং মেষ-দলকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, কিন্তু ছাগপালকে আপনার বাম পার্শ্বে, স্থাপন করিবেন। ৩৩ তদনন্তর রাজা আপনার দক্ষিণ পার্শ্বস্থদিগকে বলিবেন, "আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদভাজনেরা, জগ-তের ভিত্তি স্থাপন হইতে তোমাদিগের জন্য যে রাজ্য

করিলেন, এবং পুনরাগমন করিয়া হিসাব হইলেন; ভগবানের রাজ্যেও তদ্রূপই ঘটে। ভগবানও মনুষ্যদিগকে সুকৃতির তারতম্যে (talents, মুদ্রাবিশেষ)* মূলধন স্বরূপ সুবৃত্তি দিয়া ইহসংসারে প্রেরণ করেন, এবং সেই বিচার দিনে কে তাঁহার মূলধন লইয়া এই সংসার-পণ্যবিথিকায় কিপ্রকার ব্যবসায় করিয়াছে; সুকর্ম্ম দ্বারা মূলধনের বৃদ্ধি করিয়াছে, কি লাভে মূলে খোয়াইয়াছে, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে দণ্ডপুরস্কার দিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মও এই প্রকার। দর্শনবিজ্ঞানেরও এই কথা। ইহসংসারে ধর্ম্মপথে গতি করিবার যে উপায়; অর্থাৎ ভগবান তাহার হৃদয়ে মূলধন রূপে যে সাধুবৃত্তি দিয়াছেন, তাহার পরিচালন দ্বারা ধর্ম্মবৃদ্ধি করিবার যে উপায়, তাহা ভগবানই মানবের হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়া থাকেন। মানুষ স্বকর্ম্মের ফলানুসারে ধর্ম্মপথে লাভ লোকসানের দায়ী হয় মাত্র।

* TALENTS, means *abilities* or *Mental gifts*. A. CARR, M. A.

প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অধিকার কর। ৩৪ * কেননা, আমি ক্ষুধার্ত্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে আহার দিয়াছ; আমি তৃষ্ণার্ত্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পান করিতে দিয়াছ; আমি অতিথি হইলে, তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়াছ। ৩৫ বিবস্ত্রে তোমরা আমাকে বস্ত্র দান করিয়াছ; আমি পীড়িত হইলে, তোমরা আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছ এবং করাবদ্ধ হইলেও তোমরা আমাকে দেখিতে আসিয়াছ।" ৩৬ তখন ধার্ম্মিকেরা বলিবে, "প্রভু! আমরা কখন্ তোমাকে ক্ষুধিত দেখিয়া আহার দিয়াছি, অথবা তৃষ্ণায় তোমাকে জল দিয়াছি? ৩৭ আমরা কবেই বা তোমাকে

* আইস আমার পিতার আশীর্ব্বাদের পাত্রেরা, জগতের ভিত্তি স্থাপন হইতে যাহা তোমাদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, সেই রাজ্যে, সেই পরমপবিত্র স্বর্গরাজ্যে অধিকারী হও। পিতার সেই আনন্দ, সেই অমৃতময়ী আনন্দ উপভোগ কর। অভিসপ্তদিগেরও ইহা সান্ত্বনা। পাপপুণ্যের, তথা দণ্ডপুরস্কারের এমন দেদীপ্যমান প্রমাণ,—পাপীদিগের পক্ষেও অমোঘ সান্ত্বনা।

পবিত্রসলিলা সরস্বতীতীরে ভগবান আদিদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া সারস্বতব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন।

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুম্ আগন্  
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্  
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।

তখন সেই সরস্বতীর তটদেশ প্রতিধ্বনিত করিয়া দৈববাণী হইয়াছিল,—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ  
যে যে দিব্যধামানি তস্থৌ॥

শোন শোন অমৃতের পুত্রেরা, সে দিব্যধাম তোমাদেরই।

এই বাক্যে, এই দৈববাণীতেই যেন জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

অতিথি দেখিয়া আতিথ্যসৎকার করিয়াছি, অথবা বিবস্ত্র অবস্থায় পরিধেয় দিয়াছি? ৩৮ আর কবেই বা আমরা তোমাকে পীড়িত কিম্বা কারাবদ্ধ দেখিয়া দেখিতে আসিয়াছি?" ৩৯ রাজা তদুত্তরে তাহা-দিগকে বলিবেন, "আমি তোমাদিগকে সত্যই কহি-তেছি, তোমরা আমার এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্ষুদ্র-তমদের একটীর প্রতিও যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।" ৪০ * তদনন্তর তাঁহার

* এমন আর হয় না। এমন মর্ম্মস্পর্শী বাণী আর হয় না। এ জগতের একটী ক্ষুদ্র কীটের প্রতিও যাহা করা যায়, তাহা 'ভগবানের প্রতি কৃত বলিয়াই পরিগণিত হয়; বিশ্বের যেখানে যে কোনও জীবন্ত জীব, যে কোনও জীবন্ত জীবের প্রতি যে কোনও সদসৎ ব্যবহার করে, তাহা ভগবানের প্রতিই কৃত বলিয়া গণ্য হয়,—এ বড় মহান কথা। তুমি যাহা কিছু কর, তাহা ভগ-বানেরই ক্রিয়া। বিশ্বের যে যথায় যে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে কোনও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহার ফলাফল সেই বিশ্বময়ের প্রতিই অর্পিত হয়। তুমি যদি কাহারও তৃষ্ণায় জল দিয়া থাক, তাহা ভগ-বানেই পৌঁছিয়াছে। ভগবানই যেন তৃষিত। যদি তুমি কাহারও ক্ষুধায় অন্ন মুষ্টি প্রদান করিয়া থাক, কি আতিথ্য সংকার করিয়া থাক, তাহা ভগবানের প্রতিই করিয়াছ। ভগবানের জীব, যে জীবের অন্তরে ভগবানের পদাসন, সেই জীবই জন্য, সেই জীবই স্বর্গরাজ্যে মহান। গীতা বলিতেছেন,—

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

Whoever, relying on spiritual one-ness, worships me, who am in all creatures, the sage in *Yoge* in whatever condition existing, is present in me. Lay. 6-31

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

বামপার্শ্বস্থ লোকদিগকে বলিবেন, "রে অভিসপ্তেরা! সয়তান ও তাহার দূতদলের জন্য যে অনন্ত বহ্নি প্রস্তুত হইয়াছে, আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া, তোমরা তন্মধ্যে প্রবেশ কর। * ৪১ কেননা, আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে আহার দাও নাই; আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে পান করিতে দাও নাই; ৪২ আমি অতিথি হইয়াছিলাম, তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও নাই; বস্ত্রাভাবে তোমরা পরিধেয় দাও নাই, এবং আমি পীড়িত কারাবরুদ্ধ হইয়াছিলাম, তথাপি তোমরা আমাকে দেখিতে আইস নাই।" ৪৩ তদনন্তর তাহারাও বলিবে "প্রভু! কখন্ তোমাকে ক্ষুধিত, তৃষিত, অতিথি, নগ্ন, রুগ্ন কিম্বা কারাবরুদ্ধ দেখিয়া আমরা

Whoever among the sages, O Arjuna, perceives everywhere the same sorrow joy by measuring with his ownself, is considered to be the most excellent. ( Matt : 2-34-40 ) *Lord's Lay.* 6. 32.

* ৩৪শ হইতে ৪১শ শ্লোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের বিচারমন্তব্য প্রকটীত হইতেছে, উহা এই,—

| COME, | DEPART, |
|---|---|
| Ye *blessed* of my father, | Ye *cursed* |
| inherit the KINGDOM | into the ETERNAL FIRE, |
| prepared for *you* | prepared |
| from the foundation of the world. | for the *devil* and his *angels*. |
| আইস | দূর হও |
| আমার পিতার আশীর্ব্বাদভাজনেরা | রে অভিসপ্তেরা, |
| সেই রাজ্য অধিকার কর, | সেই বহ্নিতে দগ্ধ হ |
| যাহা জগতের ভিত্তি স্থাপন হইতে | যাহা সয়তান ও তাহার দূতগণের জন্য |
| প্রস্তুত হইয়াছে। | প্রস্তুত হইয়াছে। |

তোমার সেবা করি নাই ?” ৪৪ তখন তিনি বলিবেন, “আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদের মধ্যে একজনের প্রতিও যাহা কর নাই, তাহা আমার প্রতিও কর নাই।” * ৪৫ ইহারা অনন্তশাসনে শাসিত হইবার জন্য, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত ( সুখ- ) জীবনে প্রবেশ করিবার জন্য, গমন করিবে। ৪৬

* ইহাতেই প্রকাশ, ভগবানের প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহার সন্তানগণের প্রতি করিলেই, ভগবানের নিকট তাহা গণ্য হয়। এই বিশ্বসংসারের যিনি স্রষ্ঠা, বিশ্বের প্রতি কোনও কর্ম্ম কৃত হইলে বিশ্বময় তিনি—তাঁহার উদ্দেশ্যই কৃত বলিয়া পরিগণিত হয়। অতঃপর এই উক্তির অবান্তর তাৎপর্য্য, মানুষ এই সংসারে যে সকল সদসৎ ক্রিয়া করে, তাহা ভগবানের প্রতিই অর্পিত হয়। ইহারই নাম, হিন্দুশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিষ্ণুপ্রীতিকামার্থ কর্ম্ম বা নিষ্কামকর্ম্ম। সমস্ত কর্ম্মই যখন তাঁহাতে বর্ত্তিতেছে, তখন কর্ম্মফলের বাসনাটা কি নিতান্তই ভ্রমশঙ্কুল নহে ? তাঁহার কর্ম্ম, তিনিই কর্ত্তা, আমরা ভৃত্যমাত্র ; তাঁহার প্রীতিকামনায় তাঁহারই কর্ম্ম আমরা সম্পাদন করিতেছি মাত্র। এই তত্ত্বে যিঁনি তত্ত্বদর্শী; তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। গীতা বলিয়াছেন,—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ৬। ১

Whoever performs action that has to be done, without depending upon the [illegible]t of action, is the man of renunciation as well as the performer of right action, and the mere giver up of consecrated fire and works of the land. *Lord's Lay.* 6-1.

## ষড়বিংশ কল্প

খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে শাসকসম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র—স্ত্রীলোক কর্তৃক তাঁহার বিরক্ত উৎপাদন—যুদা কর্তৃক তাঁহাকে বিক্রয়—ইহুদিদিগের নিস্তার-পর্ব্বদিনে * তাঁহার আহার তাঁহার পবিত্র ভোজের প্রতিষ্ঠা—উদ্যান-উপাসনা—চুম্বনে প্রতারণা—তাঁহাকে কায়াপাশের গৃহে আনয়ন—এবং পিতরের শপথপূর্ব্বক তাঁহাকে অস্বীকার।

এই সকল বাক্য পরিসমাপ্ত করিয়া যিশু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, ১ "তোমরা জান যে, আর দুইদিন পরেই নিস্তার-পর্ব্ব আসিতেছে; ঐ দিনে মনুষ্যপুত্র ক্রুশবিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হইবেন।" ২ তদনন্তর লোকসকল প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনদিগের সহিত কায়াপাশ † নামক মহা পুরোহিতের গৃহে একত্রিত হইল, ৩ এবং ছলপূর্ব্বক যিশুকে আনয়ন করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিল। ৪ তাহারা বলিল, এই পর্ব্বের ভিতর নহে; কেননা, তাহা হইলে লোক

* Passover—নিস্তারপর্ব্ব। পর্ব্বটা বড় কৌতুকপ্রদ। যে দিন মৃত্যু-দেবতা মিশরের জ্যেষ্ঠপুত্রকে গ্রাস করে, সেই দিনকে স্মরণীয় করিবার জন্য, এই নিস্তারপর্ব্বের অবতারণা। এদেশে যেমন দুর্গতিহারিণী দুর্গার মহোৎসবই শ্রেষ্ঠ, ইহুদিদিগের মধ্যে নিস্তারপর্ব্বও তেমনই। মার্চ্চের শেষ এবং এপ্রিলের প্রথমে, এই মহোৎসব আরম্ভ হয়।

† CAIAPHAS—কায়াপাশ। যোসেপ কায়াপাশ। ইহারা HIGH PRIEST, মহা পুরোহিত। এ দেশের যেমন দেবল-ব্রাহ্মণ।

সাধারণের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইতে পারে। ৫

অনন্তর যিশু যৎকালে বেথানীর কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত সিমনের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ৬ তখন এক নারী একটা শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত পাত্রে বহুমূল্য গন্ধদ্রব্য * আনিয়া, যখন তিনি আহারে বসিয়াছেন, সেই সময় (তাঁহার) মস্তকে সিঞ্চন করিল। ৭ এই সকল দেখিয়া শিষ্যেরা বিরক্ত হইল, এবং বলিল, "এমন অপচয় করা হইল কেন? ৮ এই গন্ধতৈল বহু অর্থে বিক্রয় করিয়া, উহা দরিদ্রদিগকে দিতে পারা যাইত।" ৯ কিন্তু যিশু এই সকল অনুধাবন করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কেন এই স্ত্রীলোকটীর মনোদুঃখ দিতেছ? এ ত আমার প্রতি সুকার্য্যই করিয়াছে। ১০ দরিদ্রেরা সর্ব্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছে, কিন্তু আমাকে ত তোমরা সর্ব্বদা পাইবে না। ১১ কেননা, এই নারী সমাধির উদ্দেশেই আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল সিঞ্চন করিয়া দিয়াছে। ১২ আমি তোমাদিগকে সত্যই কহিতেছি, সমগ্র জগতের যে যে স্থানে এই সুসংবাদ ঘোষিত হইবে, সেই সেই স্থলে এই

---

* Alabaster, মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত আতর প্রভৃতি বহুমূল্য গন্ধদ্রব্য রাখিবার শিশি যে স্ত্রীলোকটী ঐ গন্ধদ্রব্য সিঞ্চন করিয়াছিল, সাধু জনের মতে, তাঁহার নাম মেরী Then took Mary a pound of ointment very costly. ইনি মার্থার ভগ্নী।

নারী যাহা করিয়াছে, তাহার স্মরণার্থ তাহাও কথিত হইবে।” ১৩

তদনন্তর দ্বাদশশিষ্যের মধ্যে যুদা-ইস্কেরিয়ট নামক এক শিষ্য, প্রধানপুরোহিতদিগের নিকট গমন করিল, ১৪ এবং বলিল, “তাঁহাকে আমি আপনাদিগের হস্তে সমর্পণ করিব, আপনারা (তদ্বিনিময়ে) আমাকে কি দিতে সম্মত আছেন?” তাহারা যুদাকে ত্রিশ খণ্ড রৌপ্য ওজন করিয়া দিল, * ১৫ এবং সেই সময় হইতে (যিশুকে) তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য (যুদা) সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ১৬

অতঃপর নিস্তার-পর্ব্বের প্রথম দিনে (অর্থাৎ যে দিনে তাড়িশূন্য রুটী আহার করিবার নিয়ম,) শিষ্যগণ যিশুর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার জন্য আমরা নিস্তার-পর্ব্বের ভোজ † কোন্ স্থানে প্রস্তুত করিব? আপনার অভিপ্রায় কি?” ১৭ তিনি তদুত্তরে বলিলেন, “নগরের অমুক ব্যক্তির নিকট যাও, এবং তাহাকে বল, গুরু বলিতেছেন, আমার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে!

---

* মুদ্রা ওজন করিয়া দিল। তখন কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্যের মুদ্রা (যেমন মোহর টাকা) ছিল না। এই মুদ্রার পরিমাণ ৩৮৪ গ্রেণ।

† The first day of the feast of unleavened bread, নিস্তারপর্ব্বের [illegible] এই তাড়িশূন্য রুটীর মহোৎসব। ধরিতে গেলে, এ পর্ব্ব নিস্তারপর্ব্বেরই আনুষঙ্গিক। এ পর্ব্ব সপ্তাহকাল ব্যাপী।

আমি তোমার গৃহে সশিষ্যে নিস্তার-পর্ব্ব পালন করিব।” ১৮ যিশু যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, শিষ্যেরা তদনুসারে নিস্তার-পর্ব্ব পালনের আয়োজন করিল। ১৯ তদনন্তর সায়ংকালে যিশু দ্বাদশ-শিষ্যের সহিত ভোজনে বসিলেন, ২০ এবং তাহারা আহার করিতেছে, এমন সময় তিনি বলিলেন, “আমি সত্য বলিতেছি যে, তোমাদিগেরই এক জন আমাকে (শত্রু-হস্তে) সমর্পণ করিবে।” ২১ ইহা শুনিয়া শিষ্যেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইল, এবং প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “প্রভু! সে কি আমি?” ২২ যিশু তদুত্তরে বলিলেন, “যে আমার সহিত পাত্রে হাত ডুবাইয়াছে, * সেই ব্যক্তিই আমাকে ধরাইয়া দিবে। ২৩ মনুষ্যপুত্র সম্বন্ধে যেমন লিখিত আছে, তিনি সেই ভাবেই যাইতেছেন, কিন্তু যে তাঁহাকে ধরাইয়া দিবে, তাহার কি সন্তাপ। সেই ব্যক্তির জন্ম না হওয়াই তাহার পক্ষে ভাল ছিল।” ২৪ যে তাঁহাকে ধরাইয়া দিতে উদ্যত ছিল, সেই যুদা বলিল, “গুরু! সে কি আমি?” তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “তুমিই ত বলিলে।” ২৫ তদনন্তর শিষ্যেরা আহার করিতেছে, এমন সময় যিশু রুটী লইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গি-

---

* পাত্রে হাত ডুবাইয়াছে অর্থাৎ যে আমার ভোজন পাত্রে হাত দিয়াছে। প্রভুর আহারের সময় যুদা নামক শিষ্য তাঁহার ভোজন পাত্র স্পর্শ করিয়াছিল। তাই এই নির্দ্দেশ।

লেন, এবং তাহা শিষ্যগণকে প্রদান করিয়া বলি-লেন, "লও, আহার কর; ইহা আমার শরীর।" ২৬ তৎপরে পানপাত্র * গ্রহণ পূর্ব্বক ধন্যবাদ দিয়া তাহাও শিষ্যগণকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর। ২৭ কেননা, বহুলোকের পাপবিমোচনার্থ আমার এই বিধান-শোণিত † নিঃসারিত হইয়াছে। ২৮ আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত আমার পিতার রাজ্যে তোমাদিগের সহিত (একত্রে) নূতন প্রণালীতে দ্রাক্ষারস পান না করিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমি এ দ্রাক্ষারস আর পান করিব না।" ২৯

অনন্তর একটী স্তব-গীতি গান করিয়া, তাঁহারা সকলে অলিব-পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। ‡ ৩০

* পান পাত্র। এ পানপাত্র অশেষবিধ যন্ত্রনাপ্রদ ক্লেশে পরিপূর্ণ। যিশু নিজে এ যন্ত্রণা ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন এবং শিষ্যদিগকেও তাহা পান করিতে বলিতেছেন।

† বিধানশোণিত। ঈশ্বরে ও তাঁহাতে যে সম্বন্ধ-বিধান, সেই বিধান-শোণিত।

‡ প্রার্থনা-গীতি, hymn, সঙ্গীতের ভাবপ্রবণতাশক্তির উপলব্ধি এবং তাহার সর্ব্ব প্রকার শোকতাপ নিবারণের অলৌকিক শক্তির পরিচয়, জগতের সকল রাজ্যেই অল্পবিস্তর পরিজ্ঞাত। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময় একটী প্রার্থনা-গীতি গাহিয়া খ্রীষ্ট পর্ব্বতারোহণ করিলেন। এ চিত্র বড়ই স্বাভাবিক। সঙ্গীতকে আর্য্যঋষিরা ধ্যানধারণার সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

জপঃ কোটীগুণং ধ্যানং ধ্যানঃ কোটী গুণং লয়ং
লয়ঃ কোটীগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি।

তখন যিশু শিষ্যগণকে বলিলেন, "অদ্য রজনীতে তোমরা আমাতে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইবে। কেননা লিখিত আছে, আমি মেষপালককে আঘাত করিব, তাহাতে পালের মেষসকল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে; ৩১ কিন্তু আমার পুনরুত্থানের পর, আমি তোমাদিগের অগ্রেই গালিলীতে গমন করিব।" ৩২ পিটর বলিল, "যদি সকলেই আপন্যাতে বিঘ্নপ্রাপ্ত হয় আমি হইব না।" ৩৩ যিশু বলিলেন, "আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, এই রাত্রে, কুক্কুট-ডাকিবার পূর্ব্বে, তুমি (উপর্য্যুপরি) তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে।" * ৩৪ পিটর বলিল, "যদি আপনার সহিত মরিতে হয় তাহা হইলেও আমি আপনাকে অস্বীকার করিব না।" অন্যান্য শিষ্যেরাও এই প্রকারই বলিল। ৩৫

তৎপরে যিশু শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া গেট্‌সিমেনী † নামক স্থানে উপনীত হইলেন, এবং তাহা-

* কুক্কুটের রব অলক্ষণের চিহ্ন। কোনও অত্যাহীত ঘটিলে বা ঘটিবার পূর্ব্বে, কুক্কুটরব হইয়া থাকে, এবং উহা অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। কথিত আছে, ইহুদিরাজ্যে এক সময়ে একটী কুক্কুট, সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, বাইবলের টীকাকারগণের অনেকেরই বিশ্বাস, এই সংস্রব আছে বলিয়াই যিশু কুক্কুটরবের উল্লেখ করিয়াছেন। এ দেশেও প্রবাদ আছে, যৎকালে মথুরার অধিপতি কংসকে ধ্বংস করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম মথুরা যাত্রা করেন, সেই রাত্রে কংসকে জাগরিত করিবার জন্য পুরীর চতুর্দ্দিকে কুক্কুটরব শ্রুত হইয়াছিল।

† Gethsemane—গেটসিমেনী। গ্রাম, নগর নয়, উদ্যান। জলপাই-বাগান। যিশু সাশব্যে সেই স্থানে গমন করেন। গেটসিমেনী শব্দের অর্থ তৈলযন্ত্র। কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে জলপাই তৈলের কোনও কল পূর্ব্বে ছিল। উদ্যানের প্রাচীন জলপাই বৃক্ষ

দিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন, "আমি ঐ স্থানে প্রার্থনা করিয়া আসি, তোমরা এই স্থানে উপবেশন কর।" ৩৬ পরে পিটর এবং যাবেদার পুত্রদ্বয়কে লইয়া তিনি দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ৩৭ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "মনোদুঃখে আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে! তোমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া, আমার সহিত জাগরিত থাক।" * ৩৮ এই বলিয়া তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং ভূ-প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "পিতা! যদি সম্ভব হয়,

---

দর্শনে, দর্শকের মনে এ কথা বদ্ধমূল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ৭ উদ্যান জেরুজিলমের সীমা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশেরও কম অন্তর।

* My soul is exceeding sorrowful even unto death আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। স্তব জন চেক, এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, I am even like to die for sorrow এ দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে, কারণ দেখিতে পাওয়া যায় (ক) যুদা দলবল লইয়া আসিতেছে, (খ) সে তাঁহারই দ্বাদশ শিষ্যের একজন, (গ) এমন যে তদ্গত প্রাণ পিটর, সেও তাহাকে অস্বীকার করিবে, (ঘ) অন্য শিষ্যেরাও তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিবে, (ঙ) তিনি অতি নির্দ্দয়ভাবে হত্যা হইতে যাইতেছেন, (চ) সে হত্যা অতি জঘন্য ও অন্যায়, এবং (ছ) তাহাকে নিহত করিবার জন্য অন্য দশজন মিথ্যা সাক্ষীর অনুসন্ধান ও তাহারা সাক্ষ্যদান করিয়া পাপে ডুবিবে। বাস্তবিক এ সকলের শেষ সমাহার, তাঁহার পুনরুত্থানে এবং শিষ্যগণের গমনের পূর্ব্বেই জেরুজিলম গমনে।

দেহরক্ষা কালে, নীলাচলের শৃঙ্গে উপবিষ্ট শ্রীচৈতন্য, সমুদ্রের শ্যামবারি দর্শনে ভগবানের বিশ্বোদরস্বভাব অনুধাবন করিয়া, ব্যাকুল ভাবে বলিয়াছিলেন,—

আমায় ধররে নিতাই।

আমার প্রাণ কেন আজ করেরে এমন॥

প্রাণ যখন বিশালভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, সসীমে যখন অসীমের আগতি ঘটে, তখনই এই নির্ব্বিকল্প ব্যাকুলতা স্বতঃই উপস্থিত হয়।

তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হউক। আমার ইচ্ছা নহে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।” ৩৯ তৎপরে তিনি শিষ্যগণের নিকট আসিলেন, এবং তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিটরকে বলিলেন, “তোমরা কি এক দণ্ডও আমার সহিত জাগরিত থাকিতে পারিলে না? ৪০ জাগরিত থাক এবং প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়। আত্মা বাস্তবিক ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্ব্বল।” ৪১ দ্বিতীয় বার তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং (পূর্ব্ববৎ) প্রার্থনা করিলেন, “পিতা! আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরীকৃত না হয়, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।” ৪২ (তিনি পুনর্ব্বার) শিষ্যদিগের নিকট আসিয়া তাহা-দিগকে নিদ্রিত দেখিলেন; কেননা তাহাদিগের চক্ষের পাতা (নিদ্রাবেশে) ভারি হইয়া পড়িয়া-ছিল। ৪৩ তিনি পুনরপি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং তৃতীয়বার সেই কথা বলিয়াই প্রার্থনা করিলেন। ৪৪ তদনন্তর শিষ্য-গণের নিকট আসিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “এখন তোমরা নিদ্রা যাও এবং বিশ্রাম কর। দেখ পাপীদিগের হস্তে মনুষ্যপুত্র সমর্পিত হইতেছেন। ৪৫ গাত্রোত্থান কর, চল আমরা যাই; যে আমাকে সমর্পণ করিবে, ঐ দেখ, সে আসিতেছে!” ৪৬

এই সকল তিনি বলিতেছেন, এমন সময় দ্বাদশ

শিষ্যের মধ্যে যুদা নামক সেই ব্যক্তি, প্রধান পুরোহিতগণ এবং প্রাচীনবর্গ কর্ত্তৃক প্রেরিত খড়্গযষ্টিধারী বহুসংখ্যক লোক সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। ৪৭ ঐ বিশ্বাসঘাতক যুদা সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছিল যে, যাঁহাকে আমি চুম্বন করিব, তিনিই যিশু। তাঁহাকেই ধরিও। ৪৮ যুদা যিশুর নিকট আসিয়া বলিল "নমস্কার গুরু!" (এই বলিয়া সে) তাঁহাকে চুম্বন করিল। * ৪৯ যিশু তাহাকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি যে জন্য আসিয়াছ, তাহা কর!" ৪৯ † তখন তাহারা সকলে আসিয়া যিশুর উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল। ৫০ তখন যিশুর এক সঙ্গী হস্তবিস্তারপূর্ব্বক তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া, প্রধানপুরোহিতের একজন ভৃত্যের কর্ণচ্ছেদন করিয়া ফেলিল। ৫১ (তদ্দর্শনে) যিশু তাহাকে বলিলেন, "তোমার তরবারি পুনরায় যথাস্থানে রক্ষা কর; কেননা, যাহারা তরবারি চালায়, তাহারা তরবারিতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৫২ অথবা তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে

---

* অবস্থা দর্শনে বোধ হয়, আনুগত্য এবং বন্ধুত্ব প্রকাশের স্থলে, পরস্পর চুম্বনরীতি তৎকালে ইহুদিরাজ্যে প্রচলিত ছিল।

† Friend, do that for which thou art come. যে জন্য তুমি আসিয়াছ, তাহা কর। অর্থাৎ তুমি যে আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিধর্ম্মীদের হস্তে অর্পণ কর[illegible], তাহা আমি জানি এবং উহাই নির্ব্বন্ধ; অতএব তাহা কর। পুরাতন পাঠে ছিল, [illegible], wherefore art thou come ?

অনুরোধ করিলে, তিনি এইক্ষণে দ্বাদশবাহিণী * অপেক্ষা অধিক (শক্তিশালী) দূত প্রেরণ করেন না? ৫৩ কিন্তু তাহা হইলে, 'এইরূপ অবশ্যই হইবে' এই যে শাস্ত্রীয় আদেশ, ইহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে?" ৫৪ তৎকালে যিশু লোকসাধরণের প্রতি বলিলেন, "চোর ধরিতে লোকে যেমন যষ্ঠি তরবারী লইয়া আইসে, তোমরা কি সেই ভাবে আমাকে ধরিতে আসিয়াছ? মন্দিরে বসিয়া আমি তোমাদিগকে নিত্য নিত্য উপদেশ প্রদান করিয়াছি, (তখন) তোমরা ত আমাকে ধর নাই! ৫৫ সুতরাং এ সকল যাহা ঘটিল, তাহা ভবিষ্যদ্বক্তাগণের শাস্ত্রীয় বাক্য সিদ্ধ হইবার জন্য।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যেরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। ৫৬

তদনন্তর যাহারা যিশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে লইয়া প্রধান পুরোহিত কায়াপাশের গৃহে উপস্থিত হইল। বিধর্ম্মী এবং প্রাচীনেরা সেই স্থানেই একত্রিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। ৫৭ পিটর দূরে থাকিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিল;

* Legion—বাহিনী। রোমরাজ্যে নির্দ্দিষ্ট বাহিনী ৬ হাজার সৈন্যে গঠিত হইত। টীকাকার বলেন, তদ্রূপ দ্বাদশবাহিনী-সেনা সহ যুদা প্রভুকে ধরিতে আসিয়াছিল। তাহা হইলে [illegible] ৭২ হাজার লোক লইয়া আসিয়াছিল বলিতে হয়। ইহা কি সম্ভব? কথা [illegible]তেছে, তাঁহারই একটীর শিষ্যের সহিত। অর্থ, তোমরা দ্বাদশজন শিষ্য আছ, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিলে আমার পিতা ঐ দ্বাদশটীর স্থানে কি দ্বাদশবাহিনী প্রেরণ করেন না?

এবং মহাপুরোহিতের (বিচার-) স্থানে প্রবেশ করিয়া, শেষ কি হয় দেখিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগের সহিত বসিয়া রহিল। ৫৮ তখন প্রধান পুরোহিতগণ এবং সভাস্থ সকলেই যিশু যাহাতে নিহত হন, তজ্জন্য মিথ্যাসাক্ষীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। * ৫৯ মিথ্যাসাক্ষীও পাওয়া গেল বটে, কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য মিলিল না। অবশেষে দুইজন আসিল, ৬০ † এবং (যিশুকে নির্দ্দেশ করিয়া) বলিল, "এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করিতে পারি এবং তিন দিনের মধ্যে (পুনঃ) নির্ম্মাণ করিতে পারি।" ৬১ তখন মহাপুরোহিত গত্রোত্থান করিলেন এবং যিশুকে বলিলেন, "তুমি ত কোনও উত্তর দিতেছ না? তোমার বিরুদ্ধে ইহারা যে সাক্ষ্য দিতেছে, এ সকল কি?" ৬২ যিশু তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ‡ মহাপুরোহিত তাঁহাকে বলিলেন, "আমি জীবন্ত পরমেশ্বরের দিব্য

---

* That they might put him to death. পুরাতন পাঠ to put him to death.

† Afterward came two, অবশেষে দুইজন আসিল। পুরাতন পাঠে ছিল, But found no one; yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false-witnesses. সক্ষী জুটিল, কিন্তু প্রমান মিলিল না; শেষে দুইজন মিথ্যাসাক্ষী আসিল।

‡ But Jesus held his peace. যিশু কথা কহিলেন না বটে, কিন্তু সে নীরবের কারণ অন্য নহে। তিনি ভয় পাইয়া, বা নিজের উক্তিতে নিজে নিরুত্তর হইয়া নীরবে [illegible]লেন, তাহা নহে। কথা কহিবার আবশ্যক বুঝিলেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতর তখনও কিন্তু অটল শান্তি। Peace—শান্তি—তূষ্ণীম্ভাব।

দিয়া বলিতেছি, আমাদিগকে বল, তুমিই কি সেই ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট ?" * ৬৩ যিশু বলিলেন, "তুমিই ত বলিলে। তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এইক্ষণ হইতে মনুষ্যপুত্রকে শক্তির দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিতে এবং আকাশের মেঘবাহনে সমাগত হইতে দেখিতে পাইবে।" ৬৪ তদনন্তর মহাপুরোহিত (ক্রুদ্ধ হইয়া) স্বীয় পরিচ্ছদ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন "এ ঈশ্বর-নিন্দা করিয়াছে, সুতরাং সাক্ষীতে আর আমাদের কি প্রয়োজন ? দেখ, এখনি তোমরা ঈশ্বরনিন্দা শুনিলে ; ৬৫ তোমাদের অভিপ্রায় কি ?" তাহারা তদুত্তরে বলিল, "এ প্রাণদণ্ডের যোগ্য।" † ৬৬ এই বলিয়া তাহারা তাঁহার মুখে থু থু দিল এবং তাঁহাকে মুষ্ঠাঘাত করিল ; কেহ কেহ বা করতল দ্বারা চপেটাঘাত করিয়া ৬৭ বলিল, "রে খ্রীষ্ট ! দৈবীশক্তিতে বল্ দেখি, তোকে কে মারিল ?" ৬৮

পিটর বাহির প্রাঙ্গনে বসিয়া ছিল ; এক কিঙ্করী আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি না গালিলীর যিশুর সহসঙ্গী ছিলে ?" ৬৯ পিটর কিন্তু

* The Christ, ও the son of god. প্রধান পুরোহিত দুই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি খ্রীষ্ট কি না, এবং যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, তুমি সেই খ্রীষ্ট কি না ? যিশু উত্তর দিলেন, "তুমি" ব[illegible]।" অর্থাৎ তুমি যথার্থ বলিয়াছ। (আমি সেই ভগবানের পুত্র খ্রীষ্টই বটে।)

† He is worthy of death. এ মৃত্যু দণ্ডের যোগ্য। পুরাতন পাঠ, He is guilty of death. এ যে দোষ করিয়াছে, মৃত্যুদণ্ডই তাহার যোগ্য।

সকলের সম্মুখে যিশুকে অস্বীকার করিয়া কহিল, "তুমি যে কি বলিতেছ, আমি তাহাই ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।" ৭০ অনন্তর পিটর যখন বাহিরে, সদর দরজার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন আর একটী কিঙ্করী তাহাকে দেখিতে পাইল; এবং তখন তথায় যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে বলিল, "এই লোকটাও নাজারেতের যিশুর সঙ্গে ছিল।" ৭১ তখনও পিটর (যিশুকে) শপথ পূর্ব্বক অস্বীকার করিয়া বলিল, "আমি তাহাকে ত চিনি না।" ৭২ ক্ষণকাল পরে, যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া-ছিল—তাহারা অসিয়া পিটরকে বলিল, "সত্যই তুমি তাহাদের মধ্যে একজন; কেননা, তোমার বাক্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।" ৭৩ তখন পিটর অভিসম্পাতপূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিয়া আবার বলিল, "তাহাকে আমি চিনি না।" তৎ-ক্ষণাৎ কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল। ৭৪ যিশু বলিয়াছিলেন, 'কুক্কুট ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে', এতক্ষণে তাহা পিটরের মনে পড়িল এবং বাহিরে গিয়া, সে মর্ম্মান্তিক রোদন করিতে লাগিল। ৭৫

———

# সপ্তবিংশ কল্প

যিশুকে বন্ধনপূর্ব্বক শাসনকর্ত্তা পণ্টিয়স্‌-পাইলেটের নিকট সমর্পণ,—গলে বজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক যুদার আত্মহত্যা—পণ্টিয়স্‌-পাইলেটের প্রতি তাঁহার স্ত্রীর অনুযোগ—তাঁহার হস্ত প্রক্ষালন বারব্বার মুক্তি—খ্রীষ্টের সিংহাসন গ্রহণ ও মুকুট ধারণ—যিশুর ক্রুশ সংভেদ—পুনরুত্থান—মৃত্যু—সমাধি সমাধি-স্তম্ভে চিহ্ন অঙ্কণ ও প্রহরা দান।

---

প্রভাত হইলে প্রধান পুরোহিতেরা ও লোক-সাধারণের প্রাচীনেরা যিশুকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিল, ১ এবং তাঁহাকে বন্ধন-পূর্ব্বক লইয়া গিয়া শাসনকর্ত্তা পাইলেটের নিকট সমর্পণ করিল। * ২

যিশু দণ্ডিত হইতে চলিলেন দেখিয়া, বিশ্বাস-দ্রোহী যুদার অনুতাপ উপস্থিত হইল, এবং প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনদিগের নিকট সেই (পূর্ব্ব-গৃহীত) ত্রিশটী রৌপ্যমুদ্রা আনিয়া বলিল, ৩ "আমি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নির্দ্দোষীর শোণিত বিক্রয় করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছি!" তাহারা

---

* PONTIUS PILATE ইনি যোডিয়ার শাসনকর্ত্তা। অর্কেলসের নির্ব্বাসনের পর, ইনিই রোমসম্রাটের অধীনে এই শাসনভার লাভ করেন। পরিণামে ইনি নির্দ্দয়নিষ্ঠুরতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ, History of Second and Third Samnite war. B. C. 327-290. দ্রষ্টব্য।

বলিল, "তাহাতে আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝ।" * ৪ (ইহা শুনিয়া) যুদা সেই মুদ্রা কয়েকটী মন্দিরমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল এবং গলদেশে রজ্জুবন্ধনপূর্ব্বক আত্মহত্যা করিল। ৫ প্রধান পুরোহিতেরা সেই মুদ্রা কয়েকটী উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "ইহা পবিত্র ধনভাণ্ডারে রাখিবার উপযুক্ত নহে; কেননা, ইহা শোণিতের মূল্য।" ৬ তদনন্তর তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া, বিদেশীয়দিগের সমাধির জন্য, ঐ অর্থে কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। ৭ সেই হেতু ঐ ক্ষেত্র, শোণিত-ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। †৮ এতদ্দ্বারা ভবিষ্যদ্বক্তা জেরিমিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সিদ্ধ হইল। (তিনি) বলিয়াছিলেন,—

তাহারা সেই ত্রিশটী রৌপ্যমুদ্রা তাঁহার মূল্য স্বরূপে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে কাহারও দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল,

* অর্থাৎ আমরা তাহার জন্য দায়ী নহি। তুমি যাহা করিয়াছ, তুমি পাপই কর আর পুণ্যই কর, আমরা তাহার জন্য কেন দায়ী হইব? সে দায়ীত্ব তোমার। আমরা কেন সে পাপের অংশ গ্রহণ করিব? বাস্তবিক এ সংসারে একের পাপপুণ্যের জন্য অন্য কেহ দায়ী হয় না। রত্নাকরের বাল্মিকীত্ব প্রাপ্তি বিষয়ক যে উপাখ্যান হিন্দুশাস্ত্রে প্রচলিত আছে, ইহাও তদ্রূপ। জেমস্ মরিসন এই স্থানের এই প্রকার তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। WHAT is THAT TO US. আমাদের কি? আমরা তাহার কি জানি? What is it in reference to us. Wheather you sinned or not? Whether you sinned however in betraying Him as you did, we leave you to determine for yourself. It is your own affair, not ours.

† Potter's field—কুম্ভকার-ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রের নাম *Aceldam*. ইহা জে[illegible]মের উত্তরসীমান্তবর্ত্তী হীন্নম্ (Hinnom) উপত্যকায় অবস্থিত।

তাহা গ্রহণ করিল ৯ এবং কুম্ভকার ক্ষেত্রের জন্য প্রদান করিল। প্রভু আমার প্রতি এইরূপ আদেশই প্রদান করিয়াছিলেন। ১০

তদনন্তর যিশু শাসনকর্ত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কি ইহুদি-দিগের রাজা?" * যিশু তাঁহাকে বলিলেন, "(হাঁ) তুমি বলিয়াছ।" ১১ কিন্তু যখন তিনি প্রধান পুরোহিতগণ ও প্রাচীনদিগের দ্বারা অভিযুক্ত হইলেন, তখন কিছুই বলিলেন না। ১২ তাহাতে পাইলেট বলিলেন, "তোমার বিরুদ্ধে ইহারা কত বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতেছে, তুমি কি সে সকল শুনিতেছ না?" ১৩ তিনি তাহাতেও উত্তর দিলেন না,—একটী কথাও না। এতদ্দর্শনে শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন! ১৪ নিস্তার-পর্ব্ব সময়ে প্রজাসাধারণ যে কয়েদীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিত, শাসনকর্ত্তা তাহার মুক্তিদান করিতেন। †১৫ এই সময় বারব্বা নামে একজন বিখ্যাত কয়েদী কারাগারে আবদ্ধ ছিল। ১৬ লোক সকল এক-ত্রিত হইলে, পাইলেট তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের জন্য আমি কাহাকে মুক্তিদান

* বাইবল গ্রন্থের বহুস্থানেই যিশু (the king) রাজা বলিয়া সম্বোধিত এবং বরের দৃষ্টান্তে বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বাইবলের যে সকল স্থানে কেবল মাত্র রাজা কি বরের উল্লেখ আছে, সেখানে যিশুকেই বুঝিতে হইবে।

† এইরূপই একটা নিয়ম তখন ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই নিস্তার-পর্ব্ব বা[illegible] স্মরণীয় করিবার জন্য, প্রজাসাধারণের প্রার্থনা মতে একজন কয়েদীকে মুক্তিদান করা হইত।

করিব ? বারব্বাকে * না খ্রীষ্ট নামে আখ্যাত যিশুকে ? এ বিষয়ে তোমাদিগের অভিপ্রায় কি ?” ১৭ কেননা তিনি জানিতেন যে, তাহারা ঈর্ষা প্রযুক্তই যিশুকে সমর্পণ করিয়াছে। ১৮ তদনন্তর তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “তুমি ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তির কোনও কথায় থাকিও না। কেননা, অদ্য আমি তাঁহার সম্বন্ধে স্বপ্নদর্শনে বড় যন্ত্রনা পাই-য়াছি।” ১৯ প্রধান পুরোহিতগণ ও প্রচীনেরা কিন্তু বারব্বার মুক্তি ও যিশুর প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করিতে লোকসকলকে প্রবৃত্তি দিল। ২০ শাসনকর্ত্তা বলিলেন, “এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে মুক্তি দিতে তোমাদিগের ইচ্ছা ?” তাহারা বলিল, “বার-ব্বাকে।” ২১ পাইলেট (পুনরায়) তাহাদিগকে বলিলেন, “তবে খ্রীষ্ট নামধারী যিশু সম্বন্ধে আমি কি করিব ?” তাহারা সকলেই (একবাক্যে) বলিল, “তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হউক।” ২২ তিনি বলি-লেন, “কেন, ইহার অপরাধ কি ?” তাহারা অধিক-তর চীৎকার করিয়া (পুনরায়) বলিল, “তাহাকে

---

* Barabbas. বারব্বা। ইহার শব্দার্থ, যে সর্ব্বপ্রকার দোষের আকর। বারব্বা চোর, ডাকাত এবং রাজবিদ্রোহী। যিশুর বিনিময়ে, ইহুদিরা এমন লোকের কামনা করিল। পর্ব্বটা কিন্তু নিস্তার-পর্ব্ব। ভ্রান্ত ইহুদিরা নিস্তারদাতার হত্যায় নিস্তার-প[illegible] চূড়ান্ত ভাবেই স্মরণীয় করিল।

† He said, পুরাতন পাঠে স্পষ্টতঃ the governor said আছে।

ক্রুশবিদ্ধ করা হউক।” ২৩ পাইলেট যখন দেখিলেন, তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না, বরং গোল উঠিতেছে; তখন তিনি সকলের সম্মুখে জল লইয়া আপনার হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক বলিলেন, “এই ধার্ম্মিকের শোণিতপাতের জন্য আমি দায়ী নহি। সে সকল তোমরা দেখ।” * ২৪

তদুত্তরে সকল লোকই বলিল, “তাহার শোণিত (-পাপ) আমাদিগের এবং আমাদিগের সন্তানসন্ততির উপর প্রবর্ত্তিত হউক।” † ২৫ তখন তিনি তাহাদিগের প্রার্থিত বারব্বাকে মুক্তি দিলেন, এবং যিশুকে কশাঘাত পূর্ব্বক ক্রুশবিদ্ধ করিবার জন্য সমর্পণ করিলেন। ২৬

তদনন্তর শাসনকর্ত্তার সৈন্যগণ যিশুকে লইয়া প্রাসাদ মধ্যে গমন করিল, এবং সমস্ত সেনাদল তথায় একত্রিত হইলে ‡ ২৭ তাহারা তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া, লোহিতপরিচ্ছদ পরাইয়া দিল। ২৮ তাঁহার মস্তকে কণ্টকমুকুট পরাইয়া দিয়া, ¶ দক্ষিণ

* See ye to it. তোমরা সে সকল বুঝ। তোমরা তাহার দায়ীত্ব গ্রহণ কর। আমি নির্দ্দোষী। স্ত্রীর কথায় হয় ত পাইলেটের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল।

† নিরপরাধ যিশুর শোণিতপাতে যত কিছু পাপ, তাহা আমাদের এবং আমাদের সন্তানসন্ততির প্রতি বর্ত্তুক। সে পাপের পাপী আমরা এবং আমাদের বংশধরেরা হউক।

‡ Into the palace. রাজ প্রাসাদ। পুরাতন পাঠে ছিল, into the common hall.

¶ Crown of thorns, কণ্টক-মুকুট। এটা একটা উপহাস।

হস্তে একটী নল প্রদান করিল এবং তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া বিদ্রূপ পূর্ব্বক কহিল, "ওহে ইহুদিদিগের রাজা! নমস্কার।" ২৯ তাহার পর, তাহারা তাঁহার গাত্রে থু থু দিল, এবং সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। ৩০ এই বিদ্রূপব্যাপার পরিসমাপ্ত হইলে পর, তাহারা সেই লোহিত-পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া, তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ পরাইল এবং ক্রুশবিদ্ধ করিবার জন্য লইয়া চলিল। ৩১

তাহারা বাহিরে আসিতেছে, এমন সময় সিরেণী নিবাসী সিমন * নামক এক ব্যক্তির সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল, এবং তাহাকে তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার জন্য সঙ্গে লইল। ৩২ তৎপরে শ্মশানক্ষেত্রে † অর্থাৎ কঙ্কাল-কপালময়স্থানে উপস্থিত হইয়া, ৩৩ তাহারা তাঁহাকে পিত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস ‡ পান করিতে দিল; স্বাদ গ্রহণ করিয়াই, তিনি আর তাহা পান করিতে চাহিলেন না। ৩৪ তৎপরে

* A man of Cyrene, Simon by name. এই সিরেণী কোথায়? আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী একটী নগর। এ নগরে বহুসংখ্যক ইহুদি উপনিবেশ করিয়া ছিল। সেণ্ট লুক বলেন, এই ব্যক্তি আলেকজন্দর ও রূপসের পিতা।

† Golgotha—শ্মশানক্ষেত্র। যে স্থানে কঙ্কালকপাল প্রভৃতি পতিত থাকে।

‡ Wine, mingled with gall. ঠিক পিত্ত নহে, কোনও বিস্বাদ বস্তু। [illegible]কাক্কার জন্‌সন্‌ মনে করেন, এই দ্রব্য মিশ্রণের উদ্দেশ্য, অচৈতন্য সম্পাদন। মৃত্যুযন্ত্রণা প্র[illegible]ধের জন্যই, উহা সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু যিশু তাহা পান করিলেন না। এ যন্ত্রণা ভোগ করাই তাঁহার ইচ্ছা।

তাহারা তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া, তাঁহার বস্ত্রাদি আপনাদিগের মধ্যে গুটিকার দ্বারা বিভাগ করিয়া লইল, ৩৫ * এবং সেই স্থানে বসিয়া তাঁহাকে প্রহরা দিতে লাগিল। ৩৬ (তাহারা) তাঁহার শিরোদেশে অপরাধ-লিপি বাঁধিয়া দিল,—

এই যিশু, ইহুদিদিগের রাজা। ৩৭

অপর দুইজন দস্যু, এক জন তাঁহার দক্ষিণে ও অপর তাঁহার বাম পার্শ্বে ক্রুশবিদ্ধ হইল। † ৩৮ যাহারা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল, ৩৯ এবং বলিতে

* এই শ্লোক পুরাতন পাঠ হইতে অনেকাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার উল্লেখে একটু প্রয়োজন আছে। শ্লোকের সম্পূর্ণ অংশ,—

And they crucified him, and parted his garments casting lots : that it might be fulfilled which was spoken by the Prophets,—they parted my garments among them and upon my vesture did they cast lots.

এই শ্লোকে কোনও ভবিষ্যদ্বক্তার ভবিষ্যদ্বাণীর সিদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভবিষ্যদ্বক্তার নামের উল্লেখ না থাকায়, উহা সংশোধিত সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে।

† অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। মধ্যে যিশু ক্রুশবিদ্ধ রহিয়াছেন, উভয় পার্শ্বে দুইজন আততায়ীর দেহ ঝুলিতেছে! এ বড় মহান দৃশ্য। উভয় পার্শ্বে বিকটমূর্ত্তি পাষণ্ডদ্বয়,—ইহাদের একজন রাজ-অট্টালিকা দগ্ধ করিয়া দিয়াছে, এক ব্যক্তি বিশ বৎসর ধরিয়া অগ্নি-তরবারিতে নগরের আবালবৃদ্ধবণিতা কাঁদাইয়াছে। এই দুই ব্যক্তির ভীষণশব বিকটদৃশ্যে মহাভীতিজনক ভাবে উভয় পার্শ্বে লম্বিত। মধ্যে পাপীপরিত্রাতার জ্বালাযন্ত্রণাহীন প্রশান্তমূর্ত্তি, সংসারের পাপী-[illegible] জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছেন। এমন উগ্রমধুরে সম্মিলন, এমন জ্বালাজনক কৌতুকের সুখদর্শন, এমন সৌম্যরৌদ্রের দেদীপ্যমান প্রমান, যাহার হৃদয় আছে, সেইই ধারণা করিতে পারে। সে ধারণায় অপার আনন্দ!

লাগিল, "ওহে! তুমি না মন্দির ভগ্ন করিয়া তিন দিনে নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিলে? এখন আত্মরক্ষা কর। তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস।" ৪০ প্রধান পুরোহিতেরাও প্রাচীন ও অধ্যাপকগণের সহিত বিদ্রূপ করিয়া ৪১ তদ্রূপ বলিতে লাগিল, "এ (আবার) অন্যের পরিত্রাতা, নিজের প্রাণই বাঁচাইতে পারে না! এ (আবার) ইস্রায়েলের রাজা!—ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক না কেন, (তাহা হইলেই ত) আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করি। ৪২ এ ঈশ্বরে ভরসা রাখে; ঈশ্বর যদি তাঁহাকে ভালবাসেন, * তবে (তিনি ইহার) জীবন রক্ষা করুন! কারণ এ বলে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।" ৪৩ যে দস্যুদ্বয় ক্রুশবিদ্ধ হইয়া তাঁহার উভয় পার্শ্বে লম্বিত ছিল, তাহারাও (যেন) এই সঙ্গে বিদ্রূপ করিল! † ৪৪

* যদি তাঁহাকে ভাল বাসেন, অর্থাৎ তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের যদি কোনও প্রয়োজন থাকে; ঈশ্বর যদি তাহাকে তেমন কোনও বিশিষ্ট কার্য্যের জন্য সৃজন করিয়া থাকেন, এবং সে কার্য্য যদি এখনও অসম্পূর্ণ থাকে, তবে তিনি এখন কেন উহার প্রাণ রক্ষা করুন না?

† প্রাণে বড় আঘাত লাগে! সংসারই কি এই প্রকার? সংসারের সীমান্তব্যাপিনী অধঃপতন, এবং সেই অধঃপতন হইতে সংসার রক্ষা, ভগবানেরই কর্ত্তব্য বটে, এবং পুনঃ পুনঃ তিনি তাহার প্রমাণও দিয়াছেন, কিন্তু সংসার কি অধঃপতিত! সংসারের হৃদয়হীনেরা কি অপদার্থ!—দস্যু—আততায়ী, সংসারের পদে পদে বিঘ্নকারীরাও পাপীপরিত্রাতাকে উপহাস করিল!!! এ চিত্র স্মরণে প্রাণে বড় আঘাত লাগে। মনে হয়, ভগবান্ এ ত তোমারই সংসার; তোমার সংসারে, তোমার এত লাঞ্ছনা কেন!"

পুরাতন পাঠে আছে, the thieves also which were crucified with him, cort the same in his teeth.

( এই ঘটনা ঘটিলে পর ) ষষ্ঠ ঘটিকা হইতে নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত, সমস্ত দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিল। ৪৫ তদনন্তর নবম ঘটিকায় যিশু চীৎকার করিয়া বলিলেন,—

Eli, Eli, lama sabachthani ?

( অর্থাৎ "আমার ঈশ্বর ! আমার ঈশ্বর ! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে ?" ৪৬ যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল এবং এই কথা শুনিয়াছিল, তাহারা বলিল, "এ ব্যক্তি এলিজাকে ডাকিতেছে।" ৪৭ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের একজন দৌড়িয়া গিয়া একটা স্পঞ্জ সির্‌কায় ডুবাইল এবং তাহা একটী নলের অগ্রভাগে বসাইয়া তাঁহাকে পান করিতে দিল। ৪৮ অবশিষ্ট সকলে বলিল, "থাক্। এলিজা আসিয়া ইহাকে রক্ষা করেন কি না, দেখা যাউক !" ৪৯ অনন্তর যিশু আর একবার উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া আত্মা-ত্যাগ করিলেন। ৫০ * তখন দেখ,

* And yielded up his spirit তিনি আত্মা-ত্যাগ* করিলেন। এ বড় ভীষণ কথা। It is finished এই শেষ। যে কার্য্যের জন্য তাঁহার অবতরণ আবির্ভাব, যাহার জন্য এত সন্তাপ অনুতাপ, যাহার জন্য নানা বিসদৃশ ভাবে ব্যবহার, এ সকলের এই শেষ।

পুরাতন পাঠে আছে, yielded up the ghost. তিনি আত্মত্ব লাভ করিলেন। সংশোধিত পাঠে ghost শব্দের পরিবর্ত্তে spirit পদ ব্যবহার

Yielded up his spirit আত্মা-ত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগ বলা যায় না, কেননা প্রাণের অর্থবিপর্য্যয় এবং দার্শনিক তর্ক আইসে। এইরূপ স্থানে, আমাদের দেশপ্রচলিত শব্দ আছে, আত্মা-ত্যাগ। কোনও অলৌকিক পুরুষের এই প্রকার তনুত্যাগ বা দেহত্যাগকে

মন্দিরের যবনিকা উর্দ্ধ হইতে অধঃ. দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল, পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল, শৈল সকল দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া গেল, ৫১ এবং সমাধিমুখ উন্মুক্ত হইলে, তন্মধ্যে যে সকল সাধুপুরুষের দেহ নিদ্রিত ছিল. সেই সকল দেহ পুনরুত্থান করিল। * ৫২ সমাধি হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার পুনরুত্থানের পর অনেকেই পুণ্যনগরে প্রবেশ করিলেন, ও অনেকের সম্মুখেই দর্শন দিলেন। † ৫৩ এদিকে শতপতি এবং যাহারা তাঁহার সহিত

করিয়াছেন, কেননা Spirit এবং ghost, এ শব্দদ্বয়ের অর্থে কোনও প্রভেদ নাই। থাকিলেও হিন্দুর চক্ষে তাহা তাদৃশ দূষণীয় নহে; কেননা, মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্তি, এবং সেই প্রেতত্ব হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রেতশ্রাদ্ধের বিধি হিন্দুশাস্ত্রের অক্ষয় উপদেশ। সংসারের তত মলিনতা, পাপতাপের তত মিশ্রণ বিমিশ্রণ, সংযোগ সংশ্রব, সুতরাং একেবারে আত্মার আত্মময়ত্ব অর্থাৎ সোঽহংং অবস্থাপ্রাপ্তি, অসম্ভব। তাই, নিজের সেই বহুদিন ব্যাপি সদসৎ কর্ম্মবিলেপন ঘুচাইতে "প্রেতত্ব" বা তথাবিধ একটা ময়লা কাটাইবার ব্যবস্থা কল্পনা করা, মন্দ নহে। শ্রাদ্ধাদিক্রমের ফলদাতৃত্ব সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজি নোঽপি মাম্॥ ৯।২৫

* কেননা যিশুর মৃত্যুতে মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে, তাই সাধু সকলের আত্মার-পুনরুত্থান।

† এ কিরূপ আবির্ভাব, টীকাকারেরা তাহা কিছু বলেন নাই। পুণ্যনগর, এখানে

আত্মা-ত্যাগ বলে। আমরা সেই শব্দই অনুবাদে ব্যবহার করিয়াছি। yielded up his spirit পদের অর্থ, আত্মত্ব লাভ। আত্মা, মায়ামোহাদি সাংসারিক ব্যাপারে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মী হইয়াছিলেন, কর্ম্মের ফাঁসি গলায় লইয়া কর্ম্মময় জগতে অবতারিত হইয়াছিলেন, এখন সব ছাড়িয়া আত্মত্ব, অর্থাৎ জড়দেহাদি ধারণের অতীত যে সোঽহং, তদবস্থা লাভ করিলেন; অথবা স্থূল শরীর ছাড়িয়া, সূক্ষ্মশরীর লাভ করিলেন।

যিশুর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা ভূমিকম্প প্রভৃতি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং বলিল, "ইনি যথার্থই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" ৫৪ যে সকল স্ত্রীলোক যিশুর পরিচর্য্যার জন্য গালিলী হইতে তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিল, তাহারা দূর হইতে এই সকল দেখিতেছিল। তাহারা ৫৫ তাহাদের মধ্যে, মাগদলনা মেরী, জেমস্ ও যোসেফের মাতা মেরী এবং যাবেদীর পুত্রদ্বয়ের মাতাও ছিল। ৫৬

জেরুজিলম। সাধুপুরুষেরা সেই জেরুজিলমের অনেক লোককে, অবশ্য পুণ্যশীলদিগকে দর্শন দিলেন। সাধুপুরুষেরা সর্ব্বদাই এমন করিয়া থাকেন। পুণ্যবানগণের সম্মুখে তাঁহারা সর্ব্বদাই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ বিশ্বাস। যাঁহারা পুনরুত্থান করিলেন, তাঁহারা সাধু তাঁহারা ভক্ত, তাই তাঁহাদের পুনরুত্থান। তাঁহাদের ধ্বংস নাই। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

Such an one quickly becomes righteous-souled, for he comes to perpetual peace. Swear, O Son of *Kuntee*, my devotee, *never is destroyed.* *Lord's Lay.* 9-31.

ভগবান ইহাঁদিগের "যোগক্ষেম" বহন করেন। এই যোগক্ষেমই পুনরুত্থান-পুরস্কার।

গীতায় ভগবান বলিতেছেন,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

Of those men, who thinking of Me in identity, worship Me, for them, always resting in Me I bear the burden of acquisition and preservation of possessions. * *Lord's Lay* 9. 22.

* Acquisition অর্জ্জন, preservation রক্ষণ। শক্তির অর্জ্জন ও রক্ষার যে শক্তি, তাহা আমি তাহাদিগের জন্য বহন করিব। ইহারই নাম, যোগক্ষেম।

সন্ধ্যাকালে অরিমথিয়া নিবাসী যোসেফ নামক এক ধনবান ব্যক্তি, ৫৭ যিনি যিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পাইলেটের নিকটে গিয়া যিশুর দেহ প্রার্থনা করিলেন। পাইলেট সম্মত হইলেন। ৫৮ যোসেফ সেই দেহ, একখানি পরিষ্কার চাদরে আবৃত করিয়া, ৫৯ সেই পর্ব্বতোপরি নিজের জন্য যে নূতন সমাধি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহাতে নিহিত করিলেন, এবং সমাধিমুখ একখানি বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ৬০ মাগদলনী মেরী, এবং অন্য মেরী, সেই সমাধির সম্মুখে বসিয়াছিল। ৬১

পরদিন, অর্থাৎ উদ্যোগ-বাসরের * পর দিন, প্রধান পুরোহিত ও ফরিসীরা পাইলেটের নিকটে সকলে একত্রিত হইল, ৬২ এবং বলিল, "মহাশয়! আমাদের এখন মনে পড়িতেছে যে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত অবস্থায় বলিয়াছিল, 'তিন দিন পরে আমি আবার উঠিব।' † ৬৩ অতএব আদেশ করুন, তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার সমাধি যেন সুরক্ষিত থাকে; পাছে উহার শিষ্যেরা আসিয়া উহাকে

* Which is *the day* after the preparation এদেশের প্রথানুসারে [illegible]আয়োজন বাসরের পরদিন। আয়োজন অপেক্ষা উদ্যোগ শব্দই সমধিক অর্থ প্রকাশক।

† We remember that that deciever said, while he was yet alive, after three days, I rise again তিন দিন পরে, আমি আবার অভ্যুদিত হইব।

চুরী করিয়া লইয়া গিয়া লোক সকলের নিকট ঘোষনা করে যে, তিনি মৃতদিগের মধ্য হইতে উত্থান করিয়াছেন। এরূপ হইলে, শেষ ভ্রম, প্রথম ভ্রম হইতেও মারাত্মক হইবে।”৬৪ পাইলেট তাহাদিগকে বলিলেন, “রক্ষক আছে, তাহাদিগকে লইয়া গন্তব্য স্থানে গমন কর, এবং যেমন সুরক্ষিত করিতে পার, তেমনই কর।”৬৫ তাহাতে প্রহরী-দিগের সহিত তাহারা তথায় গমনপূর্ব্বক সমাধি প্রস্তর মুদ্রাচিহ্নে অঙ্কিত করিল, এবং প্রহরায় নিযুক্ত হইল।৬৬

## অষ্টাবিংশ কল্প

স্ত্রীলোকের প্রতি স্বর্গদূতকর্তৃক খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ক ঘোষণা—তাহাদের সম্মুখে স্বর্গদূত স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তিনি তাঁহার সমাধি হইতে অপহৃত হইয়াছেন, এই কথা বলিবার জন্য প্রধান পুরোহিতগণ কর্তৃক সৈন্য-দিগকে অর্থ দান—শিষ্যগণের সম্মুখে খ্রীষ্টের আবির্ভাব—এবং জগতের সকল জাতিকে দীক্ষিত এবং শিক্ষিত করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ।

বিশ্রাম দিনের অবসান হইলে সপ্তাহের প্রথম দিন উষাকালে মাগদলনী মেরী ও অন্য মেরী সমাধি দেখিতে আসিল। ১ (তখন) দেখ, এক ভীষণ ভূমিকম্প হইল; কেননা প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সমাধিপ্রস্তর অপসারিত করিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। ২ তাঁহার মূর্ত্তি বিদ্যুৎসদৃশ, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ তুষারের ন্যায় শুভ্র। ৩ তাঁহার ভয়ে প্রহরীরা কম্পিত এবং মৃতবৎ হইয়া পড়িল। ৪ স্ত্রীলোকদিগকে সম্ভা[illegible] করিয়া স্বর্গদূত বলিলেন, "তোমাদের ভ[illegible] কেননা আমি জানি যে, তোমরা ক্রু[illegible] যিশুকে অন্বেষণ করিতেছ। ৫ তিনি এখা[illegible] তিনি যেমন বলিয়াছিলেন, তেমনই উত্থ[illegible] ছেন। আইস, যে স্থানে প্রভু শয়ান [illegible] স্থান দেখ; ৬ এবং শীঘ্র যাও, তাঁহার শি[illegible]

তাহাদিগের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন; "স্বর্গ মর্ত্তের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমার প্রতিই অর্পিত হইয়াছে; অতএব তোমরা যাও, সমস্ত জাতিকেই শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে তাহাদিগকে দীক্ষিত কর, * ১৯ এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহাদিগকেও সেই সকল (উপদেশ) পালন করিতে শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমি যুগান্ত পর্য্যন্ত তোমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে রহিলাম। † ২০

---
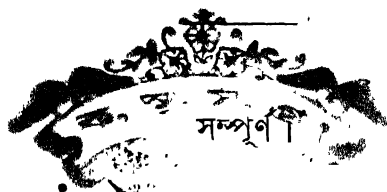
* পিতা—ঈশ্বর, পুত্র—যিশু খ্রীষ্ট, এবং পবিত্রাত্মা; এই তিনেরনামে দীক্ষিত কর

† ইহাতে এই কয়েকটী কথা। যিশুর এই শেষ উপদেশ।

১। সমগ্র জাতিকে শিষ্য কর; অর্থাৎ জগতের যথায় যে জাতি আছে সকলকেই তোমাদের পথাবলম্বী কর।

২। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে তাহাদিগকে দীক্ষিত কর। পিতা ভগবান, পুত্র যিশু এবং পবিত্রাত্মার নামে, তাহাদিগকে দীক্ষা দান কর।

৩। আমি তোমাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহাদিগকেও সে সকল শিখাও; অর্থাৎ আমি তোমাদিগের হৃদয়ে যে পবিত্রশিক্ষাবীজ বপন করিয়াছি [illegible]ছে; অতএব তাহাদিগকেও সে ফল দান কর।

[illegible]—যিশু আদেশের পূর্ব্বেই বলিয়াছেন; "স্বর্গ মর্ত্তের অধিকার আমা[illegible] [illegible]ছে। আর এ সকলের শেষ আশীর্ব্বাদ,—

[illegible] পর্য্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিলাম।"